স্রোত

শ্রীভুবনমোহন মিত্র

প্রকাশক—
নারায়ণ-সাহিত্য-মন্দির
৮, রাধামাধব গোস্বামী লেন।
বাগবাজার।

দাম দেড় টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্লাসিক্ প্রেস
২১ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

উপহার

....

....

....

আমার বই বেরবার সময় সুহৃদ্বর শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অগ্রজপ্রতিম শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু যা' সাহায্য ক'রেছেন, তা' মুখে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তাঁদের একাগ্রতার এবং আন্তরিকতার যে কতখানি মূল্য, তা' সামান্য কৃতজ্ঞতার কথা তুলে' তাঁদের হয়তো ছোট-ই করা হয়। চিরাচরিত্ প্রথানুযায়ী সেটা না হয় নাই করলাম।

বিজয়া দশমী
আশ্বিন।
১৩৪১

—গ্রন্থকার—

শ্রীমতী শেফালি মিত্র

করকমলেষু—

স্রোত

ধনীর দুলাল কমল যে এমনি করিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়িতে পারে, নীলাদ্রি তাহা কোনদিনই ভাবে নাই। তাই সে প্রথমটা হতভম্বের মত খানিক কমলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—হঠাৎ কিছু না জানিয়ে যে কমল দা' ?

কমল বলিল—আমার ওখানে যাওয়ার জন্যে বারবার চিঠি লিখেও যখন উত্তর পেলুম না, তখন হঠাৎ না এসে উপায় কি বল্ ? কিন্তু তোকে দেখে তো মোটেই ভাল আছিস বলে' মনে হচ্ছে না ?

নীলাদ্রি উত্তর দিল—হ্যাঁ, শরীরটা তেমন···

কমল বলিল—ভাল নেই, কেমন ? একবার খবরটা দিতে কি হয়েছিল হতভাগা। যাক্, এসে যখন পড়েছি, তখন নিজেই ব্যবস্থা কর্তে হবে। চল্, কালই দেশে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

হাসিয়া নীলাদ্রি বলিল—পাগল হ'লে কমল দা', অফিসে কি হঠাৎ ছুটি পাওয়া যায় ?

কমল উত্তর দিল—পাগল না হ'লে চলে কই। চাকরীর চিন্তাটা দেখ্‌ছি তোকে একেবারে অমানুষ করে' তুলেছে। আগে প্রাণ বাঁচা, তবে তো চাকরী। কালই অমন চাকরীতে জবাব দিয়ে আয়।

সবিস্ময়ে নীলাদ্রি কমলের মুখের পানে চাহিল।

কমল হাসিয়া বলিল—দেখ্‌ছিস কি বল্ তো ? কমল দা' এবার সত্যি-সত্যিই পাগল হ'ল কি না ? যাই ভাবিস না কেন, এবার তোকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে অনেকবার পিসীমা দেশে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু সময় অভাবে যাওয়া আর ঘটে ওঠে নি। ওদিকে আবার ম্যানেজার-বাবু লিখেছেন, প্রজারা না কি তাদের নতুন রাজাকে দেখ্‌বার জন্য বিশেষ উন্মুখ হ'য়ে আছে, দেখেই আসা যাক্ ব্যাপারটা !

নীলাদ্রি বলিল—তা' তো থাক্‌বেই, কিন্তু সে সব পরে আলোচনা কর্‌লেই চল্‌বে, বেলা তো আর তোমার জন্যে অপেক্ষা করে' থাক্‌বে না। চল, চানটান করে' খেয়ে নেওয়া যাক্।

কমল নীলাদ্রির বন্ধু হইলেও তাহার অপেক্ষা কিছু বড়, সেই জন্য সে কমলকে কমলদা' বলে। এবং কমলেরও নীলাদ্রির উপর বন্ধুত্বের দাবী থাকিলেও সে

ছোট ভায়েরই মত তাহাকে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে।

স্নান করিয়া দুই বন্ধুতে খাইতে বসিল।

ভাত আসিলে পাতের দিকে চাহিয়াই কিন্তু কমল শিহরিয়া উঠিল। এই নীলাদ্রির রোজকার খাদ্য। মোটা লাল চাল, একটা ডাল, আর একটা কি তরকারী, একটু জলের মত মাছের ঝোল, কিন্তু মাছ নাই বলিলেই চলে।

নীলাদ্রি বলিল—তোমার খাওয়ার আজ খুব কষ্ট হবে কমল দা'? কি কর্‌ব, আগে খবর দিলে যা' হোক্—

কমল বলিল—মান বাঁচাবার চেষ্টা করতিস্, না রে? একদিন আমার না হয় কষ্ট হ'লই, কিন্তু দিনের পর দিন যে এই সমস্ত খেয়ে আস্‌ছে তার কথা ভাব্‌তেও যে আমার মন চাইছে না নীলাদ্রি।

নীলাদ্রি উত্তর দিল—কি করবো কমল দা' যা' মাইনে পাই—

কমলের চক্ষু সজল হইয়া আসিল; বলিল—দেশের খবর কি নীলাদ্রি? সেখানে যাস্ তো মাঝে মাঝে?

নীলাদ্রি উত্তর দিল—না, যাওয়া আর ঘটে ওঠে না। আর কার জন্যেই বা যাবো কমল দা'? একমাত্র অবলম্বন মা-ই যখন চলে' গেলেন···।

কমল ধীরকণ্ঠে বলিল—যিনি যাবার, তিনি তো গেছেনই ; যাকে থাক্‌তে হবে, তাকে তো সব দিক্ দেখে-শুনে চল্‌তে হবে ভাই ! আমারই কথা দেখ্ না, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখ্‌লুম, বাবা নেই ! একদিনের জ্বরে অমন করে' যে তিনি আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাবেন, স্বপ্নেও ভাবি নি ! কিন্তু কর্‌ব কি, আবার তো উঠে দাঁড়ালুম।

কমলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

দু'জনে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর নীলাদ্রিই প্রথমে কথা কহিল ; বলিল—যে কলেজে আগে ছিলে, এখনও সেইখানেই আছ তো ?

কমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আছি।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা পাগলামী কিন্তু এ তোমার। যার জমিদারীতে অমন মাইনের দু'-চারটে লোক খাট্‌ছে, সে কি না বাইরে থাকে নিজে চাকরী কর্‌তে।

কমল বলিল—বুঝি সব, কিন্তু ভেবে যে কিছুই ঠিক কর্‌তে পারি না নীলাদ্রি। মনে হয়, এ কাজ ছেড়ে দিলে একদিনও আমি বাঁচবো না। প্রফেসারিটা যেন আমার নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

নীলাদ্রি বলিল—না, তোমার ছেলেমানুষী আজও

যায় নি কমল দা', এমনি করেই কি চিরকাল থাক্‌বে? সত্যি, ঠাট্টা নয়, নিজের বিষয় নিজে একটু দেখাশোনা না কর্‌লে চল্‌বে কেন?

কমল বলিল—পরের ভাল-মন্দর দিকে তো তোর বেশ নজর আছে দেখ্‌ছি, কিন্তু নিজের শরীরের জন্য তো কই, বাবুর একটুও হুঁস নেই। আয়নায় মুখখানা দেখ্‌বারও কি ফুরসৎ পাস্‌ না একবার। কোন কথা নেই, শুন্‌বও না, জোর করে' এবার তোকে ধরে' নিয়ে যাবো। দেখি কি, কর্‌তে পারিস্‌। তুই পর ভাব্‌তে পারিস, কিন্তু আমি পারি না। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়ে একদিন তোর মায়ের দুধ খেয়েই যে আমি মানুষ হয়েছি নীলু! তাঁর স্নেহ, তাঁর দয়া কি ভোলবার!

শেষের দিকের কথাটা যেন ভারী হইয়া আসিল।

নীলাদ্রি কমলের সরল উদার মুখের দিকে শুধু নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

নীলাদ্রির কোন ওজর-আপত্তি টিকিল না, পরদিন সত্য-সত্যই তাহাকে লইয়া কমল দেশাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কমল গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিল, জমিদারের সম্মানের জন্য লতায়পাতায় পাড়ার সারা পথটাকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বন্দুকের আওয়াজে গ্রামবাসীদের জানাইয়া দেওয়া হইল, জমিদার আসিলেন। দুইদিকে প্রকৃতির সবুজ মখমলঢাকা উদার মাঠ, আর মাঝে সুরকিঢালা পায়ে চলা পথ। কমল নীলাদ্রিকে লইয়া হাঁটিয়াই চলিতে সুরু করিল। ম্যানেজারবাবু গাড়ী বা পাল্কীর কথা তুলিলে কমল উত্তর দিল—বেশী দূর তো নয় ম্যানেজারবাবু, এ হেঁটেই যেতে পার্‌বো।

সকলে অবাক্ হইয়া গেল—এতবড় জমিদার, বলে কি!

কমল বাড়ীতে আসিয়া নীলাদ্রিকে লইয়া সোজা অন্দরে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—পিসীমা।

পিসীমা সত্যবতী কি করিতেছিলেন; তিনি তাঁর বিধবা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—ও রে ঝর্ণা, দেখ্‌বি আয় কে এসেছে।

দুইজনে পিসীমাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই মেয়েটি কমলকে এবং নীলাদ্রিকে প্রণাম করিল। কমল বলিল—প্রণামের ঘটা তো খুব, কিন্তু ইনি কে বল্ তো, ঝর্ণা?

সত্যবতী বলিলেন—আমাদের নীলাদ্রি, না?

কমল হাসিয়া উঠিল—যা' বোকা মেয়ে পার্‌লে না, পিসীমা আগেই বলে' দিলে।

পিসীমা বলিলেন—তা' যাই বল্‌ কমল, এখন দেখ্‌লে ওকে যেন আর সে নীলাদ্রি বলে' চেনা যায় না।

কমল উত্তর দিল—সেই জন্যেই তো ধরে' এনেছি পিসীমা। আমি তো থাকি না, তবু আমার বদলে ওকে পেয়ে······

কিরে নীলাদ্রি, তুই এখানে নতুন এলি না কি? লজ্জায় যে মুখই তুল্‌তে পারছিস্‌ না?

সত্যবতী বলিলেন—লজ্জা কি বাবা, আমার কমলও যেমন, তুমিও তেমনি। আর তুমি তো ঘরের ছেলে, তোমার মা আমার সই ছিলেন।

নীলাদ্রি হাসিল। কমল বলিল—ও চিরকাল মুখচোরাই রইলো পিসীমা। হ্যাঁ রে, তোর সে ছবি আঁকবার সখ বুঝি মিটে গেছে? আগে বরং পত্রিকায় তোর ছবি দেখ্‌তে পেতাম, আর যে আঁকিস না?

নীলাদ্রি জবাব দিল—সময় কোথা কমল দা', তুমি গিয়ে দেখে এসেছ তো?

কমল বলিল—বিলক্ষণ! জান পিসীমা, নীলাদ্রি সেখানে কেমন করে' থাক্‌তো?

নীলাদ্রির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

পিসীমা বলিলেন—তোর সবই তো আছে রে, তবে কেন সেধে দুঃখকে ডেকে আনিস বল্ ত বাবা।

সত্যবতীর দৃষ্টি এড়াইলেও, কমল দেখিল, কিসের বেদনা নীলাদ্রির সারা অবয়বে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য সে বলিল—বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও না পিসীমা।

সত্যবতী অনেকদিন পরে কমলকে পাইয়া এত আনন্দে মাতিয়া গিয়াছিলেন যে, খাইতে দিবার কথা পর্য্যন্ত মনে পড়ে নাই ভাবিয়া তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—এই দেখ, বুড়োমানুষের কাণ্ড, আসল কথাই ভুলে গেছি। চ' না বাবা, হাত-মুখ ধোয়া হয়েছে ত? দুটো ঠাঁই করে' দেতো মা।

কমল বলিল—কেন, এখানে কি চাকরের মড়ক হয়েছে। সব গেলো কোথা?

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—এসব তো চাকরের কাজ নয় বাবা, এ যে মেয়েদেরই কাজ। হ্যাঁ, দু' গেলাস অমনি জল। বলিয়া তিনি খাবার আনিতে চলিয়া গেলেন।

দিনকয়েক পরের কথা। একদিন কমল দেখিল,

তাহার বাড়ীর পাশে একটা খোলামাঠে থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইতেছে।

ম্যানেজারবাবুকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিল যে, চাঁদা তুলিয়া গ্রামবাসীরা নূতন জমিদারের আগমনের জন্য উৎসব করিতে চায়; এমন কি, সে চাঁদা ম্যানেজার-বাবুর কাছে জমা পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছে। কমল ভাবিয়া পাইল না যাহারা জমিদারের খাজনা দিতে অপারগ, তাহারা কি করিয়া এ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। খানিক ভাবিয়া ম্যানেজারবাবুকে হুকুম দিল—প্রজাদের জানিয়ে দিন ম্যানেজারবাবু, তিন-চারদিনের মধ্যে যেন নতুন জমিদারের নজর তারা কাছারীতে জমা দিয়ে যায়, বুঝ্‌লেন?

ম্যানেজারবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে কমলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কমল বলিল—যান্, বলে' দিন তাদের। এর অন্যথা হ'লে অগত্যা জমিদারকে নিজেই এর প্রতিবিধান কর্‌তে হবে।

কমলের চোখে মুখে যেন দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ম্যানেজারবাবু চলিয়া গেলে নীলাদ্রি প্রশ্ন করিল—এটা কি ভাল কর্‌লে কমল দা'?

কমল হাসিয়া বলিল—ভাল বুঝেই করেছি নীলাদ্রি, যদিও আমি কখনো বৈষয়িক কাজে হাত দিই নি, তবু বাবার দেখেও—বলিয়া সে চুপ করিয়া গেল।

সকালে দুই বন্ধুতে বেড়াইতে বাহির হইতেছিল। যাইবার মুখে কমল কাছারীতে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে কমলকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কমল বলিল—প্রজাদের জানিয়ে দিয়েছেন ম্যানেজার-বাবু?

ম্যানেজারবাবু উত্তর দিলেন—না, এখনও বলা হয় নি। এ সময় কি তারা নজর দিতে পার্‌বে?

কমল বলিল—যদি তারা জমিদারের সম্মানের জন্যে চাঁদা করে' থিয়েটার কর্‌তে পারে, তা' হ'লে নজর দিতে তাদের আট্‌কাবে না ম্যানেজারবাবু? আপনি শুধু আমার আদেশ তাদের জানিয়ে দিন। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এখনও তাদের জানান হয় নি বলে'।

ম্যানেজারবাবু ভড়কাইয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, জমিদারী-সংক্রান্ত কোন বিষয়েই কমল হাত দিবে না বরং তাঁহারই উপর সব ছাড়িয়া দিয়া সে দেশত্যাগ

করিয়া যাইবে। কিন্তু আজিকার ঘটনা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিব্রত করিয়া তুলিল।

ম্যানেজারবাবু মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—আচ্ছা।

কমল আর দাঁড়াইল না। নীলাদ্রিকে লইয়া সে গ্রামের পথ ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ম্যানেজারবাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহাদের গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ম্মচারী উত্তর দিল—কিন্তু এখন উপায় ম্যানেজার-বাবু?

ম্যানেজারবাবু কথা কহিলেন না, তাঁহার মুখ যেন অন্ধকার হইয়া গেল।

পরের দিনের কথা। কমল বাহির হইবামাত্র সকলে যেন তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল। বলিল—পার্‌বো না হুজুর, এসময় আমাদের রেহাই দিন।

কমল হাসিয়া জবাব দিল—রেহাই দিন বলা যত সোজা, কিন্তু রেহাই করা তত সোজা নয়। দাও নজরের টাকা, নইলে এক-একজনকে পঞ্চাশ ঘা বেত। বলিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে ডাকিল—তেওয়ারী।

ডাকিবামাত্র একজন লম্বা চওড়া দরোয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—হুজুর।

কমল হুকুম দিল—টাকা না দিলে যেন এদের ছাড়া না হয়। পঞ্চাশ ঘা বেত, আর যতদিন নজর আদায় না হয়, ততদিন এদের একটা ঘরে চাবি দিয়ে বন্ধ করে' রাখ্‌বে।

নীলাদ্রি অধৈর্য্য হইয়া উঠিল ; কঠোর কণ্ঠে ডাকিল—কমল দা'।

কমল তাহার দিকে তাকাইল, কিন্তু কথা কহিল না। নীলাদ্রি বলিল—তুমি যে এতবড় পশু হয়েছ তা' জানা থাক্‌লে কখনই এখানে আসতাম না। আজই চলে' যাবো আমি।

হাসিয়া কমল বলিল—যেতে হয়, পরে যাস্‌। কিন্তু শিক্ষা করে যা' কেমন করে' সকলকে সায়েস্তা কর্‌তে হয়। বলিয়া সে প্রজাদের দিকে তাকাইয়া বলিল—নজর দেওয়ার অক্ষমতা ছাড়া আর কিছু কি তোমাদের বল্‌বার আছে ?

প্রজারা জানাইল—হুজুর মা-বাপ, আর কিছু বলিবার তাহাদের নাই। এই থিয়েটারের চাঁদার জন্য ম্যানেজার-বাবুর তাড়নায় দু'-চারআনা দিতেই তাহাদের কষ্টের সীমা নাই। তাহা ভিন্ন, আগের যে খাজনা, তাহার কিছু মাপ চাওয়া সত্ত্বেও মাপ না করিবার জন্য তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহা দিতে হইয়াছে। ঘরে যে তাহারা কি

খাইবে, তাহারও কিছু যোগাড় নাই। মাথার উপরে ভাঙা চাল দিয়া কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা নির্দ্দয় আকাশের সকল অত্যাচারই মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইতেছে।

কমলের শরীর রাগে ফুলিয়া উঠিল। উত্তেজিত-কণ্ঠে সে বলিল—তোমরা নিজের ইচ্ছেয় এ চাঁদা দাও নি ?

প্রজারা জানাইল—না।

কমল ডাকিল—ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজারবাবু ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে আসিতেই কমল দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—আমার বেশ মনে পড়ে ম্যানেজারবাবু, আমি সেবার অনেক খাজনা মাপ করেছিলাম, কিন্তু তা' প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করার কারণ কি বল্‌তে পারেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ম্যানেজারবাবু পারিলেন, না। খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া কমল বলিল—ভেবেছিলেন, যদি আদায় হয়, তবে ছাড়ি কেন ? ওদের কাছে থেকে ছাড়্‌তে যে কারণে প্রাণ চায় নি, জমার খাতায় সেই কারণেই বোধ করি টুকে রাখ্‌তে ভুল হ'য়ে গেছে, কেমন ? আপনি ভদ্রলোক, বেশী কিছু বলা আমি পছন্দ করি না। আজই, এখনই এঁর কাছে হিসাব-পত্র বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী যান্, বুঝ্‌লেন ? বলিয়া নীলাদ্রিকে দেখাইল।

তারপর প্রজাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—যাও, তোমাদের নজর মাপ কর্‌লাম। তা' ছাড়া, যে চাঁদা দিয়েছ, তাও তোমরা কাল সকালে এসে কাছারী থেকে নিয়ে যেও।

প্রজারা জমিদারের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কমল বলিল—দেখ্‌লি নীলাদ্রি, কেন আমি এমন ব্যবস্থা করে-ছিলাম। ওঁদের জানিয়ে দিলাম, আমি বেশী কিছু না বুঝ্‌লেও অন্ততঃ ওঁদের চৌর্য্যবৃত্তিটা বুঝ্‌তে পারি।

নীলাদ্রির ইচ্ছা হইল কমলের পায়ের তলায় লুটাইয়া বলে—আমায় ক্ষমা কর কমল দা'। কিন্তু এত লোকের সম্মুখে লজ্জায় বাধিয়া গেল।

কমল আপন-মনে বলিয়া চলিল—না, এরপর আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকা চলে না দেখ্‌ছি। গরীব প্রজাদের এদের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে, নইলে মরেও সুখ পাব না। এ বিপদে আমায় রক্ষা কর ভাই, তুই আমার হ'য়ে এদের ভার নে, আমি নিশ্চিন্ত হই। বলিয়া কমল নীলাদ্রির হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে পুনরায় বলিয়া উঠিল—পৃথিবীতে তুই ছাড়া আমার আপনার বল্‌তে আর কে আছে, বল্‌ কথা রাখবি?

নীলাদ্রি আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিল—তাই হবে কমল দা', আমি এখানেই থাক্‌বো। কিন্তু—

কমল আনন্দে উল্লসিত হইয়া বলিল—কিন্তু যদি কিছু থাকে, সে পরে শোনা যাবে নীলু, এখন নয়।

এমন সময় ম্যানেজারবাবু আসিয়া বলিলেন—খাতা এখন পাওয়া যাচ্ছে না, পরে…

কমল উত্তর দিল—তা' আমি জান্‌তাম। কিন্তু যাক্, জবাব আর দেব না আপনাকে ; বাবা যখন রেখে গেছেন, তখন যে ক'টা দিন থাকা সম্ভব থাকুন আপনি। শুধু এই কথাটা ভুলে যাবেন না, জমিদারের ছেলে জমিদারই হয়, অন্য কিছু হয় না। বলিয়া কমল শ্লেষের হাসি হাসিয়া উঠিল।

তারপর বলিয়া চলিল—এবার আমি সমস্ত নীলাদ্রির হাতে ছেড়ে দিতে চাই। ভয় নেই, আপনি ম্যানেজারই থাক্‌বেন, ; কিন্তু ওকে জমিদারের প্রতিনিধি মনে করে' আশা করি ওর আদেশ এবং সম্মান রক্ষা কর্‌তে 'কিন্তু' হবেন না। আচ্ছা, আপনি তা' হ'লে আসুন। আপনার কাজের আর ব্যাঘাত কর্‌বো না। বলিয়া সে ম্যানেজারবাবুর দিকে আড়চোখে চাহিয়া চাপা হাসি হাসিল।

তারপর নীলাদ্রির দিকে চাহিয়া বলিল—অনেক বক্‌তে হ'ল শুধু শুধু। চল্, বাড়ীর ভেতর যাই। বলিয়া তাহারা উঠিয়া পড়িল।

একপক্ষ নূতন জমিদারের বিপক্ষে যাহা সব মন্তব্য প্রকাশ করিল, তাহা কমল না শুনিলেও, দূর হইতে শুনিতে পাইল আর একপক্ষ তাহারই জয়ধ্বনি করিতেছে।

আড়ালে গিয়া নীলাদ্রি কমলের পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আমায় এবারের মত ক্ষমা কর কমল দা'! হঠাৎ মুখ দিয়ে যে ভাষা বেরিয়ে গেছে, তার জন্যে—

কমল তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিল—পাগল কোথাকার! ভুল্ তো বলিস নি তুই, রাগ কর্‌ব কেন। বলিয়া সে নীলাদ্রির কাঁধে হাত তুলিয়া দিয়া বলিল—চল্ চল্, আর বাজে বক্‌তে হবে না।

জমিদারীর হিসাব-পত্র দেখাশোনা করিতে এবং নীলাদ্রিকে তাহা বুঝাইয়া দিতে কমলের ছুটি যেন তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া গেল। একদিন সে কলিকাতার দিকে পাড়ি দিল তাহার চিরন্তন কর্ম্ম-স্রোতে, আর নীলাদ্রি পড়িয়া রহিল কমলের জমিদারীতে।

সত্যবতী বলিলেন—চিরকাল্ কমল ওই রকম। কেন যে এখানে থাক্‌তে চায় না জানি না; শুধু লেখাপড়া

নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এসবও তো দেখ্‌তে হবে।

নীলাদ্রি উত্তর দিল—আমার হাসি পায় পিসীমা, যখন সকলে 'হুজুর' বলে' আমায় ডাকে। যাক্‌, কমল দা'র পাওনাটা আমিই নিয়ে নিই।

সত্যবতী হাসিলেন। নীলাদ্রি খাইতেছিল। ঝর্ণা আসিয়া আরও কিছু ফল আর একটা মিষ্ট নীলাদ্রির পাতে ফেলিয়া দিল। নীলাদ্রি বলিল—এ কি কর্‌লে বল তো। এত কি মানুষে খেতে পারে। সব নষ্ট হবে দেখ্‌ছি।

হাসিয়া ঝর্ণা উত্তর দিল—মানুষ পারে বলেই দিয়েছি, অন্য কোন জীব হ'লে নিশ্চয়ই দিতাম না। এখন কথা কাটাকাটি না করে' খেয়ে নাও দেখি।

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন—মেয়ের কথা দেখ। তারপর নীলাদ্রির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—মেয়েটার এদিকে সব ভাল, কিন্তু কপাল বড় মন্দ। বিয়ের দু'বছর না পেরুতেই···

ঝর্ণা কাছে ছিল, কাজেই পিসীমার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া নীলাদ্রি অন্য কথা পাড়িতে বাধ্য হইল। তারপর খাইয়া উঠিয়া বলিল—হয়েছে তো। দেখ

না কেমন চেহারায় আগে এসেছিলাম, আর এই তোমাদের জন্যে···

পান লইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল।

বর্ষার রাত্রি। সবেমাত্র মেঘ কাটিয়া চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবী যেন স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। নীলাদ্রির আজ ঘুম আসিতেছিল না। সে খানিকটা বেড়াইবার জন্য বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সহসা ঝর্ণার ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, জানালার ফাঁক দিয়া একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া ঝর্ণার ঘুমন্ত অসংযত দেহের উপর নিঃসাড়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

নীলাদ্রি যেন আজ জীবনে নূতন করিয়া ঝর্ণাকে দেখিল। ইহার পূর্ব্বে কোন নারীকে সে এমন করিয়া কোনদিনই দেখে নাই, দেখিবার সুযোগও পায় নাই। তাহার সমস্ত রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু পারিল না। কে যেন তাহার পা দু'টাকে গতিহীন করিয়া দিয়াছে। মুহূর্ত্তে আত্মগ্লানিতে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। ছি, ছি! সে করিতেছে

কি ? তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া মাথায় ঘাড়ে খানিকটা জল দিয়া শুইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক-মূহূর্ত্তের জন্যও কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না। ভোরের দিকে একটু ঘুম আসিতেই সে সহসা জাগিয়া উঠিল। প্রভাতের রৌদ্র তাহার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। ঝর্ণা ডাকিতেছে—নীলু দা', ওঠো, ওঠো, কত ঘুমোবে আর।

নীলাদ্রি উঠিল। কিন্তু ঝর্ণার মুখের পানে চাহিতে পারিল না। ঝর্ণা বলিল—কাল রাতে বুঝি ঘুম হয় নি ? চোখের অবস্থা দেখেই আমি তা' টের পাচ্ছি। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে এস।

নীলাদ্রি যেন ঝর্ণার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচে। ঝর্ণা চলিয়া গেল। ঝর্ণার চলিয়া যাওয়ার লীলায়িত ভঙ্গীর দিকে তাকাইয়া নীলাদ্রি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

এমনই করিয়া দিন যায়। অনেকদিন কমলের কোন চিঠি আসে নাই। নীলাদ্রি প্রশ্ন করিল—কমল দা' চিঠিলেখা সম্বন্ধে চিরকাল এমনিই না কি পিসীমা ?

পিসীমা উত্তর দিলেন—ওর কথা আর বলিস্‌নে নীলু,

সংসারে থেকেও ও চিরকালই এমনি উদাসী। ওর জন্যে আমার এমন ভাবনা হয়। দেখ্ না, বে-থা ক'রে দেশেই থাক্ বাবু, তা' নয়, শুধু ওর ওই এক ছিষ্টিছাড়া লেখা-পড়া। তাও বলেছিলাম—এখানে থেকে কি আর লেখা-পড়া হয় না? কিন্তু কে কার কথা শোনে! হ্যাঁরে, মুখুয্যেদের বাড়ীর ওই মেয়েটাকে দেখেছিস্ তো, ওই যে, আমাদের শেমলী রে? বল্ তো কেমন সুন্দরী? আমি কমলকে বিয়ের কথা বল্তে যাই, সে যেন কথাই কানে নেয় না। হ্যাঁ বাবা, তার না সাধ-আহ্লাদ থাক্তে পারে, কিন্তু আমার তো আছে।

নীলাদ্রি জবাব দিল—তা' তো বটেই।

সত্যবতী বলিয়া চলিলেন—আমার অদেষ্টই এই রকম! মেয়ের বিয়ে দিলাম, ত্ব'বছর না পেরুতেই······ সব অদেষ্ট বাবা, সব অদেষ্ট!

নীলাদ্রি জবাব দিল—আচ্ছা পিসীমা, বিধবা বিয়ে—বলিয়া সে থামিয়া গেল।

পিসীমা হয় তো শুনিতে পান্ নাই। তিনি জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে নীলাদ্রির দিকে তাকাইতেই, তাহার মুখটা যেন পাংশু হইয়া গেল। সে নিজেকে সাম্লাইয়া লইয়া অকারণ বলিয়া উঠিল—কমল দা'র কিন্তু এ বড় অন্যায়।

পিসীমা স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন—বল্ তো বাবা, এখন তার সংসার-ধর্ম্ম করবারই তো বয়েস।

এমন সময় হাসিতে হাসিতে ঝর্ণা মুখুয্যেদের বাড়ীর শ্যামলাকে লইয়া আসিয়া হাজির। নীলাদ্রিকে দেখিয়া শ্যামলার মুখখানি লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। ঝর্ণা বলিল—তুই কী বল্‌তো, নীলু দা'কে দেখে আবার লজ্জা! ও-ও তোরই মত মুখচোরা।

নীলাদ্রি একবার ঝর্ণার দিকে তাকাইল। তাহার কি মনে হইল কে জানে! তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আরে, আমার যে একটা কাজ আছে, তা' ভুলেই গেছ্‌লাম। বলিয়া সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। পিসীমাও কি কাজে উঠিয়া গেলেন।

ঝর্ণা হাসিয়া উঠিল। সে হাসি নীলাদ্রির কানে পৌঁছিয়াছিল কি না কে জানে!

শ্যামলা বলিল—উনি বড় ভুলো তো।

ঝর্ণা হাসিয়া শ্যামলার গালে একটা টোকা মারিয়া উত্তর দিল—দেখ্ না, তুই যদি শোধ্‌রাতে পারিস।

শ্যামলা মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল—যাঃ, তুই বড় ইয়ে! আবার নীলাদ্রি আসিয়া উপস্থিত হইতেই, ঝর্ণা প্রশ্ন করিল—তোমার এবার আর কোন কাজ ভুল হয় নি তো, নইলে আবার খানিকক্ষণ থেকেই ছুট্‌তে হবে।

এবার নীলাদ্রি চোখ তুলিয়া শ্যামলার দিকে ভাল করিয়া তাকাইল। ইহার কথাই পিসীমা কমল দা'র জন্য বলিয়াছিলেন। গায়ের রং ফরসা না হইলেও তাহার চোখে-মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে, যাহা দেখিলে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

নীলাদ্রির চোখে চোখ পড়িতেই শ্যামলা চোখ নামাইয়া লইল।

নীলাদ্রি সেখানে আর দাঁড়াইল না, বারান্দায় আসিয়া একটা ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। খানিক পরে ঝর্ণা আসিয়া বলিল—চলে' এলে যে বড়? কিন্তু যাই বল নীলু দা', তুমি আছ বলে' তবু দু'দণ্ড কথা কয়ে বাঁচ্‌ছি, নইলে এমনি একা চুপ করে' থাক্‌তে হতো।

ঝর্ণা যে নীলাদ্রির সঙ্গ কামনা করে, তাহা জানিয়া নীলাদ্রির সমস্ত অন্তরে যেন একটা পুলক শিহরণ খেলিয়া গেল।

ঝর্ণা বলিল—আচ্ছা নীলু দা', আমায় ছবি আঁকা শেখাবে?

নীলাদ্রি বলিল—বেশ তো।

ঝর্ণা উত্তর দিল—বেশ তো বলেই তো তুমি খালাস; কিন্তু তার জন্যে কি কি লাগে, তা' বুঝি আমি বাজার থেকে কিনে আন্‌বো?

নীলাদ্রি হাসিল। বলিল—তুমি কেন জানবে, এ সখটা যে তোমার হয়েছে, তা' তো আমি শুনলাম এইমাত্র।

ঝর্ণা বলিল—শুভস্য শীঘ্রং, আর দেরী নয়। আচ্ছা নীলু দা, তোমরা কি করে' ছবি আঁকো বল তো।... ধরো, একটা মেয়ের ছবি আঁক্‌ছো, একটা যা' হয় ভেবে তো আঁকো?

নীলাদ্রি বলিল—দেখ্‌বে কেমন করে' আঁকি। বলিয়া সে ছবি আঁকিবার সাজ-সরঞ্জাম আনিয়া ঝর্ণার কাছে যাইবামাত্র পিছন হইতে শ্যামলা ডাকিল—ঝর্ণা।

নীলাদ্রি থতমত খাইয়া ফিরিয়া আসিল। ঝর্ণা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ও যে শেম্‌লী। তুই এসে পড়ে' সব মাটি করে' দিলি শ্যামলা, নইলে দেখ্‌তে পেতিস্ একটা মজা।

শ্যামলা তাহার সপ্রশ্ন-দৃষ্টি একবার নীলাদ্রির দিকে একবার ঝর্ণার দিকে মেলিয়া ধরিল।

ঝর্ণা বলিল—আচ্ছা, এরই না হয় ছবি আঁকো। জানিস্ শ্যামলা, নীলু দা' খুব ভাল ছবি আঁক্‌তে পারে। দেখিস্ নি পত্রিকায়?

পত্রিকা নেওয়ার সখ শ্যামলাদের বাড়ীর কাহারও ছিল না, কাজেই সে চুপ করিয়া গেল। সে মনে মনে হয় তো ভাবিল, নীলাদ্রি না জানি কী একজন!

শ্যামলার কি একটা কাজ থাকায় সে চলিয়া গেল।

নীলাদ্রি বলিল—আজ আর ছবি আঁকা হবে না, মাথাটা ধরেছে বড্ড।

ঝর্ণা মাথার কাছে আসিয়া বলিল—টিপে দেব নীলু দা'? বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে টিপিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

মানুষের স্পর্শে এত মাদকতা! ঝর্ণা ও নীলাদ্রি উভয়ে তড়িৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিল।

নীলাদ্রি ঝর্ণার একখানা হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে একটা চাপ দিয়া ডাকিল—ঝর্ণা!

ঝর্ণা 'কি' বলিয়া নীলাদ্রির মুখের পানে চাহিতেই নীলাদ্রি চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত ছুটিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঝর্ণা তখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার সারা অন্তর কোন্ উদাসীর ব্যথার বাঁশীর সুরে যেন উতল হইয়া উঠিয়াছে। বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া সে নীলাদ্রির চলিয়া-যাওয়া পথের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িয়া অকারণে কোন্ অজানা রুদ্ধ বেদনায় ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ তাহার সারা অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। কোন্ মায়াবীর সোণার কাঠির ছোঁয়ায় যেন তার ঘুমন্ত

নারী সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে প্রথম মনে হইল, তাহার যেন কি নাই ! কি যেন একটা অভাবের কাঁটা তাহার বুকে বিঁধিয়া বসিয়া তাহার অন্তরে দারুণ বেদনার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছে।

শ্যামলা হয় তো নীলাদ্রিকে তাহার অজ্ঞাতেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই কারণে অকারণে এ বাড়ীতে আসার সময় তাহার বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সেদিন সে আসিয়া দেখিল, নীলাদ্রি ঝর্ণাকে ছবি আঁকা শিখাইতেছে। ঝর্ণা তাহার এত সান্নিধ্যে বসিয়াছিল যে, শ্যামলা সেখানে উপস্থিত হইয়া থতমত খাইয়া গেল। কিন্তু তাহাদের সেদিকে লক্ষ্যই নাই। নীলাদ্রি তখন ঝর্ণাকে একমনে বুঝাইতেছিল কেমন করিয়া তুলি টানিতে হয়। সহসা শ্যামলার প্রতি ঝর্ণার দৃষ্টি পড়ায় শ্যামলা যেন নিজেকে অপরাধী মনে করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। ঝর্ণা হাসিয়া বলিল—দেখে যা' শ্যামলা, নীলু দা' কেমন আমার ছবি আঁক্‌ছে।

নীলাদ্রির সমস্ত কল্পনা যেন গুলাইয়া গেল। তাহার চোখে-মুখে কিসের একটা ভয়ের ছাপ ফুটিয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া আপন-মনে তুলি টানিয়া

যাইতে লাগিল। ঝর্ণা শ্যামলার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিল—আমার বড় লজ্জা কর্‌ছিল ভাই, যখন নীলু দা' ছবিটার বুকের কাছে তুলির আঁচড় টান্‌ছিল—ওঁর একটুও লজ্জা নেই।

শ্যামলা কিছু বলিল না, গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝর্ণা প্রশ্ন করিল—তোর ছবি আঁকাবি?

শ্যামলা জানাইল—না।

ছবিতে রং ধরাইয়া নীলাদ্রি মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল—দেখ, কেমন হয়েছে।

তাহারা দেখিল, পটের ঝর্ণার অসংবৃত বসনের ফাঁক দিয়া যৌবনের দীপ্তচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। আর আপনার রূপগর্ব্বে আপনি বিভোর হইয়া সে সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

ঝর্ণার মুখটা কে যেন লজ্জার লালিমায় রাঙা করিয়া দিয়াছে।

শ্যামলা এ অন্যায় কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। এতদিন নীলাদ্রিকে সে রাজার আসনে বসাইয়াছিল। ছি ছি! সেই নীলাদ্রি এক নারীর দেহ তাহার তুলির আঁচড়ে যে কি করিয়া এমন উন্মুক্ত করিয়া ধরিল, তাহা সে কল্পনায়ও আনিতে পারিল না। আর ঝর্ণা? আশ্চর্য্য! এতবড় অশোভন এবং

অমার্জ্জনীয় অপরাধটা সে অম্লান-বদনে সহ্য করিল কেমন করিয়া ? তাহা ভাবিতে দারুণ বিতৃষ্ণায় তাহার সারা অন্তর রিরি করিয়া উঠিল। আর ঝর্ণাও তো এ বিষয়ে সম্পূর্ণই উদাসীন। সে আর দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ঝর্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিক চাহিয়া আবার সেই ছবিটা চোখের সম্মুখে ধরিল। কি যেন ভাবিয়া সে একটু হাসিল ; বলিল—আমি এ রকম কি কখনও আঁক্‌তে পারবো নীলু দা' ?

নীলাদ্রি উত্তর দিল—পারাপারি আর কি, চেষ্টা কর্‌লেই হয়।

সত্যবতী আসিতেছেন দেখিয়া ঝর্ণা ছবিটা আঁচলের তলায় লুকাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন—বড় বেলা হ'য়ে গেল যে বাবা, তাড়াতাড়ি চান সেরে—

ঝর্ণা স্বচ্ছ হাসি হাসিয়া বলিল—সেই কথাই তো বল্‌তে এসেছিলাম, কিন্তু কে শোনে ! যা' ছবি নিয়ে পড়েছে।

নীলাদ্রির বুকটা হাল্‌কা হইয়া গেল। সে বলিল—না আস্‌লেও পার্‌তে পিসীমা, কাল যা' জ্বর হয়েছিল তোমার।

পিসীমা উত্তর দিলেন—এ শরীর গেলেই বা কি, আর থাক্‌লেই বা কি। যা' যা', তাড়াতাড়ি নেয়ে নে, আর দেরী করিস নে। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ঝর্ণা নীলাদ্রিকে ঠেলিয়া স্নান করিতে পাঠাইয়া দিল। সে চালয়া গেলে ছবিটা আবার বাহির করিয়া ঝর্ণা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

শ্যামলা সেই যে কমলদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল, আর কিন্তু সেদিক্ মাড়াইল না। তাহার না গেলে হয় ত চলে, কিন্তু যাঁহার চলে না তিনি দিনরাত বকাবকি সুরু করিয়া দিলেন। তাহার এ যাতায়াত কমিয়া গেলে পাছে শ্যামলার উপর কমলের পিসীমার স্নেহে ভাঁটা পড়ে এই চিন্তা অন্নপূর্ণা দেবীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বলিলেন—যাবি না কেন শুনি? ওই ঘর যে তোকে কর্‌তে হবে রে হতভাগী।

শ্যামলা কিছু বলিল না। অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তো তালগাছের মত লম্বা হচ্ছিস্, পাড়ায় যে মুখ দেখান দায় হ'য়ে উঠ্‌লো।

শ্যামলার বিবাহ না হইবার জন্য যেন সেই দায়ী।

শ্যামলার পিতা হরিহর মুখোপাধ্যায়, ওরফে মুখুয্যে-

মশায়, আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—হয়েছে কি? যখন কমলের পিসীমা শ্যামলাকে নেবেন বলেছেন, তখন নির্ভাবনায় থাকো, তাঁদের কথার কখনও নড়চড় হবে না। আর তাও বলি, তুমিই বা কবার যাও, ও কি নিজের বিয়ের কথা নিজেই পাড়্বে?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নিজে পাড়্বে কেন, যাই না যাই খোঁজ নিলেই পার। একবার চোখের মাথা খেয়ে কি কখনও দেখেছ, মেয়েটা কোন্ বয়সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কথা বল্‌তে লজ্জা করে না।

কথাতে কথা বাড়ে। সেজন্য মুখুয্যে-মশায় আর কোন উত্তর না দিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন---বলি, আজ চাল বাড়ন্ত। বেলা যে বাড়্তেই চল্‌লো, সেদিকে হুঁস্ আছে? তামাক খেয়ে তোমার পেট ভর্‌লেও এতগুলো লোকের ভর্‌বে না। তাদের পিণ্ডির ব্যবস্থা তো কর্‌তে হবে?

মুখুয্যে-মশায় গামছা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

অন্নপূর্ণা আপন-মনে গজরাইতে লাগিলেন।

খানিক পরে তিনি শ্যামলার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন—অনেক দিন তো কমলদের বাড়ী যাস্ নি, বলি কি—

শ্যামলা বলিল—আমি যেতে পারবো না মা, আমায় তোমরা রেহাই দাও। তোমরা আমায়··· .

কিসের বেদনায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। প্রথমে অন্নপূর্ণা ভড়কাইয়া গেলেন, তারপর বলিলেন—মরুক গে! উঃ, মেয়ে তো নয় শত্তুর! উনিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খেয়েছেন। যাক্, আমার আর কি! বলিয়া তিনি যেন সম্পূর্ণ উদাসীনভাব দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু খানিকক্ষণের জন্য। পরক্ষণে আবার আসিয়া শ্যামলাকে ডাকিয়া অতিস্নেহে আদর করিয়া বলিলেন—তোর ভালর জন্যেই বলি সানু, নইলে আমাদের তো মর্‌বার বয়েস। তবু যাওয়ার সময় তোকে উপযুক্ত পাত্রে দেখে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারি।

কিছু যে হইয়াছে অন্নপূর্ণা হয় তো বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যে মেয়ের রোজ ঝর্ণার বাড়ীতে না গেলে চলিত না, আজ সে যাইতে চাহে না কেন? কিন্তু হেতু অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া তিনি বলিলেন—হ্যাঁরে, ঝর্ণা কাল ডাক্‌তে এসেছিল না? কেন্ রে?

এই 'কেন'র উত্তর শ্যামলা কেমন করিয়া দিবে! সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু মায়ের সপ্রশ্ন-দৃষ্টি দেখিতে পাইয়া বলিল—এমনি।

ছোট্ট একটা উত্তর। মায়ের প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইল না; তিনি বলিলেন—চল্ না হয় আমার সঙ্গে ওদের বাড়ী যাবি। ছি মা, কি বলেছি রাগ করতে আছে! বলিয়া তিনি শ্যামলাকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

শ্যামলা খানিক মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া রাখিল; তারপর নিজেকে মুক্ত করিয়া সে বারান্দা হইতে বাহির হইয়া ঘরে গিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। কিসের বেদনায় যেন তাহার চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠিয়াছে।

কমলের পিসীমা তরকারী কুটিতেছিলেন, এমন সময় অন্নপূর্ণা শ্যামলাকে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী বলিলেন—আজ আমার বরাত খুল্‌লো না কি গো।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—আর দিদি, বল কেন, সংসারের নানান্ কাজ। আজ সুবিধে পেলুম, তাই মনে কর্‌লুম, যাই, একটু দেখে আসি।

সত্যবতী হাসিলেন। তারপর শ্যামলার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—শেমলি, আর যে বড় আসিস্ না, ব্যাপার কি?

শ্যামলা উত্তর না দিলেও অন্নপূর্ণা দিলেন—ওর কথা ছেড়ে দাও দিদি, আমায় কিছুতেই কাজ কর্‌তে দেয় না। আমি বকি, বলি—যা' না, একবার তোর মাসীমার কাছে। তা' বলে—বুড়ো হাড়ে আর কত কর্‌বে মা। ও ওই রকম। কই, ঝর্ণা কোথায়?

পিসীমা উত্তর দিলেন—আজকাল ওর ছবি আঁকা শেখ্‌বার বাই হয়েছে। হয় তো নীলাদ্রির কাছে।

শ্যামলার অন্তরে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। আবার সেই···!

একথা সে কথার পর অন্নপূর্ণা শ্যামলার বিবাহের কথা পাড়িলেন—আর যে গাঁয়ে কান পাতা যাচ্ছে না দিদি, সান্নুর জন্যে। আমি বলি কি, একবার কমলকে—

বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন—যখন আমি কথা দিয়েছি, তখন তার আর নড়চড় হবে না। ধরে' নাও, বিয়ে হয়েই গেছে। কমল আমার কথা কখনও ঠেল্‌তে পার্‌বে না।

শ্যামলা সেখান হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু ঝর্ণার কাছে গেল না, বারান্দায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ বাড়ীর প্রতিটি জিনিষ যেন তাহার কাছে বিষাক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এখান হইতে পলাইতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। কখন ঝর্ণা তাহার পাশে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শ্যামলা জানিতেও পারে নাই। ঝর্ণা তাহার চোখ টিপিয়া ধরিতেই সে চমকিয়া উঠিল। তারপর নিজেকে হাল্‌কা করিবার চেষ্টায় সে হাসিয়া বলিল—ঝর্ণা।

চোখ ছাড়িয়া ঝর্ণা হাসিয়া উঠিল; বলিল—আয়, আমি কেমন ছবি আঁক্‌তে শিখেছি দেখ্‌বি আয়। বলিয়া সে তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া গেল একেবারে নীলাদ্রির কাছে। ঝর্ণা বলিল—চুপ করে' ওখানে দাঁড়িয়েছিল নীলু দা'। কেমন জব্দ? বলিয়া সে তাহার আঁকা ছবি শ্যামলার চোখের উপর মেলিয়া ধরিল; বলিল—কেমন হয়েছে বল্‌ দেখি?

অনবরত খোঁচা খাইয়া শ্যামলার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। সে একবার নীলাদ্রির দিকে তাকাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—খেয়েদেয়ে তো কাজ নেই, ওসব ছাইপাঁশ আঁকা তোর দ্বারাই সম্ভব ঝর্ণা, আমার ভাল লাগে না।

প্রথম উদ্যম লইয়াই ঝর্ণা দেখাইতে গিয়াছিল, কিন্তু শ্যামলার কাছে খোঁচা খাইয়া সে নির্ব্বাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। শ্যামলা বলিল—তোর না লজ্জা থাক্‌তে পারে, কিন্তু—বলিয়া নীলাদ্রির দিকে ফিরিয়া

দাঁড়াইল ; বলিল—বন্ধুর বাড়ীতে তারই বিধবা বোন্‌কে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কর্‌তে আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।

নীলাদ্রির মুখটা ছায়ের মত সাদা হইয়া গেল। ঝর্ণা তাহার অসহায় দৃষ্টি মেলিয়া শ্যামলার দিকে তাকাইল। শ্যামলা আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল।

মুখচোরা মেয়ে শ্যামলা যে এমনি করিয়া বলিবে, তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না। শ্যামলাও কোনদিন ভাবে নাই যে, সে এমন করিয়া বলিতে পারে। সে বিদ্যুৎগতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঝর্ণাও ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল।

নীলাদ্রি 'গুম্‌' হইয়া বসিয়া রহিল। আজ তাহার কাছে যেন সত্যের নগ্ন বীভৎস-মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু—ঝর্ণার কথা ভাবিতে তাহার তরুণ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর ঝর্ণা—

তাহার পর একটানা দিনগুলি স্রোতের গতিতেই গড়াইয়া চলিয়াছিল, তাহারই কোন্‌ ফাঁকে এ দু'টি

তরুণ-তরুণীর হৃদয় পরস্পরের এত সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, তাহাদের একজন না হইলে বুঝি অপরের চলিবে না।

সে এক কালবৈশাখীর তিমিরাচ্ছন্ন ঘন-ঘোর দুরন্ত রাত্রি। সে যেন বিশ্বকে গ্রাস করিয়া লইতে চায়। ঝর্ণার আজ আর ঘুম আসিতেছিল না। সে বারান্দার ইজি-চেয়ারে বসিয়া বৃষ্টির চপল নূপুর-নিক্কন শুনিতে শুনিতে বিভোর হইয়া গিয়াছে। সত্যবতী তিন-চারবার ডাকার পরও যখন ঝর্ণা শুইতে গেল না, তখন তিনি আর অসুস্থ শরীর লইয়া জাগিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঘুমাইয়া পড়িলেন। বৃষ্টির ছাট ঝর্ণার গায়ে লাগিলেও সে গায়ের কাপড়টা ভাল করিয়া টানিয়া দিল না; ইজিচেয়ারেই গা-টা আরও এলাইয়া দিয়া বসিয়া রহিল। সহসা নীলাদ্রির ঘরের দরজাটা খুলিয়া গেল। সে ইজিচেয়ারে সাদামত কি দেখিতে পাইয়া আগাইয়া আসিয়া দেখিল ঝর্ণা। ঝর্ণার মন তখন কোন্ অজানা লোকে! নীলাদ্রির উপস্থিতি তাহার মনের কোণে সাড়া জাগাইতে পারিল না। খানিক ইতঃস্ততঃ করিয়া নীলাদ্রি জড়িত-কণ্ঠে ডাকিল—ঝর্ণা!

চমক-ভাঙা হইয়া ঝর্ণা বলিল—কি?

—ঠাণ্ডায় এখানে একলা শুয়ে যে, অসুখ করবে না?

ঝর্ণা উত্তর দিল—অসুখ! কেন?

নীলাদ্রি ঝর্ণার হাতটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোমার 'কেন'র উত্তর আমি দিতে পারব না। আচ্ছা ঝর্ণা, বৃষ্টির এ সমারোহ দেখতে তোমার ভাল লাগে, না?

ঝর্ণা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ।

নীলাদ্রির মনে পড়িয়া গেল, এমনি এক দুর্যোগময়ী রাত্রে কোন সুদূর অতীতের এক অভিসার-রজনীর কথা। কিসের মাদকতায় যেন তাহার সারা অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার যৌবন-নদীতে জোয়ার আসিয়া দুইকূল প্লাবিত করিয়া দিল। উদ্বেলিত-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ, সুনীতি-দুর্নীতির অনেক কথাই আমি ভেবে দেখেছি ঝর্ণা, কিন্তু কোন অনুশাসনই তোমার চেয়ে বড় হ'ল না। শুধু তোমার মুখের একটা কথা শোনার জন্যে আমি পাগল হয়েছি। বলো ঝর্ণা, তুমি আমায় ভালবাস?

নূতনতম জীবনের ইঙ্গিত আজ ঝর্ণাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। বিহ্বল-দৃষ্টিতে সে নীলাদ্রির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আবেগভরে নীলাদ্রি কহিল—বলো, উত্তর দাও?

ঝর্ণা কথা কহিল না, নীলাদ্রির বুকের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল মাত্র। যেন সে তার নির্ব্বাক্ নীরবতার ভিতর দিয়া বুঝাইতে চায়—তাহার কল্পনা, তাহার কামনা, কোন্ পথে ?

নীলাদ্রি তাহার কপালে গলায় হাতে প্রেমের চিহ্ন আঁকিয়া দিতে লাগিল।

পরের দিনের কথা। নীলাদ্রি ঝর্ণার ছবিটা লইয়া দেখিতে দেখিতে এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল যে, কখন শ্যামলা তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জানিতেও পারে নাই। ছবিটার ভিতর যেন সে কি খুঁজিতেছিল। শ্যামলা কিছু বলিল না ; সেখানে দাঁড়াইল না পর্য্যন্ত—যেমন আসিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়াই বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাহার পা আর উঠিতে চাহিল না ; সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় সত্যবতী আসিয়া পড়িলেন; বলিলেন—কিরে, অমন করে' দাঁড়িয়ে কেন ? ঝর্ণা বোধ হয় গা ধুতে গেছে, নীলার ঘরে বোস্ না ততক্ষণ। বলিয়া আগাইয়া আসিলেন। ঘরের ভিতর ঢুকিতে গিয়াই কিন্তু তাহার মুখখানি পাথরের মত কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, নীলাদ্রি একমনে একটা ছবি দেখিতেছে। কিন্তু সে ছবি যে কাহার তাহা চিনিতে তাঁহার একটুও বিলম্ব হইল না।

শ্যামলার সঙ্গে পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। তারপর এক সময় ঝর্ণাকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিলেন—যেন আর সে নীলাদ্রির সঙ্গে না মেশে। ছবি আঁকা শিখা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এ অভিযান চলিয়াছে, সে তাহা জানিতেও পারিল না। সমস্ত দিন সে ঝর্ণাকে দেখিতে পাইল না। কালিকার ঘটনা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে না দেখারই কামনা করিয়াছিল—কিন্তু তবু তাহার ইচ্ছা হইল, ঝর্ণাকে আবার দেখে; আবার ঠিক্ অমনি করিয়া পাইতে চায়। অনেকক্ষণ কাহার প্রতীক্ষায় সে বসিয়া রহিল। বেলা বাড়িয়া গেলেও তাহার সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। সহসা ভৃত্য আসিয়া জানাইল—চান কর্‌বার জল দেবো বাবু?

ঝর্ণার পরিবর্ত্তে ভৃত্যকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; কিন্তু প্রশ্ন করিল না। বলিল—আচ্ছা দে।

ভৃত্য চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সে প্রশ্ন করিল—তোর দিদিমণি কোথায় রে?

ভৃত্য জানাইল—তিনি রাঁধিতেছেন। নীলাদ্রি আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ঝর্ণা রাঁধিতেছে! বলিল—কি রাঁধ্‌ছেন?

ভৃত্য জানাইল—তাঁর হবিষ্যি।

ঝর্ণা মাছ মাংস না খাইলেও স্বপাক হবিষ্যান্ন ভোজন

তো কখনও করে নাই, তবে? নীলাদ্রি মনে মনে একটুখানি হাসিল; তারপর স্নান করিতে চলিয়া গেল। খাইতে বসিয়া নীলাদ্রি সত্যবতীকে প্রশ্ন করিল—ঝর্ণা কোথা পিসীমা?

সত্যবতী যেন শুনিতেই পান নাই। তিনি কিছু বলিলেন না, গম্ভীর হইয়া উঠিয়া গেলেন। নীলাদ্রির কাছে আজ সমস্তই কেমন নূতন ঠেকিল; কিন্তু কোন হেতু অনুসন্ধান করিয়া পাইল না। নির্ব্বাক্ হইয়া সে সেখানে বসিয়া রহিল। তাহার কোলের কাছে ভাতের থালা যে পড়িয়া আছে, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে যেন।

দিন দুই পরের কথা।

নীলাদ্রি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া পিসীমাকে ডাকিয়া বলিল—কমল দা' বিয়ে করেছেন পিসীমা, এই-মাত্র টেলিগ্রাম এলো। কাল এখানে তিনি বৌদি'কে নিয়ে পৌঁছবেন, তাই বল্‌তে এলুম।

কয়দিন পিসীমার আচরণের মধ্যে অনেকটা বৈষম্য দেখিয়া নীলাদ্রি হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। আজ একটা ছল পাইয়া অবস্থাটাকে হাল্‌কা করিয়া লইতেই সে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

নীলাদ্রি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া গেল বটে, কিন্তু সত্যবতীর তরফ হইতে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তিনি যেন শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন—বেশ।

নীলাদ্রি আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বেশ বল্‌লেই চল্‌বে না পিসীমা, বৌদি'র অভ্যর্থনার জন্যে—।

বাধা দিয়া সত্যবতী অকারণ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কি কর্‌তে হবে শুনি? এই অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি কি কর্‌বো, তোদের কি একটু দয়ামায়া নেই?

নীলাদ্রি কিছু না বলিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

সত্যবতী বসিয়া পড়িলেন। ভাবিয়া পাইলেন না, এখন শ্যামলার মাকে কি বলিবেন? একদিন যে তিনি বড়-মুখ করিয়াই বলিয়াছিলেন—কমল কখনও তাঁহার কথা ঠেলিতে পারিবে না। এমনি করিয়া যে কমল তাঁহাকে সকলের সম্মুখে অপমান করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে আনিতে পারেন নাই। ছি, ছি, এ সংসারে থাকিয়াও তিনি কেহ নন! আজ যদি কমলের বাবা কিংবা মা বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে হয় তো কমল এমন-ই করিয়া তাঁহাদের কথা অবহেলা করিতে পারিত না। দারুণ অভিমানে তাঁহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু

গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন—যদি কমলের কোন অমঙ্গল হয়!

কোথা হইতে ঝর্ণা আসিয়া বলিল—হ্যাঁ মা, দাদা না কি কাল বিয়ে করে' বৌদি'কে নিয়ে আস্‌বে?

পিসীমা বলিলেন—হুঁ।

কিছু বলিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আর নাই। তিনি অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। ঠিক্ এমনি সময় আসিয়া পড়িল নীলাদ্রি। ঝর্ণাকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু মুখ ফুটিয়া অভিযোগের একটী কথাও কহিল না।

ঝর্ণারও এক পা সরিবার ক্ষমতা ছিল না। নীলাদ্রি আসিয়া ঝর্ণার হাত ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার কপোলে প্রীতির চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া সেখান হইতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের যেমন অল্প জলে পিপাসা মেটে না, বরং আরও বাড়ে—এই দুইটি তরুণ-তরুণীর হিয়া তেমনই ক্ষণিকের পাওয়ায় জন্য যেন তৃপ্ত হইল না, বরং পরস্পরকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়া গেল।

ঝর্ণার অন্ধ হৃদয়কে যে রূপে রসে গন্ধে আমোদিত করিয়াছিল—সে নীলাদ্রি!

এ কথা ঝর্ণা কোনমতেই ভুলিতে পারে না—

ভোলা সম্ভব নয়। ঝর্ণার নারীত্বকে সেই তো সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার প্রেমের দেউলে সেই তো নারীর দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। হয় তো আজও অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে তাহার স্বামীকে! হয় তো একটু ক্ষীণ-স্মৃতি মনের দ্বারে দোলা দিয়াও যায়। বিবাহ-রাত্রি। ফুলশয্যা। কত কি। কিন্তু, অকাল বসন্তের পরমায়ু কতটুকু? তখনও তো তাহার যৌবনের মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে নাই। স্বামী কি, স্বামী-বিয়োগ যে জীবনে কতবড় ক্ষতি তাহা বুঝিবার সময়ই বা তাহার ছিল কোথায়! পুতুলের বিবাহে তত্ত্ব পাঠানই বরং ছিল তাহার কাছে আনন্দের বস্তু। ক্রমে আসিল যৌবন। সবুজের আহ্বান তাহার অন্তরে পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু দেউল ছিল শূন্য। তারপর কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে আসিল অপরিচিত দেবতা। তাহার যৌবন-নিকুঞ্জে পাখী গাহিয়া উঠিল। সে দেখিল, নীলাদ্রিকে। তরুণ নীলাদ্রি, সুন্দর নীলাদ্রি, প্রাণময় নীলাদ্রি! তারপর—সেইদিন দুর্য্যোগময়ী রাত্রে···ভাবিতে গিয়া ঝর্ণার রঙিন হিয়ায় পুলকের শিহরণ লাগিল। সে আপন অজ্ঞাতেই বোধ করি নীলাদ্রির ঘরে যাইবার উদ্দেশে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল—সত্যবতী আসিয়া বলিলেন—আর দেরী করিস্‌নে মা, তোর রান্নাটা চাপিয়ে দে।

যন্ত্রচালিতার মত সে চলিয়া গেল। মনে হইল, না না, ব্যর্থ তাহার যৌবন, ব্যর্থ তাহার আশা! সে শুধু আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে! দারুণ বেদনায় তাহার অন্তর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়।

বাতাসেরও না কি কান আছে। কোথা হইতে কথাটা গিয়া অন্নপূর্ণার অন্তরে ধাক্কা দিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া সত্যবতীকে প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁ দিদি, কমলের কথা যা' শুন্‌ছি সত্যি?

পিসীমা পাথরের মত বসিয়া রহিলেন। উত্তর দিবার ভাষা তিনি অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না; তাঁহার মুখটা যেন ছায়ের মত সাদা হইয়া গেল, বুঝি একটু রক্তও নাই।

কিছুদিন হইল কমল তাহার স্ত্রী উর্ম্মিলাকে লইয়া আসিয়াছে। বউ দেখিয়া সকলকেই বলিতে হইয়াছিল—হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! কিন্তু যদি বয়েসটা আর একটু কম হ'ত। তা' বড়লোকের ঘরে সবই মানাইয়া যায়। সত্যবতী

মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও কোন মতেই উর্ম্মিলার রূপের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না।

তিনি একদিন কমলকে বলিলেন—আর এখানে থাক্‌তে ভাল লাগে না কমল, আমায় আর ঝর্ণাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে—তবু বুড়ো বয়সে যদি বিশ্বনাথের দরবারে হাড় ক'খানা পড়ে।

কমল হাসিয়া উত্তর দিল—হঠাৎ কাশীবাস কর্‌বার এত সখ হলো কেন পিসীমা?

কেন যে সখ হইল তাহা মুখে বলা চলে না, অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—তীর্থ-ধর্ম্ম কর্‌বার এই তো সময় বাবা।

কমল বলিল—বেশ তো। কিন্তু মনে কর্‌ছি, এখানে আমি থেকে যাবো। তা' তুমি—

বাধা দিয়া সত্যবতী উত্তর দিলেন—মন যখন টেনেছে কমল, তখন আর বাধা দিস্ নে। জীবনের সাধ-আহ্লাদ অনেক ছিল কমল, বোধ হয় তা' পূর্ণ হয়েছেও; কিন্তু একটা কথা আমার রাখিস্ বাবা। অন্নপূর্ণাকে তার মেয়ে নেবো এই কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু তা' যখন হ'ল না, তখন ওরা গরীব, ওদের সাহায্য করিস্। শ্যামলা একটা যোগ্য পাত্রে যাতে পড়ে, তার ব্যবস্থা করে' দিস্—সে ব্যবস্থা না করে' দিলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

তাঁহার গলাটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। কমল দেখিল, পিসীমার চোখ ছুইটা সজল হইয়া উঠিয়াছে। সে উত্তর দিল—তোমার অনুরোধ আমি হয় তো কোনদিনই অবহেলা করি নি পিসীমা! তোমার এ অনুরোধ নয়, দাবী—এ আমি মাথা পেতে নিলুম। তা' ছাড়া, ঝর্ণা আর শ্যামলাকে আমি ছোট বোন্ বলেই যে জানি, এ যে আমার নিজেরও কর্ত্তব্য!

পিসীমা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তিনি বলিলেন—একবার শ্যামলার বাড়ীতে যেতে পার্বি কমল।

কমল সপ্রশ্ন-দৃষ্টি মেলিয়া পিসীমার মুখের দিকে ধরিল।

পিসীমা বলিলেন—তাদের বলে' আয় বাবা, যে, তুই শ্যামলার বিয়ের ভার নিয়েছিস্। তা' হ'লে গাঁয়ে আর কেউ তাদের কোন কথা বল্তে সাহস কর্বে না।

কমলের জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি দেখিয়া পিসীমা আবার বলিলেন—তোর তো পাড়াগাঁয়ের কোন অভিজ্ঞতা নেই বাবা, তাই বল্ছি। নইলে সকলে ওদের একঘরে কর্তে ছাড়্বে না।

কমল বলিল—তাই হবে। আমি এখনই যাচ্ছি। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

শ্যামলার বাড়ীতে গিয়া কমল ডাকিল—মুখুয্যে-মশায় আছেন?

মুখুয্যে-মশায় সশব্যস্তে ছুটিয়া আসিলেন এবং কমলকে লইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিলেন—গরীবের বাড়ী রাজার পায়ের ধূলো পড়েছে বউ, একখানা আসন পেতে দাও!

অন্নপূর্ণা দাবায় একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। কমল মাথা নীচু করিয়া বলিল—আমি আপনাদের পায়ের ধূলোর যোগ্য নই, ও কথা বলে' আমায় লজ্জা দেবেন না। আচ্ছা, পাগ্‌লী কোথায় গেল বলুন ত?

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন—কে, শ্যামলা? সে ঘরে পান সা্‌জছে বোধ হয়। ডাক্‌ব?

কমল বলিল—ডাক্‌বেন বই কি। ঝর্ণা আর শ্যামলা দু'টী ছিল আমার ডান হাত বাঁ হাত। কতকগুলো বাজে কথা বলে' আপনারা আমাদের ভাই-বোন্‌কে পর করে' দিয়েছিলেন—তাই ত তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে' এলুম। ওকে একটা বুড়োসুড়ো দেখে বর জুটিয়ে দিতেই হবে দেখ্‌ছি—কই রে?

শ্যামলা পান লইয়া আসিয়া সাম্‌নে রাখিয়া প্রণাম করিল।

—ওরে বাবা, আবার কায়দা-কানুনও শিখে গেছিস্‌

দেখ্‌ছি। না, তোকে জব্দ কর্‌তেই হবে। সেই ভাল, ওর ভার আমিই নিলাম। একটা যা' হোক্‌, ধরে' দিতে যা' খরচ হবে তা' আমিই বহন কর্‌বো।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—সে ত বটেই বাবা, ও ত তোমাদেরই। কিন্তু আর যে ফেলে রাখ্‌তে পারি নে, বয়স যে ওর বেড়েই চলেছে। আর যে ওর দিকে তাকান যায় না।

কমল হাসিয়া বলিল—যায় না না কি, দেখি। মুখ লুকুস্‌ নি অমন করে' মুখপুড়ি! তাই বটে, তাকানই যায় না। যাতে আর না তাকাতে হয়, সেই ব্যবস্থাই কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি। আপনারা চুপ করে' দেখুন না, আমার বোনের বিয়ে—

মুখুয্যে-মশায় কমলকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন—বেঁচে থাক বাবা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কমল মুখুয্যে-মশায়ের এবং অন্নপূর্ণার পায়ের ধূলা লইয়া এবং শ্যামলার মাথায় একটা চড় মারিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

মুখুয্যে-মশায় বলিলেন—দেখেছ তো ওদের কথার কখনও নড়চড় হয়? তবু বিয়ে দাও বিয়ে দাও করে' খেপিয়ে মারো। ওর একটা হিল্লে ওরাই করে'

দেবে। জানি তো, ঝর্ণার মা শ্যামলা বল্‌তে একেবারে অজ্ঞান।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—কমলের সঙ্গে তো হ'ল না।

মুখুয্যে-মশায় বলিলেন—তা' নাই বা হ'ল, তবু আমরা হারি নি। কমল সৎপাত্র ছাড়া কখনও অন্য পাত্র দেখ্‌বে না। জানি তো কমলের নজর।

অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন—হাড়-জ্বালান কথা শুন্‌লে যেন পিত্তি জ্বলে যায়!

মুখুয্যে-মশায় বলিলেন—সাধে কি শাস্ত্রে আছে, স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! আরে বাপু, বিনা খরচায় সব হবে। সৎপাত্রে শ্যামলার একটা হিল্লে হ'য়ে যাচ্ছে, তা' মাগী দেখ্‌বে না। বলি, পয়সা কি গাছের ফল, আসে কোত্থেকে শুনি?

অন্নপূর্ণা উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন—চুলো থেকে।

মুখুয্যে-মশায় কথা কওয়া প্রয়োজন বোধ করিলেন না, নীরবে তামাক টানিতে লাগিলেন।

কাশী যাইবার জন্য পিসীমা বাক্স গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে শ্যামলা আসিয়া তাঁহার

সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। পিসীমা বলিলেন—এমন পোড়ামেয়েই পেটে ধরেছিলাম মা, একবার যে মায়ের একটু সাহায্য কর্‌বে তা' নয়। খালি নেচেকুঁদে বেড়ান। মুখে আগুন অমন মেয়ের!

শ্যামলা উত্তর দিল—তা'তে কি হয়েছে মাসীমা, আমিও তো তোমার মেয়ে।

পিসীমা পরম স্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—সেই জন্যেই তো তোকে চেয়েছিলাম রে, কিন্তু পেলাম কই?

শ্যামলা প্রশ্ন করিল—ক'টায় গাড়ী মাসীমা?

সত্যবতী উত্তর দিলেন—আট্‌টায়। তোদের ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তবু না গিয়েও তো উপায় নেই মা।

পিসীমার চোখ দুইটা যেন সজল হইয়া উঠিল। আর কেহ না জানুক, শ্যামলা তো জানে কি বেদনা লইয়া মাসীমা চলিয়া যাইতেছেন।

হাতের কাজ শেষ হইলে পিসীমা বলিলেন—এখনও আমার চান-আহ্নিক হয় নি; যাই, তাড়াতাড়ি সেগুলো সেরে নিই। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। শ্যামলা জিনিষ-পত্রের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় কমল ও নীলাদ্রি ঘরে ঢুকিল।

শ্যামলাকে ওই অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কমল প্রশ্ন করিল—কিরে, পিসীমার কাজ করে' দেওয়া হচ্ছিল বুঝি। ঝর্ণা কোথায় গেল ?

ছোট্ট একটী উত্তর। কিন্তু তাহা দিতেও যেন শ্যামলার ইচ্ছা হইল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কমলের সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবসরও ছিল না। সে কি একটা কাজে নীলাদ্রিকে লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে ঝর্ণা আসিয়া দাঁড়াইল। যেন মূর্ত্তিমতী বেদনার প্রতিচ্ছবি ! শ্যামলা তাহাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ঝর্ণা বলিল—যাওয়ার সময় অমন করে' অবহেলা করিস্ নি শ্যামলা। ভুলে যাস্ নি, রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের দোষ-গুণ দুটোর কোনটাকেই কোনকালে অস্বীকার করা যাবে না—আর শুধু সেই কারণেই মনের দেবতা মানুষকে ঘৃণা কর্‌বার অধিকার যেমন দিয়েছেন, ক্ষমা কর্‌বার মহৎ গুণ থেকেও তেমনই বঞ্চিত করেন নি।

শ্যামলা কথা কহিল না।

ঝর্ণা বলিয়া চলিল—যদি বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তিস্, তা' হ'লে আমার দুর্ব্বলতাকে এমনি করে' আঘাত দিতে পার্‌তিস না হয় তো। আজ আমার স্বামীকে মনে

পড়ে না, বিবাহ-বাসর মনে পড়ে না, যদিও বা পড়ে, সে স্মৃতির এক টুক্‌রো—তা'তে না আছে আনন্দ, না আছে—

এইবার শ্যামলা কথা কহিল ; বলিল—তোর মত গুছিয়ে বল্‌তে না পার্‌লেও এইটুকু বল্‌তে পারি—কোন অপকর্ম্মের জন্যে কোনকালেই কৈফিয়তের অভাব হয় না। আমি প্রার্থনা করি, তুই আগের ঝর্ণাই হোস্‌ !

ঝর্ণার এরপরও হয় তো অনেক কিছু বলিবার ছিল ; কিন্তু মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না।

সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার সময়ও ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। কমল বলিল—নীলাদ্রি তোমাদের কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে পিসীমা।

পিসীমা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—না না, ওকে আর কষ্ট কর্‌তে হবে না। সরকার-মশায়, আর একটা চাকর কি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে না ? তুই বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়িস্‌ কমল। আমাদের জন্যে তোকে আর অত ভাব্‌তে হবে না বাবা।

কমল ও নীলাদ্রি পিসীমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিল। ঝর্ণা যেন পাষাণে-গড়া প্রতিমা ! যেন নিষ্ঠুর বিধাতার সৃষ্ট একটা পরিহাস !

ধীরে ধীরে সে তাহার মায়ের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

ষ্টেশনে আসিয়া নীলাদ্রি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝর্ণার দৃষ্টিও বোধ করি তাহারই দিকে প্রসারিত। যতদূর দেখা যায়, সেও তাকাইয়া রহিল। তারপর নির্দ্ধারিত সময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ভীষণ অজগরের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গাড়ী দেখিতে দেখিতে ঘনশ্যামল বনরাজির মধ্যে মিশাইয়া গেল।

দুই বন্ধুতে শূন্যমনে বাড়ী ফিরিল—একজন আত্মীয়-বিদায়-বেদনায় কাতর। আর অন্যজন?

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। রাত্রির গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে নীলাদ্রির নয়ন-পথ হইতে কে যেন সবলে নিদ্রাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার বুকটা যেন খালি—বড় খালি হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই চিন্তাটাই তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে যে,—প্রভাতে আর সে ঝর্ণাকে দেখিতে পাইবে না! অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল আল্‌নাটার উপর। আলনায় ঝর্ণার একটা জামা রহিয়াছে—বোধ হয় ভুলিয়া ফেলিয়া

গিয়াছে। সে ধীরে ধীরে সেটাকে তুলিয়া লইল। কিন্তু পরক্ষণে সেটা যেখানে ছিল, সেইখানে রাখিয়া দিল। তারপর বাহির হইল সেই বারান্দায়,— যে বারান্দায় সেই দুর্য্যোগময়ী রাত্রে একদিন ঝর্ণাকে পাইয়াছিল নিবিড় করিয়া। কিন্তু আজ সে কোথায়! এতক্ষণে... সেই ইজিচেয়ারটা ঠিক্ সেইস্থানেই আজ পড়িয়া আছে, কিন্তু একজন নাই! সেই একজনের অভাবে নীলাদ্রি যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া ইজিচেয়ারটার উপর লুটাইয়া পড়িয়া শরাহত পক্ষীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কেহ জানিল না, কেহ দেখিল না।

কমল মুখুয্যে-মহাশয়ের বাড়ী গিয়া বলিল—ভেবে দেখ্‌লাম মুখুয্যে-মশাই, শ্যামলাকে ছাড়া চল্‌বে না কোনমতেই। ওর 'বৌদি'রও তাই মত—নীলাদ্রির সঙ্গেই ওর বিয়ে দেওয়া যাক্, কি বলেন?

অদূরে শ্যামলা ও অন্নপূর্ণা কি কাজ করিতেছিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপন হইতেই শ্যামলা একটা অছিলায় পাশের ঘরে চলিয়া গেল। তাহার বুকটা কেমন দুরুদুরু করিয়া উঠিল। নীলাদ্রি যে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া

আসিয়াছে এতদিন!···কান পাতিয়া সে শুনিল—অন্নপূর্ণা বলিতেছেন—নীলাদ্রির সঙ্গে ?

কমল বলিল—আমি জানি ওর চরিত্র, তাই আমি বল্‌ছিলাম।

শ্যামলার মন তিক্ত হইয়া উঠিল—নীলাদ্রির চরিত্র জানিতে তাহার আর বাকী নাই।

মুখুয্যে-মশায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বলিবার অবসর না দিয়া কমল বলিল—আপনারা হয় তো ভাব্‌বেন চাল নেই, চুলো নেই অমন একটা—হ্যাঁ, ও পোড়ারমুখীর জন্যে সেই ব্যবস্থাই ভাল। জানেন, সেদিন বাড়ী গিয়ে ওর বৌদি'র কাছে নাহক্ আমার কি নিন্দে করে' এসেছে। ভেবেছিলাম, ওকেই দেব, কিন্তু না, অমন দুষ্টুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার, কলিকালে রাম না হ'তেই রামায়ণ তৈরী করব। ওর যে ছেলে হবে, তারই নামে আগে থেকে জমিদারীর সিকি অংশ লিখে দেব,—কেমন, জব্দ হবে না তাতে ?

অন্নপূর্ণা যেন গলিয়া গেলেন ; বলিলেন—নীলাদ্রির মত পাত্র পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয় বাবা। আমার এ বিষয়ে কোন অমত নেই।

মুখুয্যে-মশায় উত্তর দিলেন—তোমার অশেষ দয়া বাবা, জানি তোমাদের কথার কখনও নড়চড় হবে না।

কমল বলিল,—তা' হ'লে আমি এখন আসি। কিন্তু একটা পানও তো কই এল না। কই রে, একটা পান নিয়ে আয় না শেমলী বাছুর—

শ্যামলা তাড়াতাড়ি কয়েকটা পান আনিয়া দিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কমল হাসিতে লাগিল।

শ্যামলা বাছিয়া বাছিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া বসিল।

হ্যাঁ, একদিন সে নীলাদ্রিকে ভালবাসিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহার প্রতিদান কি পাইয়াছে? মনে পড়িয়া গেল ঝর্ণার কথা…তারপর হইতে তাহার অন্তর নীলাদ্রির প্রতি যে বিমুখ হইয়াছে—না না, কোন কিছুর বিনিময়েই সে তাহাকে ফিরাইতে পারিবে না। যদি বিবাহ হয়, একটা লম্পটকে সে স্বামী বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু এখন কি করিতে পারে সে? তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে কতখানি অন্ধকারময় তাহা জানিয়া-শুনিয়াও বলিবার কি আছে তাহার?

নারীর অতবড় প্রলোভনের স্থান হইতে ঝর্ণাকে দূরে সরাইয়া আনিয়াও সত্যবতী দেখিলেন— কার্য্যতঃ কোন সুফলই হইল না।

ভোলা দূরের কথা, দিনরাত্রি ঝর্ণা যেন গতদিনের স্বপ্ন লইয়া বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। মনে পড়ে, তাহাদের সেই ফেলিয়া আসা দূরের একখানি গ্রাম। আর মনে পড়ে, ষ্টেশনের বিদায়-বেলার করুণ-স্মৃতি! নীলাদ্রির চোখের সেই ব্যাকুল কাকুতি!...

মায়ের কথায় সে নিজে রাঁধিয়াই হবিষ্য করে; কিন্তু তাহাতে তো তাহার মনের বৈধব্য জাগে না! সে কি করিবে এখন? ঝর্ণা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল! সত্যবতীর সঙ্গে দেব-দর্শনে যায়—কিন্তু তাহার মনের মন্দিরে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্য দেবতার স্থান কোথায়? সত্যবতী রাগিয়া যান; বলেন—বিধবা মানুষ একটা আচার-বিচার নেই, ঠাকুর-দেবতা মানা নেই! কিন্তু সে কী করিবে? তবুও মা তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যান। বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রবেশ-পথে কিন্তু তাহার পা উঠে না। যাহার মন বিশ্বযোড়া কামনায় ভরিয়া আছে, তাহার ও পাষাণে-গড়া মূর্ত্তিতে কী করিবে? বাহ্যিক সে পূজা করে, কিন্তু অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় না। এমনি করিয়া দিন যায়—তাহার জীবন মরুভূমিতে একবিন্দু বারির সন্ধান মেলে না।

সহসা কমলের একটা চিঠি আসিল। শ্যামলার সঙ্গে

নীলাদ্রির বিবাহ—পিসীমাকে যাইতেই হইবে। ঝর্ণা চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিতেই পারিল না যে, নীলাদ্রি তাহার সহিত এমন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। সে বারবার চিঠিখানা পড়িল। কমল দা' লিখিয়াছেন; অতএব বিশ্বাস না করিবারও উপায় নাই। চিঠির প্রতি অক্ষরটী যেন পিপীলিকার মত চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে 'গুম্' হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভুল, ভুল, ভুলের মধ্য দিয়া সে এতদিন মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মরিয়াছে! এ ভালবাসা নয়, ভালবাসার অভিনয়!

জীবনে বোধ করি এই প্রথম তাহার মন পাষাণ দেবতার উদ্দেশে লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—তুমি আছ কি না জানি না—যদি থাকো, আমায় মৃত্যু দিয়ে মুক্তি দাও!

এমন করিয়া অন্তর দিয়া কখন কোনদিন সে কাহারও নিকট প্রার্থনা করে নাই। কিন্তু সেই পাষাণে-গড়া বিশ্বনাথের দরবারে তাহার এ ব্যাকুল প্রার্থনা পৌঁছিয়াছিল কি না কে জানে!

নীলাদ্রির বিবাহ হইয়া গেল। ফুলশয্যাও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। পাষাণ দেবতার বুকে ঝর্ণার কোন আবেদনই রেখাপাত করিল না। বরং মায়ের সহিত তাহাকে কাশী হইতে এখানে আসিতে হইল। ফুলশয্যার সব অনুষ্ঠানই সে দাঁড়াইয়া দেখিল।

তারপর আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না ; টলিতে টলিতে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। চোখ দিয়া তাহার একবিন্দু অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল না, বরং অন্ধকারে তাহা যেন জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

প্রতিহিংসায় তাহার মথিত নারীত্ব গর্জ্জিয়া উঠিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় চলিয়া আসিল। অদূরে বিবাহের আলোকমালায় যেন তাহার চোখ ধাঁধিয়া গেল। সে ইতস্ততঃ উদভ্রান্তভাবে কতক্ষণ বেড়াইল তাহা সে নিজেই জানিতে পারিল না। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—কোন্ ফাঁকে ঝর্ণা মেয়েদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া গিয়াছে।

আবার ঝর্ণা ! নীলাদ্রির যৌবনের সর্ব্ব-প্রথম রাণী ! এত কাছে, কিন্তু কত দূরে ! একই অট্টালিকায় বসবাস

সান্নিধ্য জানাইয়া দেয় মাত্র—কিন্তু সে ঝর্ণা কই ? মরিয়া গিয়াছে যেন !

শ্যামলা যেন কোন পাষাণে-গড়া প্রতিমা। নীলাদ্রি তো ইহা কোনদিনই চাহে নাই। সে চাহিয়াছিল—এমন একজন তাহার সম্মুখে দাঁড়াক্, দাবীর পর দাবী করিয়া তাহাকে ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলুক, যাহাতে সে ঝর্ণাকে ভুলিতে পারে। কিন্তু শ্যামলা শুধু বিলাইয়া দিতেই চায়, তাহার কাছে কিছু লইতে তো জানে না।

সেদিন নীলাদ্রি তাহার 'অ্যালবাম্' হইতে ঝর্ণার নিজে হাতে আঁকা ছবিখানি টানিয়া বাহির করিল। একদিন ঝর্ণাকে লইয়া কত না কল্পনার সৌধই সে গড়িয়া তুলিয়াছিল ! আর আজ ? সে কল্পনা এখন কোথায় ? তাহার সারা অন্তর যেন কোন এক নিবিড় বেদনায় হাহাকার করিয়া উঠিল। নিজের উপর তাহার বিতৃষ্ণা আসিল—কেন সে বিবাহ করিল ? কেন সে ঝর্ণাকে পৃথিবীর কাছে জোর করিয়া দাবী করিল না ? সে কাপুরুষ। ঝর্ণার নারীত্ব লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে তাহার বাধে নাই, যত বাধিয়াছে—ছি ছি, সে করিয়াছে কি !

বোধ হয় সেইখান দিয়া ঝর্ণা যাইতেছিল। নিজের ফটোখানা নীলাদ্রির হাতে দেখিয়া সে সহ্য করিতে

পারিল না। অটল চরণে ঘরে ঢুকিয়া দৃঢ়স্বরে ডাকিল—নীলু দা'।

চমকিয়া নীলাদ্রি চোখ ফিরাইতেই দেখিল—ঝর্ণা। ঝর্ণা বলিল—বিয়ে করেও যে পুরুষ পরনারীর ছবি দেখ্‌তে ছাড়ে না, তাকে ঘৃণা করাই উচিত। কিন্তু তোমার কি আজও লজ্জা হবে না?

নীলাদ্রি ডাকিল—ঝর্ণা!

ঝর্ণা বাধা দিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—চুপ্, আর একটা কথাও শুন্‌তে চাই না। আমি দোষী, তা' আমি আজও অস্বীকার করি না। কিন্তু তোমার অপরাধের গুরুত্ব কতবড় তা' তুমি আজ স্বীকার না কর্‌লেও একদিন কর্‌বে।

নীলাদ্রি ইহার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। ঝর্ণা আবার বলিল — না, এ ছবি তুমি আর পাবে না; আর তোমার রাখার অধিকারও নেই! বলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা দেয়াশলাই লইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। নীলাদ্রির চক্ষের সম্মুখে ছবিটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কোথা হইতে দম্‌কা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া ছাইগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। নীলাদ্রি দেখিল; কিছু বলিল না। প্রস্তর পুত্তলিকার মত সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল—নড়িল না পর্য্যন্ত।

ঝর্ণা ঘর হইতে বাহির হইয়া নীলাদ্রিকে শুনাইয়াই যেন মাকে বলিল—কবে কাশী যাবে মা? অনেকদিন তো হ'য়ে গেল। আমার বাপু এখানে আর ভাল লাগ্‌ছে না—ওখানে কিন্তু বেশ লাগে।

নীলাদ্রির মাঝে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিয়া আবার সতবতী ঝর্ণাকে লইয়া কাশী চলিয়া গেলেন।

শত চেষ্টা করিয়াও শ্যামলা কিন্তু নীলাদ্রির উপর তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। নীলাদ্রি যখন তাহাকে আদর করিতে আসে, তখন তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন ঘিন্‌ঘিন্‌ করিয়া উঠে। কিন্তু কি করিবে সে—পুরুষের কামনার তীব্র হোমাগ্নিতে তাহার নারীত্বকে যে আহুতি দিতেই হইবে! এ যে জগতের চিরন্তন নিয়ম! মেয়ে ভাল ঘরে ভাল বরে পড়িয়াছে ভাবিয়া হয় তো তাহার বাপ-মায়ের আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু বাহিরটাই তো সব নয়—শ্যামলার অন্তর যদি তাঁহারা দেখিতে পাইতেন!

বোধ করি সেদিন পূর্ণিমাই ছিল। নীলাদ্রি শ্যামলাকে

বলিল—চলো না, একটু বেড়িয়ে আসি শ্যামলা।

শ্যামলা বলিল—শরীর ভাল নেই, ঠাণ্ডা লাগ্‌লেই অসুখ কর্‌বে।

নীলাদ্রি আসিয়া তাহার মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া বাহির হইল। বলিল—জ্যোৎস্না-রাতে বেড়ালে অসুখ কর্‌বে না ; আর যদি করেই, তার মধ্যে বৈচিত্র্য থাক্‌বে অন্ততঃ।

তাহারা দু'জনে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মিলনের একটা যোগসূত্র বাঁধিয়া আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যে তখন মিতালী চলিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু রূপালী আলোর নিঃসীম লীলা! যেন বিলাইয়া দিবার জন্যই আজিকার রাতটা সৃষ্টি হইয়াছে। নিজের পুঞ্জীভূত কামনার ডালি লইয়া নীলাদ্রি শ্যামলার মুখের পানে চাহিল। শ্যামলার দিক্‌ দিয়া কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। দারুণ বিতৃষ্ণায় নীলাদ্রির সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া গেল। পঙ্গু শ্যামলা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত শ্যামলা! তাহাকে লইয়া সে কি করিবে? এ জগতের সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ তাহার কাছে যেন বিষাক্ত বলিয়া মনে হইল। এমনি বৈচিত্র্যহীন জীবন ভার বহিয়া কেমন করিয়া সে চলিবে? শ্যামলাকে ঘরে রাখিয়া আবার সে বাহির হইয়া

পড়িল। একবার শ্যামলার দিকে ফিরিয়া চাহিবার প্রবৃত্তিও তাহার হইল না।

ঠিক্ সেই সময় সে সংবাদ-পত্রে দেখিতে পাইল 'অল্ ইণ্ডিয়া পিকচার একজিবিসানে' ছবি আঁকিবার জন্য ভারতের সমস্ত শিল্পীদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। সহসা নীলাদ্রি সিদ্ধান্ত করিল, সেও ছবি আঁকিয়া পাঠাইবে—কিন্তু কি আঁকিবে সে? তিন-চার-দিন ভাবিয়াও কিন্তু আঁকিবার মত কোন বস্তু সে খুঁজিয়া পাইল না। পাগলের মত সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহাকে যাহা হউক আঁকিতেই হইবে—এবার কিছু দিনের জন্য ইহাতেই ডুবিয়া থাকিতে চায়। সে তুলি লইয়া আঁকিতে বসিল, আঁচড় টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু খানিকটা আঁকিয়াই সেটা তাহার মনপূতঃ না হওয়ায় রাগে দুঃখে ছবিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিল। এই রকম করিয়া আরও দশদিন কাটিয়া গেল। 'অল ইণ্ডিয়া পিকচার এক্জিবিসানে' ছবি দিতে আর দেরী করিলে চলিবে না; সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে—কিন্তু সে যে এখনও একটা রেখা পর্য্যন্ত টানিতে পারে নাই।

সে এবার একাগ্র মন লইয়া আঁকিতে বসিল—কিন্তু ওই বসামাত্র। সমস্ত কেমন যেন গুলাইয়া যায়! তবু, তবু তাহাকে আঁকিতেই হইবে। কোনরকমে তিন-চার-

দিনের ভিতর সে আঁকা শেষ করিল। উর্ম্মিলা দেখিয়া বলিল—ঠাকুরপো যে একেবারে নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে গেছ্‌লে এতদিন—কিন্তু এ আবার কি! আর কি কিছু আঁক্‌বার পেলে না?

কমল বলিল—কেন, চমৎকার আঁকা হয়েছে তো?

নীলাদ্রি তাহার তুলির আখরে ফুটাইয়াছিল—একটী গাছে হু'টী কপোত-মিথুন বেশ সুখে বাস করিতেছিল। তাহারা পরস্পরকে এত ভালবাসিত যে, হয় তো মানুষে তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের এ ভালবাসার নীড় আর বেশী দিন রহিল না। কোন এক ঘনঘোর দুর্য্যোগ-রাত্রে ঝড়ের কঠোর অভিযানে তাহাদের সেই বাসা ভাঙিয়া গেল। কপোত পড়িল মাটীর উপর। অন্ধকারে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া কপোতী তাহার দয়িতকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। সেও এই অন্ধকারে বোধ করি গাছের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল ঠিক্ সেখানে—যেখানে কপোত তাহার মৃত্যু-শীতল দেহ বিছাইয়া দিয়াছে। এমন সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। কপোতী দেখিতে পাইল তাহার দয়িতকে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য মাত্র। সে রক্তাক্ত কলেবর লইয়া কপোতকে তাহার ডানার ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল!

কমল বলিল—তুই যে এরকম আঁকতে পারিস আমি কোনদিন আশা করি নি নীলু। বাঃ, বেশ চমৎকার হয়েছে! আর দেরী করে' কাজ নেই, পাঠিয়ে দে। রং এত সুন্দর ফুলিয়েছিস, যেন সত্যিকার বলে' ভ্রম হচ্ছে।

নীলাদ্রি দেখিয়াও মুগ্ধ না হইয়াছিল এমন নয়—সেও আশ্চর্য্য হইয়া গেল! কি রকম করিয়া এত সুন্দর ছবি তাহার হাত দিয়া বাহির হইয়াছে!

ঊর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—মানুষ ছেড়ে এখন পাখী নিয়ে পড়্‌লে যে—ব্যাপার ত ভাল নয়। শ্যামলার ভয়ে বুঝি?

নীলাদ্রি তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার অনুমানকে মিথ্যে বল্‌বার দুঃসাহস আমার নেই বৌদি'।

ঊর্ম্মিলা ধমক দিয়া বলিল—তোমার আর মন রাখ্‌তে হবে না। যার মন রাখ্‌লে দুঃসাহস-টাহসগুলোর সুরাহা হ'তে পারে বরং তাকে বলো গিয়ে।

নীলাদ্রি হাসিতে হাসিতে বাহিরে চলিয়া গেল।

কমল বলিল—আচ্ছা লজ্জায় ফেল্‌তে পারো যা' হোক্!

ছবি আঁকার কাজে কয়দিন নীলাদ্রি বেশ ভুলিয়াছিল। আবার, আবার পূর্ব্ব চিন্তা আসিয়া তাহাকে

চাপিয়া বসিল। কমলের উপর অকারণ তাহার রাগ হইল। বেশ ছিল সে বিদেশ। কেন সে জোর করিয়া টানিয়া আনিল তাহার শৃঙ্খলা-পূর্ণ সংসার আবর্ত্তে—যে আবর্ত্তে পড়িয়া সে সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? কমল দা', ঝর্ণা, না সে নিজে? দোষী সেই। কিন্তু কমল দা' শ্যামলার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিল কেন? বারবারই তো বলিয়াছিল—এ বিবাহ সে করিবে না, করিতে পারে না। তখন তাহার একটা কথা শোনার প্রয়োজন তো কাহারও হয় নাই। একজনের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া না দিলে এতদিন সে কোথায় চলিয়া যাইত! ঝর্ণাকে সে ভুলিত—না ভুলিলেও মরিতে তো তাহার কোন বাধা ছিল না।

উর্ম্মিলা নীলাদ্রির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—কি ভাব্ছ ঠাকুরপো?

—কই কিছু না তো। বলিয়া নীলাদ্রি মুখ তুলিয়া চাহিল।

উর্ম্মিলা ধীরকণ্ঠে বলিল—ভীষ্মদেবকে জানতুম মিথ্যা বলেন না—আজ দেখ্ছি তাও বলেন। বল্‌বে না, কি ভাব্ছিলে?

নীলাদ্রি হাসিতে চাহিয়া কহিল—তোমার অনুমান মিথ্যে নয় বৌদি', ভাবনার আমার অন্ত নেই!

—রক্ষে করো ভাই, তোমার ও পুরাণ-রামায়ণ শোন্‌বার আমার সময় নেই। সীতার মত সতী বউ পেয়েছ, আর কি চাও?

নীলাদ্রি বলিল—সীতাই বটে! বেশ ছিলুম—কেন বিয়ে দিলে তোমরা আমার!

উর্ম্মিলার মুখটা মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া গেল; তারপর হাসিয়া উত্তর দিল—সে কালের ভীষ্মদেব যে কলিকালে আমাদের ছলনা কর্‌তে আস্‌বেন তা' কেমন করে' জান্‌ব বলো? অন্যায় করেছি এ কথা মান্‌তেই হবে।

নীলাদ্রি উত্তর দিল—ঠাট্টা নয় বৌদি', আমার পক্ষে বিয়েটা বোধ হয় 'খাপ্' খায় নি। সত্যিই ভার-বোঝা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ বোঝা হয় তো সারা জীবনই ভোগ কর্‌তে হবে।

উর্ম্মিলা বলিল—শিক্ষিত হ'য়ে কি করে' ও কথাটা বল্‌লে ভাই্। ও কি জানে; এই তো বয়স ওর। 'খাপ' যে তোমাকেই খাইয়ে নিতে হবে ঠাকুরপো।

নীলাদ্রি বলিল—সে আমি পার্‌ব না বৌদি'। জীবনে বাঁধা-ধরার মধ্যে যে কখন থাকে নি, আজ কেমন করে' থাক্‌বে বলো?

বিয়ের আগে বাঁধার ভেতর কেউ থাকে না

ঠাকুরপো—এ কথাটা আজ তুমি নতুন শোনালে। এই ধরো না, তোমার দাদার কথা—সেই কি ছিল ?

নীলাদ্রি বলিল—পাঁচজনের সঙ্গে কমল দা'র তুলনা হয় না বৌদি'। তার আর আমার···বলিতে বলিতে সে নিজেকে সংযত করিয়া লইল। তারপর কিসের যেন একটা হাসি হাসিয়া বলিল—আমার কথা ছেড়ে দাও বৌদি', এমনি তোমায় রাগাচ্ছিলাম।

উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—সে আমি জানি ঠাকুরপো—তোমায় চিন্‌তে আমার বাকী নেই। তবে হাসি-তামাসার মধ্য দিয়েও এমন কথা বলা উচিত নয়; তা'তে অমন ভাব মনে এসে পড়্‌তে পারে।

নীলাদ্রি উত্তর দিল না।

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিল—কি, চুপ করে' রইলে যে ?

কিন্তু নীলাদ্রি এবারও কোন জবাব দিতে পারিল না।

কিছুদিন পরের কথা। নীলাদ্রি বসিয়া কি ভাবিতেছিল, কে জানে! এমন সময় কমল একরকম দৌড়াইয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—'অল ইণ্ডিয়া পিক্‌চার একজিবিসান্' থেকে একটা রেজেষ্টারি চিঠি এসেছে নীলাদ্রি। তুই ফার্ষ্ট হয়েছিস। বলিয়া সে তাহার দিকে পত্রখানা আগাইয়া ধরিল।

নীলাদ্রি দেখিল—কোন এক জমিদার তাহার ছবিটা দুইহাজার টাকায় কিনিয়া লইয়াছেন এবং সে টাকা লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে সেখানে যাইতে লেখা হইয়াছে। কিন্তু নীলাদ্রি চিঠিটা পড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিল। এ আনন্দের সংবাদ পাইয়াও মানুষ কেমন করিয়া নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, কমল তাহা ভাবিয়া :পাইল না। তবুও সে বলিয়া যাইতে লাগিল—আগেই বলেছিলাম আমি, ছবিটা বেশ হয়েছে। তা' হ'লে কবে যাবি সেখানে ?

নীলাদ্রি উত্তর দিল—গেলেই হবে।

এবার কমল সত্যই রাগিয়া গেল ; বলিল—গেলেই হবে মানে ? আমারই যেন মাথা ব্যথা।

এবার নীলাদ্রি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না ; বলিল—সেই রকম-ই তো দেখাচ্ছে কমল দা'।

উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—তোমার এ উন্নতির জন্যে ওর মাথা ব্যথা হওয়া তো বিচিত্র নয় ঠাকুরপো—তোমাকে যে উনি বড় করেই দেখ্‌তে চান।

নীলাদ্রি ধীরকণ্ঠে বলিল—তা' আমি জানি বৌদি' ; নইলে পথের ভিকিরীকে ধরে' এনে কে বসিয়েছিল রাজ-সিংহাসনে।

বাধা দিয়া হাসিয়া কমল বলিল—শিল্পকলা শিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও যে তোর বেশ দুরন্ত হ'য়ে উঠেছে রে।

অভিনয়ই বটে! নীলাদ্রি হাসিয়া অন্য কথা তুলিল; বলিল—তবে কালই যাওয়া যাক্, কি বলো?

কমল উত্তর দিল—হ্যাঁ,কালই যা'—অতগুলো টাকা। আমরাও এই সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি, কি বল্? এক বছরের ছুটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে গেল। এবার কিন্তু কাটলো মন্দ নয়। শ্যামলাও যাক্ আমাদের সঙ্গে। তুই আস্‌বার সময় ওকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসিস্ না হয়। এক জায়গায় বরাবর থাক্‌তে ভাল লাগ্‌বে কেন?

নীলাদ্রি কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় উর্ম্মিলা বলিয়া উঠিল—বা রে, তোমরা তো আচ্ছা লোক! দেখ্‌ছি, বাজে কথা নিয়েই মেতে গেলে—আসল কথাই বাদ। এখন কি খাওয়াচ্ছ তাই বল তো শুনি?

নীলাদ্রি জবাব দিল—যা' খাবে।

উর্ম্মিলা বলিল—আ আমার দাতাকর্ণ! কিন্তু এতক্ষণ তো ও কথাটা মুখেও আন নি। যেচে খেতে চাইলাম, তাই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। উর্ম্মিলা বলিল—বন্ধুর হ'য়ে এবার যেন ওকালতি কর্‌তে এসো না—তা'

হ'লে য়াও বা একটু রাজী করিয়েছি, তাও হয় তো মাঠে মারা যাবে।

এমন সময় শ্যামলা আসিয়া পড়িল। উর্ম্মিলাকে প্রশ্ন করিল—একবার ও-ঘরে যাবে দিদি, তোমার সেই—

বাধা দিয়া উর্ম্মিলা বলিল—সেইটেই এখন নয় ভাই; খাওয়া না আদায় করে' আর এক পাও নড়্ছি না। গিন্নীটীও তোমার কম যান না, বুঝ্লে ঠাকুরপো? পাছে খরচা হয়, তাই তাড়াতাড়ি ডাকুতে এসেছেন।

সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু নীলাদ্রির মুখে কে যেন এক পোঁচ কালি লেপিয়া দিয়াছে।

পরদিন কলিকাতায় যাইবার ঠিক্ করিয়াও কিন্তু যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না—ঘটনাটা অন্যরূপ ধারণ করিল। নীলাদ্রি রাত্রে শুইতে আসিয়া দেখিল, শ্যামলা ঘুমায় নাই, জানালার ধারে বসিয়া আছে। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াও শ্যামলা তেমনি নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল। নীলাদ্রি শ্যামলার এ উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিল না। সে একটু অনুনয়ের স্বরে কহিল

—তোমার আমি কি করেছি শ্যামলা, যে, তুমি অমন করে' আমায় উপেক্ষা করে' চল ?

একথা শ্যামলার অন্তর স্পর্শ করিল না। যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

নীলাদ্রির চোখ দু'টা যেন জ্বলিয়া উঠিল; সে পুনরায় বলিল—চুপ করে' থাক্‌লে চল্‌বে না, বল্‌তে হবে শ্যামলা। আজ আমি তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া করে' নিতে চাই। এ সব আর আমার ভাল লাগে না।

শ্যামলা নীলাদ্রির দিকে একবার তাকাইল; তারপর ধীরকণ্ঠে বলিল—তুমি বোঝা-পড়া কর্‌তে চাইলেও আমার কর্‌বার অবসর আজ নাও হ'তে পারে। তা' ছাড়া, বল্‌বারই বা কি আছে আমার। তোমার ভাল লাগা-না-লাগার যেমন স্বাধীন মত আছে, আমারও তাই। তোমাকে ভাল নাও লাগ্‌তে পারে।

নীলাদ্রি প্রথমটা যেন থতমত খাইয়া গেল। যে শ্যামলা একদিনের জন্য তাহার মুখের উপর একটা কথাও কহে নাই, সে আজ তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে কি ?

তবুও নীলাদ্রি বলিল—বাঙালী মেয়ের মুখে অতবড় কথা এর আগে শুনেছি বলে' মনে পড়ে না।

কিন্তু ভাল লাগা-না-লাগাও তো মানুষের ইচ্ছাধীন। চেষ্টা কর্‌লে—

শ্যামলা হাসিল। নীলাদ্রি গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া চলিল—হাস্‌তে তোমার দুঃখ না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার আছে। তোমাকে আমার জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছিলাম—কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তুমি কি করেছ জান? নিজের নারীত্বের অপমান করেছ—আমাকে অপমান করেছ। একবারও ভেবে দেখ নি নিজের যোগ্যতার কথা। ওই তো তোমার চেহারা! কাঠের মত শক্ত দেহ, মাধুর্য্য-হীন। তোমায় নিয়ে ঘর করা তো দূরের কথা—বাস করাও চলে না। তবু কতটা অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম—তা' যদি কোন এক মুহূর্ত্তের জন্মেও জান্‌বার চেষ্টা কর্‌তে। বলিযা সে শ্যামলার দিকে তাকাইল। তাহার দৃষ্টি কাকুতি-পূর্ণ।

শ্যামলা তবুও কথা কহিল না।

নীলাদ্রি বলিয়া চলিল—বাধার মধ্যে দিয়ে যেটা পাওয়া যায়, সেই পাওয়াটাই সার্থক। আমি তোমার কাছে সহজ সুলভ শ্যামলা, তাই হয় তো কোনদিন তোমার অন্তরে বাঁধা পড়্‌লাম না।

শ্যামলা এইবার কথা কহিল; বলিল—হয় তো তাই। কারও কারও মত পুরুষ-খেলান স্বভাব ভগবান

আমাকে দেন নি—সে জন্যে দুঃখ করে' কি করবে?

নীলাদ্রির মুখটা পাংশু হইয়া গেল। সে বলিল—কারও কারও অর্থে তুমি যাকে লক্ষ্য করলে তা' বুঝতে আমার বাকী নেই। কিন্তু সে তোমার চেয়ে অনেক সুন্দর। তার—

শ্যামলা বাধা দিয়া বলিল—তার পায়ের নখের যোগ্য নই আমি। কেমন, এই ত? কিন্তু ওসব কথা শোনবার আমার প্রবৃত্তি নেই—আমি শুনবও না। বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নীলাদ্রি তাহার গমন-পথের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন সকালে আর নীলাদ্রিকে দেখিতে পাওয়া গেল না। সকালটা এই আসে, এই আসে করিয়া কাটিল বটে, কিন্তু বিকালের দিকেও যখন সে ফিরিল না, তখন তাহার অনুসন্ধানে কমল চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিল। দুইদিন কাটিয়া গেল—তবু তাহার কোন সন্ধানই মিলিল না।

কমল হতাশ হইয়া উর্ম্মিলাকে বলিল—হতভাগাটা

কোথায় গেল বলো তো? সারা সহর তোলপাড় করেও তা'কে খুঁজে বার কর্‌তে পার্‌লুম না।

ঊর্ম্মিলা বলিল—খবরের কাগজে একবার লিখে দিলে হয় না।

কমল বলিল—তা' হ'লেই হয়েছে! হতভাগার অন্য গুণ থাক্ আর না থাক্, রাগ অভিমান খুব আছে—উত্তরই দেবে না। খবর পেয়ে কান ধরে' টেনে আন্‌তে পার্‌লে তবে জব্দ! কি করি বল তো?

ঊর্ম্মিলা বলিল—কি বল্‌ব বলো। শ্যামলার মুখের দিকে কিন্তু তাকান যায় না। বেচারা ক'দিনে যেন শুকিয়ে গেছে!

কমল চোখ দু'টী বড় করিয়া বলিল—যাবে না—যেতেই যে হবে। ছোঁড়ার সঙ্গে নাহক্ ঝগড়া করে' কি বিপদে ফেল্‌লে বল দেখি! এখন একজন ডাক্তার—

ঊর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—ডাক্তার, ডাক্তার কি কর্‌বে এর জন্যে।

—ও, তা' বটে! আদত ছোঁড়াটাকেই ধরে' আনতে হবে দেখ্‌ছি। কিন্তু তার সঙ্গে আর আমি কথাই কইব না দেখে নিও। সে আমার অপমান করেছে ঊর্ম্মি।

ঊর্ম্মিলা সবিস্ময়ে বলিল—তোমায়!

—আমার নয়? আমার ছোট বোন্ শ্যামলাকে ত্যাগ করে' চলে' গিয়ে, সে তো আমাকেই অপমান করেছে।

উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—তা বটে!

কাশীতে রিপ্লাই টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। তাহার উত্তর আসিল—কমল সেখানে যায় নাই—তবে হঠাৎ পিসীমা এ পৃথিবী হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়া গিয়াছেন! ঝর্ণার আর সেখানে থাকা হইবে না—দুই-চারিদিনের মধ্যেই যেন সরকার-মশায় তাহাদের লইয়া আসেন। ইত্যাদি।

কমল একটা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না। আজ আবার নূতন করিয়া সে সত্যই মাতৃহারা হইল। ঝর্ণাকে আনিবার জন্য সরকার-মশায়কে সেই মুহূর্ত্তেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

শ্যামলা কিন্তু ধীর, স্থির! সে ভাবিয়াছিল হয় তো নীলাদ্রি কাশীতেই গিয়াছে; কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল! তবে গেল কোথায়? তবুও কি জানি কেন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার বুকের কোথায় যেন একটা কাঁটা সর্ব্বদা খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতেছিল। সেটা আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

সেদিন নীলাদ্রির ছবি আঁকার সরঞ্জাম লইয়া শ্যামলা নিজের খেয়ালেই কি একটা আঁকিয়া তুলিতেছিল—কমল কখন যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছে ধরিতেও পারে নাই। কমল সোল্লাসে বলিয়া উঠিল—আরে, তুই তো বেড়ে আঁক্‌তে পারিস শ্যাম্‌লি!

শ্যামলা তাড়াতাড়ি সেখানা আঁচলের মধ্যে লুকাইতে যাইতেছিল, কমল কাড়িয়া লইয়া সেখানি দেখিতে লাগিল। তারপর বলিল—বাঃ, চমৎকার হয়েছে! এটা যেন ছিঁড়িস্‌ নি। একদিন সে ছোঁড়াকেও দেখিয়ে দোবো—আমার বোন্‌টীও তার চেয়ে কোন-অংশে কম নয়। আজই একজন ফিমেল আর্টিষ্টকে কোলকাতা থেকে এখানে আনিয়ে নেব। তার কাছে কিছু কিছু শিখে নে। তারপর--

শ্যামলা হাসিয়া বলিল—তারপর কি দাদা?

—তারপর সে হতভাগার কি অবস্থা যে করব তা' আমারই মনে আছে। বলিয়া কমল শ্যামলাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই চলিয়া গেল।

সত্যের নির্ম্মম কশাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া

নীলাদ্রি বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতামুখী একখানি ট্রেণে চাপিয়া বসিল। তারপর নির্দ্ধারিত সময়ে কলিকাতায় পৌঁছিয়া কি করিবে ভাবিতেছিল। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—'আর্ট এক্‌জিবিসনে'র কথা।

সে এক্‌জিবিসনে উপস্থিত হইল। তারপর অদৃষ্টগুণে বোম্বাই আর্ট কলেজে একটী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া সরাসর সেখানে গিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সে ভাবিয়াছিল, কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবে। কিন্তু ডুবিয়া থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন তাহার ব্যথা লাগে! মনটা যেন কেমন উদাস হইয়া যায়! এক-একবার ভাবে, না সে ফিরিয়া যাইবে—এ তাহার ভাল লাগে না। মনে পড়ে—ঝর্ণার কথা। কিন্তু শ্যামলার কথা মনের মধ্যে উঁকি দিতেই তাহার সমস্ত কল্পনা গুলাইয়া যায়।

কলেজ হইতে ফিরিয়া জলখাবার খাইয়াই সে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাড়ীতে কিছুতেই তাহার

মন টিকে না। সে যেন উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রান্তরে একেবারে নিঃস্ব করিয়া নিজেকে মিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়।

সেদিন সমুদ্রতীরে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে নীলাদ্রি এতটা তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, রাত্রি কত হইয়াছে, তাহা তাহার হুঁসও ছিল না।

হঠাৎ একটা গোলমালে তাহার চমক ভাঙিয়া গেল। সহসা একটী তরুণী আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ক্ষীণ চাঁদের আলোয় যতটা দেখা সম্ভব, সে তাহাকে ততটা দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—তরুণী সুন্দরী বটে! বিশেষতঃ, তাহার দুই চোখে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল, যাহা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তরুণী বলিল—আমায় বাঁচান, ওরা—

আর শুনিবার প্রয়োজন হইল না। সে দেখিল—তাহার অদূরে কয়েকজন মাতাল হল্লা করিতেছে। ছেলেবেলা হইতে শক্তিচর্চ্চায় নীলাদ্রির যথেষ্ট অনুরাগ দেখা যাইত; শক্তি অর্জ্জনও করিয়াছিল প্রচুর। আগন্তুকদের পানে একবার তাকাইয়া ধীরে ধীরে

তরুণীকে লইয়া সে অগ্রসর হইল। একজন বাধা দিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। নীলাদ্রি অবলীলাক্রমে তাহাকে তুলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মাতালদের মধ্যে আর কেহ আগাইয়া আসিতে সাহস করিল না।

কে একজন দূর হইতে বিকৃত-কণ্ঠে বলিল—কে বাবা হনুমান, অমন করে' মানুষ ছোঁড়াছুঁড়ি লাগালে। টাকাটা যখন দিয়েছিলুম, তখন তো কই একবারও চাঁদমুখ দেখ্‌তে পাই নি।

কথাগুলা শুনিতে পাইলেও নীলাদ্রির সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সামনেই ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়া সে তরুণীকে ডাকিল। মেয়েটী বলিল —আমার যা' উপকার কর্‌লেন জীবনে কখনও ভুলব না।

নীলাদ্রি বলিল—ও কথা তুলে লাভ নেই। চলুন, আপনাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

তরুণী বাধা দিয়া বলিল—না না, আমি একাই যেতে পার্‌ব।

নীলাদ্রি কিন্তু সে কথা শুনিল না।

মেয়েটীকে পৌঁছাইয়া দিয়া নীলাদ্রি বাড়ী ফিরিতে-ছিল, কিন্তু হঠাৎ তরুণী তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া

বলিল—যদি এলেনই দয়া করে' রাতটা থেকে যান্—ওরা হয় তো এখনই এসে পড়্বে।

হাসিয়া নীলাদ্রি বলিল—ভয় নেই; আর তারা আস্‌বে না—অন্ততঃ, যে মহাপ্রভুকে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া দিয়েছি, তার অনুরোধেও। আমার এখানে থাক্‌তে অন্য আপত্তি নেই, কিন্তু—

আমার অসুবিধা হবে কি না ভাব্‌ছেন? জীবনভোর যে অসুবিধা ভোগ করে' এলো, আজকের সত্যকার সুবিধাটুকু তার অসহ্য হবে না। পথে দাঁড়িয়ে পা ধরে' গেল। চলুন, ওপরে যাই।

মেয়েটী কোন শ্রেণীর ইহা জানিতে নীলাদ্রির অসুবিধা হয় নাই। একবার মনে করিল—ফিরিয়া যায়। কিন্তু ফিরিবে কোথায়? নিষ্প্রাণ শ্যামলাকে লইয়া পলে পলে মৃত্যু অপেক্ষা এ মৃত্যু অনেক ভাল।

নীলাদ্রির অনুমান মিথ্যা নয়। রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল—কিন্তু কোন মহাপ্রভুই দর্শন দিলেন না।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—দেখ্‌লে তো, তারা এল না। যাক্, ও কথা। তোমার নাম তো জান্‌তে পার্‌লুম না?

তরুণী হাসিয়া উঠিল; বলিল—এখন সে হুঁস হলো

বুঝি। আমার নাম? খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া সে বলিল—আমায় সকলে রাত্রি বলেই ডাকে।

নীলাদ্রি বলিল—তার মানে? অন্য নাম আছে না কি?

রাত্রি বলিল—বাপ-মায়ের দেওয়া নামের কেন আর অমর্য্যাদা করি—সেটা না হয় নাই শুন্‌লেন। কিন্তু আপনার পরিচয়?

নীলাদ্রি নিজের নাম বলিতেই রাত্রি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল—শিল্পী নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—তুমি এ খবরও রাখ দেখ্‌ছি।

রাত্রি নীলাদ্রিকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—আমি জান্‌তাম না, আপনি এত বড়! আমার মত পতিতাকেও আপনি ঘৃণা করেন না।

নীলাদ্রি উত্তর দিল—মানুষকে ঘৃণা কর্‌বার অধিকার আজও আমি পাই নি। তা' ছাড়া, বাইরেটা দেখেই সৎ-অসৎ ধারণা করা ভাল নয়, রাত্রি। মনের কষ্টি-পাথর দিয়ে বিচার করে' নিয়ে তারপর কথা বলা উচিত—নইলে অকারণে একজনকে যেমন বাড়ান হয়, তেমনই অহেতুক অপমান কর্‌তেও বাধে না।

রাত্রির মনে হইল—নীলাদ্রির পায়ের উপর মাথাটা লুটাইয়া দেয়।

নীলাদ্রি আরও কত কি বলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু রাত্রি তাহা শুনিতে শুনিতে বিভোর হইয়া গিয়াছিল হঠাৎ বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিল—রাত অনেক হয়েছে। আপনি শুয়ে পড়ুন, নইলে অসুখ কর্‌বে।

নীলাদ্রি হাসিয়া উঠিল; বলিল—রাত অনেক নয় রাত্রি, শেষ হ'য়ে এসেছে। ঘুমুলে সকালে আর উঠ্‌তে পারবো না।

রাত্রি হাসিয়া বলিল—নাই বা উঠ্‌লেন। ওঃ, বেলা হ'লে পাছে লোকে দেখে ফেলে, নয়?

নীলাদ্রি গম্ভীর হইয়া বলিল—তা' নয়; দেখ্‌লেও আমার কিছু যায় আসে না। আমি একটা ছন্নছাড়া বই তো কিছু নয়।

হয় তো তাহার কথাতে একটা বেদনার আভাষ ছিল। সমবেদনায় রাত্রির সারা অন্তর ভরিয়া গেল।

খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ। রাত্রি কি-একটা কাজে বাহিরে হইয়া যাইতেই নীলাদ্রির দৃষ্টি পড়িল—টেবিলটার উপর।

দেখিল, কয়েকখানি ছবির বই পড়িয়া আছে। একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা খুলিতেই সে

শিহরিয়া উঠিল—এ যে তাহারই আঁকা ছবি! বিভিন্ন পত্রিকা হইতে কাটিয়া লইয়া সুন্দর একখানি ছবির এলবাম্ তৈয়ারী করা হইয়াছে। রাত্রি ঘরে ঢুকিতেই সে প্রশ্ন করিল—আমার ছবি তোমার ভাল লাগে, না রাত্রি?

রাত্রি হাসিয়া বলিল—না, আপনাকে নিয়ে পার্‌বার যো নেই; একটু চোখের আড়ালে গিয়েছি তারই মধ্যে ডিটেক্‌টিভি করা হ'য়ে গেছে।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—কাজেই, কাজ না থাক্‌লে অন্ততঃ অকাজও তো কর্‌তে হয়।

—তা' হয় বই কি। সত্যি আপনার ছবি আমার বড় ভাল লাগে। সবচেয়ে ভাল লাগে—র‍্যাফেলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তি। দেখ্‌বেন? বলিয়া সে বিদেশী শিল্পী হইতে অবনীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত যাহাদের আঁকা ছবি সে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা আনিয়া হাজির করিল। নীলাদ্রি দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিল—ইংরাজি এবং বাঙলা বই রাত্রি এত কিনিয়াছে যে, ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী বল্‌লেই চলে।

ক্রমে রাত্রির অবসানে দিনের আলো দেখা দিল।

নীলাদ্রি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু

তাহার মন বোধ করি রাত্রির নিকটেই হারাইয়া ফেলিয়া আসিয়াছিল। কোন কাজে আজ তাহার মন লাগে না। প্রতি কাজের মধ্যে রাত্রির কথা মনে হয়। কী সুন্দর সাবলীল তাহার গতি! কী অপূর্ব্ব তাহার মুখশ্রী!

কালেজে গিয়া তাহার কোন কাজে মন লাগিল না। যেন সব গুলাইয়া গেল। ছাত্রেরা শিক্ষকের ভুল ধরিয়া দিতে লাগিল। নীলাদ্রি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এরূপ ভুল তো তাহার কোনদিন হয় নাই। সে বলিল—আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। ক্লাস বন্ধ থাক।

সে ক্লাসে ছুটি দিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য জুতার ফিতা খুলিয়া দিতে দিতে প্রশ্ন করিল—চা আন্‌বো বাবু?

নীলাদ্রি বোধ করি শুনিতে পাইল না। চুপ করিয়া রহিল।

ভৃত্য আবার প্রশ্ন করিল।

অকারণ নীলাদ্রি চটিয়া উঠিয়া বলিল—কি রকম কাজ করিস্ হতভাগা! ওখানে যে একপুরু ময়লা জমে' আছে তা' চোখ দিয়ে দেখ্‌তে পাস্ নে পাজি।

সহসা মনিবকে চটিয়া উঠিতে দেখিয়া ভৃত্য ভড়কাইয়া গেল। এমন করিয়া তো কোনদিন মনিব বকেন নাই। সে দাঁড়াইয়া রহিল। নীলাদ্রি বলিল—

পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা' এসব পরিষ্কার করে' ফেল।

আজ যেন নীলাদ্রি তাহার বাড়ীটার মধ্যে কেমন একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখিতে পাইল। ইহার পূর্ব্বে তো তাহার এ সব দিকে নজর পড়ে নাই। সে বকিয়া যাইতে লাগিল—তোদের আর কি, মাইনে পেলেই হ'ল। মনিবের সুখসুবিধে দেখ্‌বার তো দরকার নেই। বলিয়া একটা বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া গেলেও সে গ্রন্থকারের কি বলিবার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। বই-টাকে ছুঁড়িয়া টেবিলের একপাশে ফেলিয়া দিয়া সে ছবি আঁকিতে বসিল। মন যাহার বিদ্রোহ ঘোষণা করে, হাত তাহার চলিবে কেন? একটী রেখাও সে টানিতে পারিল না। রাগিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিয়া দিয়া ভৃত্যকে চা ও জলখাবার আনিবার আদেশ করিল। চা-টাও যেন তাহার কাছে আজ বিস্বাদ লাগিল। বলিল—কি চা করেছিস্, আজ কি তুই নতুন চা কর্‌ছিস্, এটাও কি হাতে ধরে' না শিখিয়ে দিলে নয়।

ভৃত্য প্রশ্ন করিল—দুধ, কিংবা চিনি দিবে কি না। নীলাদ্রি চা-টা তাহার সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া বলিল—ওই

শিখেছিস্—দুধ আর চিনি দিলেই যেন চা ভাল হয়। যা', যা', দূর হয়ে যা' এখান থেকে।

কোন কথা না বলিয়া ভৃত্য বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল। তারপর খানিক পরে সে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল—কিছু মনে করিস না রে। শরীরটা আজ ভাল নেই; তাই তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে আস্‌ছি।

ভৃত্য প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে বাবু?

নীলাদ্রি হাসিয়া পকেট হইতে একটা টাকা ভৃত্যের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ভৃত্য প্রশ্ন করিল—কিছু কি আন্‌তে হবে বাবু?

নীলাদ্রি ভৃত্যের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—ওটা তোকে বক্‌শিস্ দিলাম।

ভৃত্য টাকা পাইয়া মহাখুসী। ভাবিল—বাবুর হয় তো একটু মাথা খারাপ আছে। এ রকম করিয়া বকিলে তাহারই তো লাভ।

নীলাদ্রি গা ধুইয়া আসিয়া ভৃত্যকে তাহার বেড়াই-ইবার কাপড়-চোপড় আনিতে বলিয়া দিল। তারপর সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়া পড়িল। খানিক সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার পর তাহার মনে হইল, রাত্রির বাড়ীর দিকে গেলে মন্দ হয় না, কিন্তু আবার গেলে সে কি মনে করিবে? সে তখন উদ্‌ভ্রান্তের মত সমুদ্রের ধারে জোরে

জোরে পা ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘামে যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত তাহার খেয়াল নাই। অবশেষে এক সময় সে আপনার অজ্ঞাতেই রাত্রির বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ঢুকিবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। সহসা উপর হইতে রাত্রি ডাকিল—আসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

নীলাদ্রি এমন করিয়া যে ধরা পড়িয়া যাইবে ভাবে নাই। সে মাথা নীচু করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ঝর্ণাকে লইয়া গাড়ী দরজায় দাঁড়াইল।

উর্ম্মিলা আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইয়া লইল। ঝর্ণা তাহাকে প্রণাম করিয়া কাহার অন্বেষণে একবার দৃষ্টিটা চারিদিক্ ঘুরাইয়া আনিল। কিন্তু সে আসে নাই। কমল শুষ্কমুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ভয় পাইয়াছিল, না জানি ঝর্ণা কাঁদিয়া-কাটিয়া কত অনর্থ-ই না করিবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ঝর্ণা তাহার পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বলিল—তোমার ঘর আর আমার ছাড়া হ'ল না দাদা, বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত ফিরিয়ে দিলেন।

কমল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—তাঁর সাধ্য কি আমার বোন্‌কে বেঁধে রাখেন। চল্‌, ওপরে চল্‌।

—চলো, কিন্তু শ্যামলা কোথায়? তা'কে দেখ্‌ছি না তো?

—তার কথা আর বলিস্‌ নে বোন্‌। দুধ-কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলুম—হতভাগা আমায় জ্বালিয়ে খেলে! জানি না কি হয়েছে—বাবু রাগ করে' সেই যে চলে' গেছেন, ক'দিন হ'য়ে গেল তবু ফেরার নাম নেই। ব্যাচারী শ্যামলার মুখ আর দেখা যায় না! এরপর এলে আমরা দুই ভাই-বোনে মিলে তাকে ঘাড় ধরে' বের করে' দেবো, কি বলিস্‌?

ঝর্ণা থতমত খাইয়া গেল। উর্ম্মিলা হাসিয়া বলিল—ওঁর কথা শুনো না বোন্‌। ওই এক কথা হয়েছে। সে যদি নাই আসে, তা' হ'লে কি করে' তাকে তাড়াবে শুনি?

কমল হাসিয়া বলিল—শোন্‌ ঝর্ণা, তোর বৌদি'র কথা শোন্‌। ও আমাদের সংসারের জানেই বা কি, বোঝেই বা কতটুকু। আমাদের ছেড়ে তার থাকার যো নেই—তা'কে আস্‌তেই হবে। আমার কাছে, ঝর্ণার কাছে, শ্যামলার কাছে সে যে ঋণ করে' গেছে, তার শোধ তা'কে দিতে হবে না, কি বলিস্‌ ঝর্ণা, সত্যি বলি নি?

কে যেন 'সপাং' করিয়া ঝর্ণাকে চাবুক মারিল। তাহার

মুখ শুকাইয়া গেল। সে দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কমলের কথার কোন উত্তরই দিল না।

নীলাদ্রিকে অতবড় শক্ত কথাটা বলিয়া শ্যামলা প্রথমটা যতটা তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল, ঠিক্ ততটা অস্বস্তিতেই তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। ভাল না হয় নাই বাসিতে পারিল—লোকটাকে অমন করিয়া আঘাত করিবার-ই বা তাহার অধিকার কি ছিল ?

এতদিন চুপ করিয়া যাহা সহ্য করিয়া আসিয়াছে, না হয় তেমনি করিয়াই তাহার বাকী জীবনের দিনগুলো কাটাইয়া দিত। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে তাহার ব্যবহার কোনদিনই সমর্থন-যোগ্য ছিল না। ঝর্ণার সহিত মেলামেশা—যাহা তৃণ-গুল্মেরই মত উপেক্ষণীয়, সে তাহাকেই বিরাট্ মহীরুহে পরিণত করিয়াছে। ঝর্ণার প্রতি যে একটা বিরুদ্ধ-ভাব তাহাকে প্রতিনিয়ত ভিন্ন পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, আজ যেন তাহাই তাহাকে নিকটতর করিয়া তুলিল।

মাসীমার আকস্মিক তিরোধানের ক্ষতিটা যে ঝর্ণাকে কি পরিমাণে দুঃখী করিয়া তুলিয়াছে, একথা মনে করিতেও তাহার নয়ন শুষ্ক রহিল না। সে ঝর্ণাকে

নিজের কাছে টানিয়া লইয়া যেন তাহারই দুঃখের অন্তরালে আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত চাপা দিয়া রাখিতে চাহিল। ঝর্ণার মন কিন্তু অন্য অর্থ করিল। সে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চাহিয়া বলিল—আসবে রে, আসবে, —নইলে যাবে কোথায়? বাঙালী ঘর-মুখো গরু, জানিস না?

এ উপমা শুনিয়া শ্যামলা হাসিয়া ফেলিল; কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া চলিল, কিন্তু নীলাদ্রির ফেরা তো দূরের কথা, একখানা চিঠি লিখিয়া খবর লওয়ার অবসরও তাহার হইল না।

কমল অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। ঊর্ম্মিলা কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে ভাবিয়া পাইল না। ঝর্ণা শ্যামলার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতির আবেগে বিমূঢ় হইয়া গেল। শ্যামলার দিক্ হইতে কিন্তু কোন বৈলক্ষণ দেখা গেল না। এ সব কথা চিন্তা করিবারও যেন তাহার অবসর নাই। সকাল হইতে ছবির কাজ লইয়া বসিয়া রাত্রি গভীর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আর বিরাম ছিল না। ঝর্ণা একদিন আর থাকিতে পারিল না,

বলিল—এমন করে' শরীরটাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ বল্ তো শেমলি?

—কষ্ট?

—কষ্ট নয়। দিনরাত ওই যে কালির আঁচড় টেনে চলেছিস্, তা'তে পরিশ্রম কম না কি? এমনভাবে চল্‌লে আর বেশীদিন তোকে বাঁচ্‌তে হবে না।

শ্যামলা হাসিয়া বলিল—তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ঝর্ণা, আমার মরণই হোক্। আমি তাই চাই, বাঁচ্‌তে চাই না!

ঝর্ণা ছোট একটা চড় শ্যামলার গালে মারিয়া বলিল —ও, বিরহ দেখ্‌ছি গভীর হ'য়ে উঠেছে। ভয় নেই লো, ভয় নেই, মর্‌তে হবে না। তার আগেই—

শ্যামলা বাধা দিয়া বলিল—তোর যেমন কথা। তার কথা আমি ভাব্‌তে যাব কোন্ দুঃখে? সে আমার কে? মাসীমা অঙ্গীকার করেছিলেন, কমল দা' সে অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। তার মধ্যে যে মিথ্যে একটা পরিহাস আমার জীবনে র'য়ে গেল—তা' যেমনই আকস্মিক, তেমনই নিষ্ঠুর। সে কথা ভেবে আমার মাথা খারাপ কর্‌বার অত সময় নেই। তোরা যখন তার কথা বলিস্ আমার হাসি পায়।

ঝর্ণা বলিল—হাসি থাক্ দুঃখ নেই। কিন্তু হাসিস্ না, তাই না কষ্ট।

—হাসি না আবার—না ঝর্ণা, এমন করে' ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না। তা' ছাড়া, যদি নাই হাসি তার জন্যে দোষ দিতে পারিস্ আমায়? মুখের ওপর একজন যখন বল্‌লে—আমার কদর্য্য দেহ দেখে তার ঘৃণা হয়। আমার সঙ্গে ঘর করা দূরের কথা—বাস করাও চলে না। তখন মেয়েমানুষ হ'য়ে তুই-ই বল না—বাঁচ্‌তে ইচ্ছে করে?

ঝর্ণার মুখ শুকাইয়া গেল। ঢোঁক গিলিয়া বলিল—সে এ কথা তোকে বল্‌লে?

—বল্‌লে বই কি। আর কি বল্‌লে জানিস্—তোর পায়ের নখেরও যোগ্য নই আমি। প্রথমটা ভারী কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয়—তার বলার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে ছিল না। আজকাল তুই যখন ঘুমোস, আমি তোর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। সত্যি ভাই, এত সুন্দর মুখ আমি জীবনে দেখি নি।

ঝর্ণার মুখ পাংশু হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল—ও সব কি বল্‌ছিস্ শ্যামলা।

—কিছু মিথ্যা বলি নি ভাই। মনে মনে তোর সুন্দর দেহের আমি পূজো করি। দেখ্‌ রি

কি এঁকেছি আমি? বলিয়া সে একখানি ছবি বাহির করিয়া আনিল।

ঝর্ণা বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল! চাহিয়া দেখিল—কোন এক ফাঁকে ঝর্ণার মূর্ত্তি শ্যামলা তাহার তুলির মুখে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ণিমা-রাত্রি। এক ঝলক চাঁদের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে তাহার মুখে। সে মুখ স্নেহে, দয়ায়, মায়ায়, মমতায়, পবিত্রতায় উজ্জ্বল—একবার দেখিলে আর দৃষ্টি ফিরান যায় না।

ঝর্ণার দুই চক্ষু অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

মাসখানেক পরের কথা।

নীলাদ্রির যেন রাত্রিকে না হইলে চলে না। সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীর বুকে নামিয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার অবাধ্য মন তাহাকে টানিয়া রাত্রির ঘরে লইয়া গিয়া হাজির করে।

সেদিন প্রাণপণ বলে সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ঘরেই বসিয়াছিল। বাড়ী হইতে বাহির হইল না। ঘরে বসিয়া সদ্যআনীত একখানা মাসিক-পত্র খুলিয়া উলটাইতে উলটাইতে সে সহসা শিহরিয়া উঠিল। এ কি! শিল্পকলা-নিপুণা বিখ্যাত অনামিকা নামে শ্যামলা

এতদিন নিজেকে প্রচার করিয়া আসিতেছিল। এও কি সম্ভব ? সে যে বহুদিন নিজেই অনামিকার উচ্চ প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্য !

বিশ্বাস করা যায় না—কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াও তো সম্ভব নয়। সে পড়িল—প্রবন্ধকার শিল্পীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া পরিশেষে এই বলিয়া বক্তব্য শেষ করিয়াছেন—না হইবেই বা কেন, ইনি বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত নীলাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী। স্বামীর অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষাগুণে আজ গৃহস্থ মহিলার মধ্যেও আর্টের এইরূপ উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। হায়, কতদিনে আবার আমরা ক্ষণা, গার্গী প্রভৃতির ন্যায় বিদুষী মহিলার দেখা পাইব !

একটা বিকট হাসিতে নীলাদ্রি সারা ঘরখানি কাঁপাইয়া তুলিল। কাহার পায়ের শব্দ হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—রাত্রি।

বিস্ময়ে সে অবাক্ হইয়া গেল ! ইতিপূর্ব্বে কখনও তো রাত্রি এখানে আসে নাই। আজ হঠাৎ আসিল কেন ? কোন বিপদ হয় নাই তো ? ব্যস্ত হইয়া সে বলিল—হঠাৎ এমন সময় যে, কি মনে করে' রাত্রি ?

হাসিয়া রাত্রি বলিল—মনে কিছু না কর্‌লে বুঝি আস্‌তে নেই ? বলেন তো ধুলো পায়েই ফিরে যাই।

নীলাদ্রি বলিল—না না, তা' কেন, হঠাৎ এসেছ বলেই বল্‌ছি। বসো, কিন্তু বাড়ীটা চিন্‌লে কেমন করে' ?

রাত্রি জবাব দিল—সত্যিকার দরকার হ'লে খুঁজে বার করা শক্ত কোনদিনই হয় না। কিন্তু আজ আমার ওখানে না গিয়ে এখানে বসেই হাসা হচ্ছিল যে বড়, ব্যাপার কি ? সত্যি, আমি তো ভয়ে শিউরে উঠেছিলুম হাসির শব্দ শুনে।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—শিউরে ওঠ্‌বার কথাই বটে! অনামিকার নাম নিয়ে যে মেয়েটী ছবি আঁক্‌ত, তার নাম অনামিকা নয়—শুন্‌লুম, তার নাম শ্যামলা।

রাত্রি বলিল—ও, তাই না কি ? ওঁর ছবি কিন্তু আমার বেশ লাগে। আজকাল প্রায়ই সব পত্রিকায়-ই ওঁর ছবি দেখ্‌তে পাই বটে।

নীলাদ্রি কোন উত্তর দিল না।

রাত্রি প্রশ্ন করিল—তা' আপনি অমন কর্‌ছিলেন যখন, তখন নিশ্চয়ই ওকে চেনেন, না ?

নীলাদ্রির মিথ্যা বলিতে কেমন বাধিয়া গেল। সে বলিল—হ্যাঁ।

একেবারে ছোট্ট মেয়েটীর মত আবদারমাখা-সুরে রাত্রি বলিল—আমার কিন্তু ভারী দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে

তা'কে। আচ্ছা, কেমন দেখ্‌তে বলুন না। খুব সুন্দর, নয়?

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—তুমি ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন আরম্ভ করলে রাত্রি। ও আমার নিজের—

নীলাদ্রি চমকিয়া উঠিল! এ কি! সে করিতেছে কি!

রাত্রি বলিল—নিজের কি নীলাদ্রিবাবু?

নীলাদ্রি উদাসভাবে বলিল—কই, কিছু না তো।

রাত্রি অভিমানভরা-কণ্ঠে বলিল—বেশ নাই বল্‌লেন। কিন্তু উঠুন, এখনই যেতে হবে আমার সঙ্গে।

নীলাদ্রি হাসিল; বলিল—আজ যে আমার একটা কাজ আছে রাত্রি।

রাত্রি উত্তর দিল—ছাই কাজ! আমার জন্যে কাজের লোভ একটু ছাড়্‌তে পারেন না, এমনই মায়া বটে!

কিছু না বলিয়া নীলাদ্রি রাত্রির একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়াই পরক্ষণে ছাড়িয়া দিল।

লজ্জায় রাত্রির মুখটা লাল হইয়া উঠিল। বলিল—চুপ্‌ করে' রইলেন যে, যাবেন না?

—যাব না বল্‌লে কি আর রক্ষে আছে—এখনই নিন্দে সুরু করে' দেবে। কিন্তু আজ আমাকে তোমার পূর্ব্বেকার জীবনের কথা বল্‌তেই হবে।

রাত্রি খানিকক্ষণ থামিয়া একটু টানিয়া হাসিয়া

বলিল—হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন বলুন তো? বিচার করে' দেখ্‌বেন বুঝি, অপরাধের তুলনায় সাজা পেয়েছি, না আরও পেতে হবে? দোহাই আপনাকে, আর যাই করুন, সব শুনে করুণা কর্‌বেন না যেন!

—বাবার নাম গোপনই থাক্। অল্প-বয়সেই মা মারা যান। আমরা দুই বোন্ ছাড়া আমার বাপ-মায়ের অন্য কোন সন্তান না থাকায় আমাদের যত কিছু জুলুম বাবা হাসিমুখেই সহ্য কর্‌তেন। আমি ছিলাম ছোট। দিদি যখন অনার্সে বি-এ পাশ করে' কোল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুলেন, আমি তখন ম্যাট্রিক পড়ি। গান-বাজনা, খেলাধূলো সব কিছুতেই বেশ ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছিলাম। দিদি কিন্তু ছিলেন আমার ঠিক উল্‌টো। তিনি স্বভাবতঃ লাজুক, গম্ভীর প্রকৃতির। কারুর সঙ্গে বড়-একটা মেলমেশা কর্‌তেন না। শুধু লেখাপড়া নিয়েই মেতে থাক্‌তেন। আমি ছিলাম যেমনই দুর্দ্দান্ত, তেমনই চঞ্চল—লেখাপড়ার চেয়ে হট্টগোল করে' বেড়ানই ছিল আমার কাজ। পুরুষদের সঙ্গে খেলা করাই ছিল আমার সখ। এজন্যে দিদির কাছে যে কত বকুনি খেয়েছি, তার আর অন্ত নেই। কিন্তু খেল্‌তে খেল্‌তে একদিন যে নিজেই খেলার পুতুল হ'য়ে যাবো আগে যদি তা' জান্‌তাম!

অতর্কিতে 'কার্জ্জন পার্কে' একটী কলেজে-পড়া

ছেলের সঙ্গে ভাব্ হ'য়ে গেল—আর সেই ভাবের জের টান্‌তে টান্‌তে দু'জনে কাউকে কিছু না বলেই একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম। বাবার দেওয়া টাকাকড়ি এসময় কম কাজে লাগে নি। এখানে এসে নতুন সংসার পেতে দিনগুলো নিতান্ত মন্দ কাট্‌ছিল না। কিন্তু একচোখো দেবতার তা' সহ্য হবে কেন? একদিন সে ছেলেটী সেই যে বেরুলেন—আর ফির্‌লেন না। ক'দিন পরে ডাকঘরের ছাপ বুকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো। তিনি লিখেছেন—নিরাপদেই কোল্‌কাতায় পোঁছেছেন, এবং সাম্‌নের অঘ্রানেই তাঁর বিয়ের বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে। এতটা ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না—তবে কি না তিনি বংশের সবেধন নীলমণি, শুধু সেই কারণেই চোদ্দকোটি পূর্ব্ব-পুরুষ তাঁর হাতের জল পাওয়ার জন্যে 'হাঁ' করে' আছেন। এমনটা না কর্‌লে নরক হবে যে! তথাস্তু! কিন্তু আমার স্বর্গবাসের উপায়?···

—তখন সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন এক জমীদার। আমার সুন্দর দেহটা না কি তাঁর বড় ভাল লেগেছে। টাকা যত চাই দেওয়া অসম্ভব নয়, যদি—

—কথাটায় প্রথমটা আঘাত পেলেও পরে আনন্দই হয়েছিল। মিথ্যা অভিনয়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে

বসে' সুন্দরের স্বপ্ন দেখার চেয়ে জানা-পথের পঙ্কিলতা অনেক ভাল।

—তাঁরই দয়ায় আজ আমি ধনী—হ্যাঁ, ধনী বইকি। বলিয়া রাত্রি হোহো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

নীলাদ্রি একটী কথাও বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেদিন নীলাদ্রির বাড়ী উপস্থিত হইয়া রাত্রি দেখিল —দারুণ জ্বরে উত্থানশক্তি রহিত অবস্থায় নীলাদ্রি বিছানায় পড়িয়া আছে। একটা ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকা হয় নাই। চাকরটাকে ধমক দিয়া ডাক্তারের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া রাত্রি নীলাদ্রির শিয়রে আসিয়া বসিল। বলিল—এমন হয়েছে খবরটা একবার দিতে কি হয়েছিল বলুন তো?

—মিছামিছি তোমাকে কষ্ট দি' কেন?

—ও তাই। বেশ, আর কষ্ট করব না, চল্‌লাম।

—রাগ করলে রাত্রি?

—না, রাগ করব কেন? পর যখন ভাবেন, তখন—

—শুনতে কঠোর হলেও, সত্যি যা' তা' মানতেই হবে রাত্রি। মেয়েদের কোন অস্তিত্ব আছে বলে' আমি

স্বীকার করি না—আর যা' স্বীকার করি না, তার জন্যে মায়া বাড়ানকেও আমি অপব্যয় বলে' মনে করি। আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্, তাদের প্রথম গুণ হচ্ছে—পুরুষ খেলান; তারপর ভুলে যেতে এতটুকুও দেরী হয় না। মনে করিয়ে দিলেও স্বীকার করান শক্ত যে,—জীবন-স্রোতের মাঝে তাদের সঙ্গে কোনদিন পরিচয় হয়েছিল।

রাত্রি বলিল—ক'জন নারীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে, যাতে আপনি আজ এতবড় কথা বল্‌তে পার্‌লেন ?

কি ভাবিয়া লইয়া নীলাদ্রি বলিল—ক'জন নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল নাই বল্‌লাম। তবে দু'দিন পরে তোমার দিক্ থেকে এমনি ব্যবহার পেলেও আমি আশ্চর্য্য হব না। হয় তো তোমারও মনেই থাক্‌বে না নীলাদ্রি বলে' একজন ছিল।

রাত্রির মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল—আপনি আঘাত দিতেই ভালবাসেন, না নীলাদ্রিবাবু ?

নীলাদ্রি হাসিতে হাসিতে বলিল—এইটুকুতেই আঘাত পেলে রাত্রি ? না, তোমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে দেখ্‌ছি।

তারপর যমে মানুষে টানাটানি আরম্ভ হইল। রাত্রি নিজের বাড়ী যাওয়া একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছে—এমন কি, আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত। দিন-রাত নীলাদ্রির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সে ভাবে, কতজনের সঙ্গেই তো চলার পথে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু নীলাদ্রির শতাংশের একাংশও যদি তাহাদের মধ্যে থাকিত!

নীলাদ্রির পূর্ণ বিকার। সহসা সে উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কে, কে তুমি?

রাত্রির বুকটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল। নীলাদ্রি বিছানা হইতে উঠিয়া রাত্রির দিকে অনেক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তারপর রাত্রিকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—এতদিন পরে ঝর্ণা! মনে পড়ে সে রাত্রি—যা' আজও আমার কাছে মধুর হ'য়ে আছে!

—কিন্তু, কিন্তু এ আমি কি কর্‌লুম! আমার সারা জীবনের সংযম ব্যর্থ হ'ল! না না, তুমি যাও, তুমি যাও! বলিয়া সে রাত্রিকে ছাড়িয়া দিল। খানিকক্ষণ পরে নীলাদ্রি আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—শ্যামলা, শ্যামলা, তুমি কি পাষাণ! না না, তার চেয়েও কঠোর—নিষ্প্রাণ!

পরক্ষণে আবার বলিয়া উঠিল—বল্‌তে পার বৌদি' কেন বিয়ে দিয়েছিলে? আর যদিই বা দিলে তবে শ্যামলার সঙ্গে দিলে কেন?

রাত্রি চুপ 'করিয়া সমস্ত শুনিল, একটী কথাও বলিল না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে নীলাদ্রির সংজ্ঞা যেন ফিরিয়া আসিল। সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলিল—আমি বড় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না?

রাত্রি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

যমে মানুষে টানাটানি করিয়া মানুষেরই জয় হইল। রাত্রি যদি না থাকিত, তাহা হইলে নীলাদ্রিকে বাঁচান সম্ভব হইত কি না কে জানে!

সেদিন সকালবেলা রাত্রি চা ও জলখাবার লইয়া নীলাদ্রির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অসুখ সারিলেও সে এখনও জোর পায় নাই। লাঠি ধরিয়া একটু-আধটু চলিতে পারে।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—তোমার এ সেবা-যত্ন আমার ভাগ্যে সইলে হয় রাত্রি, তুমি যদি না থাক্‌তে এ যাত্রা যে কি হ'ত—

বাধা দিয়া রাত্রি কহিল—বেশী কিছু নয়। বিশ্বাসহন্ত্রী নারীদের চিন্তা ছেড়ে এখন চা-টুকু খেয়ে নিন্‌ দেখি।

হাসিয়া নীলাদ্রি চা খাইতে আরম্ভ করিল। রাত্রি

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কি দেখিতেছিল। খাওয়া শেষ হইলে পেয়ালা ও রেকাবী লইয়া সে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইতেই নীলাদ্রি বলিল—বসো না রাত্রি, আবার যাচ্ছ কোথা ?

রাত্রি বলিল—বারে ! এগুলো কি এই রকম পড়ে' থাক্‌বে না কি ?

নীলাদ্রি বলিল—পড়ে' থাক্‌বে কি না জানি না ; চাকরটা না পারে তা'কে জবাব দিয়ে দাও।

—রক্ষে করুন ! এই বাজারে ব্যাচারীর আর অন্ন খাব না। রইল ওইখানেই পড়ে। কিন্তু হঠাৎ বসাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন তা' তো বুঝ্‌ছি না।

নীলাদ্রি প্রশ্ন করিল—তুমি আমার কে রাত্রি ?

রাত্রি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখখানি গম্ভীর করিতে চাহিয়া বলিল—বঙ্কিমবাবুর ভাষায় বল্‌তে গেলে 'যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন দাসী, নইলে কেউ নই !' কিন্তু আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন মনে এলো কেন বলুন তো ?

—না, এমনই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

—না না, মিথ্যা বলে' ভোলাবেন না। আপনি না বল্‌লেও আমি অনেক কিছুই জেনেছি। আচ্ছা, শ্যামলা আর ঝর্ণা কে বলুন তো ?

নীলাদ্রি অবাক্ হইয়া রাত্রির পানে চাহিয়া রহিল।

—অত আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—নিজেই বিকারের ঝোঁকে বলেছেন। মা গো, ভাব্লে এমনই ভয় হয়! আপনার ঝোঁকের মুখে কত রকমই সেজেছি! কখনও ঝর্ণা, কখন হয়েছি শ্যামলা। যাক্ সে কথা। বলুন, বল্‌বেন না ওদের কথা?

—যখন শুনেছ, তখন বল্‌তে বাধা নেই, কিন্তু ঘৃণা কর্‌বে না তো?

রাত্রি হাসিয়া উত্তর দিল—কর্‌ব। বলুন তো আগে।

নীলাদ্রি বলিয়া চলিল—জীবন-স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এই দু'টি নারীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ঝর্ণা কে জান রাত্রি? সে ছিল বাল-বিধবা—তবু তার যৌবন আছে, কামনা আছে। সে এলো আমার কাছে—কিন্তু আমি উপেক্ষা করে' মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি নি। তারপর সে মিলিয়ে গেল আমার চলা-পথের মাঝখানে। বিধাতার অভিশাপে নয়, মানুষের নিষ্ঠুর বিচারে। তারপর এলো শ্যামলা, তখন আমি অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। ভাব্লাম, ওর ভেতরই যেন আমার ঝর্ণাকে খুঁজে পাই। বিয়ে কর্‌লাম তাকে। কিন্তু সে ভুল ভেঙে গেল—শ্যামলা অমায় চায় না ঘৃণা করে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়্লাম। হয়

তো তেমনই করেই জীবনের দিনগুলো কেটে যেতো। কিন্তু কোথা থেকে এলে তুমি, আমার ধারণাকে ব্যঙ্গ করে' জানিয়ে দিলে—নারী শুধু দানবী নয়, দেবীও হ'তে পারে। তাই আমি মনে মনে তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি।

—না, আপনি এখানে থাক্‌তে দিলেন না দেখ্‌ছি। আমি চল্‌লাম। বলিয়া রাত্রি সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

এমনি করিয়া কিছুদিন চলিয়া যায়। নীলাদ্রি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। কালেজেও 'জয়েন' করিয়াছে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। দু'-একঘণ্টা ক্লাস করিয়াই বাড়ী ফিরিয়া আসে।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া সে রাত্রিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল —এতদিন ভিখ্‌নার হাতে খেয়ে খেয়ে চায়ের ওপরই বীতরাগ হ'য়ে গিয়েছিল; এখন তোমার হাতের চায়ের লোভে কলেজ পালাতেও পিছপাও হবো না। একটু চা কর না রাত্রি।

রাত্রি হাসিয়া বলিল—এক কাপ চা না হয় আমি করে' দিচ্ছি। কিন্তু তার জন্যে অতগুলো মিথ্যে কথা না বল্‌লেই কি চলত না? তা ছাড়া আর কতদিন এমনি করে' আমায় আট্‌কে রাখবেন বলুন তো?

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—যদি চিরদিনই রাখি, তা'তে ক্ষতি কি রাত্রি? পারবে না এমনি করে' চিরদিন আট্‌কা থাক্‌তে?

রাত্রি হাসিল; জবাব দিল না। নীলাদ্রি বলিল—হাসলে যে বড়?

—বারে! হাস্‌লেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে? বিপদ তো মন্দ নয়।

নীলাদ্রি বলিল—তুমি এড়িয়ে চল্‌লেও বুঝ্‌তে আমার বাকী নেই। এ আপত্তির কারণ—লোকে কি বল্‌বে,? তারা নিন্দে করবে, না রাত্রি? কিন্তু আজও তুমি লোকের কথা মান?

রাত্রি ধীরে ধীরে বলিল—মানা ত উচিত নীলাদ্রি-বাবু। আজও যে আপনি ও আমি সমাজেই বাস করি।

নীলাদ্রি বিস্মিত হইল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। নীলাদ্রি সুদূর আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিল। সহসা একসময় সে রাত্রির হাত দু'টা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—না না, সমাজ আমি চাই না! বলুক যে যা' খুসী, তোমায় আমার কাছে থাকতেই হবে।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া রাত্রি নিজেকে মুক্ত করিয়া

লইয়া বলিল—না হয় নাই ছাড়্লেন, কিন্তু চা-টা তো কর্তে দেবেন, না, তাও দেবেন না ?

নীলাদ্রির যেন চমক ভাঙিল ; সে রাত্রিকে ছাড়িয়া দিল।

চা করিয়া আনিয়া রাত্রি বলিল—আপনার বৌদি'র কথা সেদিন বল্‌তে বল্‌তে রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আজকে বলুন তাঁর সম্বন্ধে। আমার কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে ভারী ইচ্ছে করে।

নীলাদ্রিবলিল—সত্যিই বৌদি' খুব ভাল। আমার বন্ধু হলেও কমল দা'র স্ত্রী-সৌভাগ্যের জন্যে কতবার আমি তাঁর ওপর হিংসে করেছি।

—আপনি তো ভারী স্বার্থপর !

নীলাদ্রি বলিল—তা' হয় তো হবো। কিন্তু তুমি নিজে আমার অবস্থায় পড়্‌লে হিংসে কর্‌তে ছাড়্‌তে না এ আমি হলপ করে' বল্‌তে পারি। জান রাত্রি তিনি অনার্সে বি-এ। কিন্তু সংসার-জীবনটাকে এমন করে' খাপ খাইয়ে নিয়েছেন যে, কে বল্‌বে তিনি এতটা শিক্ষিতা।

রাত্রি বলিল—কমল দা'র শ্বশুরের নাম কি নীলাদ্রি-বাবু ?

নীলাদ্রি কমল দা'র শ্বশুরের নাম বলিতেই রাত্রি

চমকিয়া উঠিল! ব্যস্ত হইয়া বলিল—তিনি কোথায় থাকেন, জানেন?

নীলাদ্রি—জানি না? তুমি সত্যিই এবার হাসালে রাত্রি।

রাত্রিও আর কিছু বলিল না। মুখটা তাহার গম্ভীর হইয়া গেল। সহসা এক সময় বলিয়া উঠিল—আজ এখনই যদি আপনার বৌদি' কিংবা কমল দা' এসে পড়েন?

নীলাদ্রি—সে চিন্তা অমূলক।

রাত্রি প্রশ্ন করিল—কেন?

নীলাদ্রি বলিল—সে পথ কি আমি রেখেছি, কিন্তু বারবার তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

রাত্রি হাসিয়া বলিল—কেন, জিজ্ঞেস করতেও দোষ আছে না কি?

নীলাদ্রি বলিল—দোষ আর কি। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছ্‌লাম—ওয়ালটিয়ার থেকে আজ একখানা চিঠি এসেছে। বোম্বে শিল্প-কলেজ থেকে ওয়ালটিয়ারের একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট সাতদিনের জন্যে আমায় চেয়েছেন—তাঁর কি-একটা ছবি এঁকে দেওয়ার জন্যে। কলেজের প্রোপ্রাইটারের তিনি আত্মীয় হন।

রাত্রি বলিল—ও।

নীলাদ্রি বলিল—তুমি 'ও' বলেই খালাস, কিন্তু আমি যাবো কি না:ভাব্ছি।

সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাকাইতেই নীলাদ্রি বলিল—শুধু ভয় হয়, তোমার সেবা-যত্ন না পেলে হয় তো দেহটা তোমার নিয়ম রাখ্তে গিয়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে' তুল্বে।

রাত্রি হাসিল; বলিল—তাকে সায়েস্তা কর্তেও দেরী হবে না। সাতটা দিন দেখ্তে দেখ্তেই কেটে যাবে। মোটারকম টাকাই পাবেন হয় তো। মিছামিছি কেন লোক্সান কর্বেন।

নীলাদ্রি বলিল—টাকা নিয়ে আমি কি কর্ব রাত্রি?

রাত্রি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল—একান্তই কিছু কর্তে না পারেন অন্য পাঁচজন লোকের মত আমার হাতেই তুলে দেবেন। তা' ছাড়া, নেবার লোকের সংখ্যা যে দেবার লোকের চেয়ে ঢের বেশী। আর গরীবেরাও তো পৃথিবী ছাড়া হ'য়ে যায় নি।

তা' বটে! বলিয়া নীলাদ্রি গম্ভীর হইয়া কি ভাবিতে লাগিল। তারপর সহসা বলিল—তাই হবে রাত্রি। আমার যা' কিছু তোমারই হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো। তুমি যাদের দিলে সত্যিকার দেওয়া হয়, তাদেরই দু'হাতে বিলিয়ে দিও।

রাত্রি বলিল—হঠাৎ আমার ওপর এ দলছাড়া, গোত্র-ছাড়া বিশ্বাস এলো যে, ব্যাপার কি ?

নীলাদ্রি উত্তর দিল—আমি জানি রাত্রি, তুমি নিজে দুঃখী, তুমিও আমারই মত পৃথিবীর ঘৃণ্য—ঘৃণ্যদের ব্যথা যে তোমার বুকে অনবরত বাজে !

রাত্রি কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। পরে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—এবার আলো জ্বেলে দিই ?

নীলাদ্রি বলিল—থাক্ না। মিথ্যা আলো তো জ্বল্‌বেই, প্রকৃতির দেওয়া আলোকে আজ না হয় সম্মানই করা গেল।

রাত্রি বলিল—তবে বাইরে চলুন না, জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদের দিকে চেয়ে থাক্‌তে আমার ভারী ভাল লাগে।

নীলাদ্রি উঠিল। বাহিরে চাঁদের আলোয় চারিদিকে যেন ফিনিক্ ফুটিয়াছে। নীলাদ্রি রাত্রির মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি বলিল—কি দেখ্‌ছেন বলুন তো ? এমনই রাতে আর যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাদের তুলনায় আমি কাছে দাঁড়াতে পারি কি না, না ?

নীলাদ্রি উত্তর দিল—হয়তো তাই। কিন্তু তোমারই জিত, এ আমায় মান্‌তেই হবে রাত্রি।

যতবার তোমায় আমি দেখি, ততবারই যেন মনে হয়—তুমি আমার কাছে চির নূতন! চির সুন্দর!

রাত্রি বাধা দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল—যান্, বাজে বক্‌বেন না। শিল্পী ও কবির জাত কি না, তাই কথা তৈরী কর্‌তে ভারী মজবুত। দেখুন, দেখুন, কেমন সব অন্ধকার হ'য়ে গেল।

নীলাদ্রি চাহিয়া দেখিল কোথা হইতে একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া আসিয়া চাঁদের আলো ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কে বলিবে, কিছু পূর্ব্বে সেখানে এত আলোর সমারোহ দেখা গিয়াছিল।

রাত্রির জেদে নীলাদ্রি ওয়ালটিয়ার চলিয়া গেল। রাত্রি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—তাহার অদৃষ্টের কথা। এ কি বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস! যাহাদের কথা মনে হইলে আজও তাহার চোখে জল আসে, তাহারাই তাহার জীবনের দ্বারে বারবার আসিয়া উপস্থিত হয় কেন? মনে পড়ে তাহার বাবার কথা। কি স্নেহ-ই না ছিল তাঁহার! যে উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাকে একদিন ঘরছাড়া করিয়াছিল, আজ কিসের মোহে আবার তাহাকে সেই ঘরের দিকে টানিতেছে — কিন্তু

উপায় যে নাই। সেই তো চিরদিনের জন্য সে ঘর বন্ধ করিয়া আসিয়াছে। পিতার স্নেহ, ভগ্নীর প্রীতি আজ যেন তাহার কাছে স্বপ্নের মত। বিগত দিনের স্মৃতি তাহার হৃদয়কে তোলপাড় করিয়া তুলিল। দারুণ অনুশোচনায় তাহার অন্তরটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লয়। তাহাকে এখান হইতে যাইতেই হইবে। জীবনে হয় তো সে কখনও ভাল কাজ করে নাই ; আজ কিন্তু একটা কিছু করিবার জন্য তাহার মনকে দৃঢ় করিয়া তুলিল—সে নীলাদ্রিকে শ্যামলার কাছে ফিরাইয়া দিবে। হয় তো শ্যামলা আজও তাহার স্বামীকে ঘৃণা করে, কিন্তু—

নীলাদ্রির কথা মনে হইতেই তাহার চোখ সজল হইয়া আসিল। তখন সমগ্র আকাশটা ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে—বুঝি বা এখনই বৃষ্টি নামিবে। সে বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াই আবার বসিয়া পড়িল। চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তভাবে তাকাইতে লাগিল।

পৃথিবীর বুকে আকাশ যেন নিঃশেষে বর্ষণ সুরু করিয়া দিয়াছে—এত জল ছিল কোথায়! রাত্রি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেই, ভিখ্‌না বলিল—বড় বিষ্টি হচ্ছে মা, কোথায় যাবেন? গাড়ী ডেকে আন্‌বো কি?

রাত্রি জানাইল—প্রয়োজন নাই।

ভিখ্‌না তাহার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

আবার 'অল ইণ্ডিয়া পিক্‌চার একজিবিসন্‌।' শ্যামলাও কমলের অনুরোধে এ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল। কিন্তু যখন খবর পাইল যে, সেবার নীলাদ্রি কোন স্থানই অধিকার করিতে পারে নাই, তখন তাহার মনে হইল, কেন সে ছবি দিতে গেল। এমন তো সে কোনদিনই চাহে নাই। সে ভাবিয়া পাইল না নীলাদ্রি কেন কোন স্থান অধিকার করিতে পারিল না।

কমল আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দেখ্‌লি শ্যামলা, আজ তার চেয়ে তুই কত বড়। এবার আর কোন-স্থানই নেই তার। কিন্তু কথাটা যতটা উৎসাহের সহিত বলিতে চাহিল, বলিবার সময় ঠিক্‌ ততটা জোর আর রহিল না। মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—আমি এতটা চাই নি শ্যামলা। আমি চেয়েছিলাম, সে সকলের ওপরে হোক্‌, তুই হ' তার সমান সমান। হয় তো সে এ 'কম্পিটিসনে' নামই দেয় নি।

শ্যামলা বলিল—তাই সম্ভব।

—তাই সম্ভব ? তা' হ'লে অসুখ-বিসুখ করে নি তো ! কিন্তু আমার কেন এত মাথা ব্যথা। করে' থাকে, করুক। এতবড় অকৃতজ্ঞ যে, আমি মলুম কি বাঁচলুম একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না, তার জন্যে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ ? তার লোক দেখান ভালবাসা ছিল, জানিস্ শ্যামলা ?

কমল বলিল বটে, কিন্তু তাহার চোখ দুইটা অশ্রুভারে যেন চক্‌চক্ করিয়া উঠিল। সে আবার বলিয়া চলিল—আজ যদি সে আসে শ্যামলা, তা' হ'লে আমি ধূলো-পায়েই তাকে বিদেয় করে' দেবো। সে জানুক, তার কমল দা' শুধু স্নেহ করতে জানে তা' নয়, সে কঠোরও হ'তে জানে।

শ্যামলা কমলের কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল। মুখে না হাসিলেও, তাহার অন্তরে মধ্যে হাসির ঢেউ খেলিয়া যাইতে লাগিল। তারপর একসময় ধীরকণ্ঠে বলিল—তিনি দোষ করেছেন বলে' তুমিও কেন দোষ করবে দাদা। এলে তাড়িয়েই বা দেবে কেন ?

—ও, তা' বটে। সেটা ভাল দেখাবে না, নারে ? কিন্তু যাক্, তুই যখন বল্‌ছিস্, তখন ক্ষমাই তা'কে করব। তবে ভাল করে' বুঝিয়ে দিস্—মানুষকে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর নেই।

শ্যামলা সে কথা চাপা দিয়া বলিল—হ্যাঁ দাদা, তুমি বলেছিলে কাশী যাবে, তার কি হ'ল ? বৌদি'—

—ওই দেখ্, ভুলই হ'য়ে গেছে। দাঁড়া, তোর বৌদি'কে ধরে' এনে এখনই ঠিক্ করে' ফেল্‌ছি। কিন্তু এবার তোর খরচা ভাই; পুণ্যি-টুনির জন্যে আমি এক পয়সাও দেব না—তোর ছবিবেচা পয়সাগুলো এমনি করেই ঠকিয়ে নেবো, বুঝ্‌লি তো। বলিয়া আপন রসিকতায় আপনি বিভোর হইয়া কমল হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কয়দিন পরে নীলাদ্রি ওয়ালটিয়ার হইতে আসিয়া যখন রাত্রিকে তাহার বাড়ীতে দেখিতে পাইল না, তখন সে বিস্মিত হইল! ভাবিল, হয় তো সে তাহার বাড়ী গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। কেন না, সে যে পূর্ব্ব হইতেই চিঠি লিখিয়া তাহার আগমন-সংবাদ তাহাকে জানাইয়াছে—না আসিয়া যায় কোথা ? অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া রাত্রি যখন আসিল না, তখন নীলাদ্রি তাহার বাড়ীর অভিমুখে রওনা হইল। সেখানে গিয়া দেখিল---রাত্রির পরিবর্ত্তে অপর কে একজন তরুণী তাহার বাড়ীতে বাস করিতেছে। সে নিজের চোখকে

পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না ; অপরিচিতাকে প্রশ্ন করিল—রাত্রি কোথায় গেছে ?

তরুণী উত্তর দিল—তিনি ত এখানে নেই। একজন বড় লোকের সঙ্গে কোথায় চলে' গেছেন।

—'ও' বলিয়া অনেকক্ষণ নীলাদ্রি সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী প্রশ্ন করিল—আমায় কিছু বল্‌বার আছে আপনার ?

নীলাদ্রি মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, তাহার কিছু বলিবার নাই। তারপর সে টলিতে টলিতে নিজের বাড়ীর পথে অগ্রসর হইল। তরুণী বিস্মিত হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

রাত্রি জানালার ফাঁক দিয়া সুদূর আকাশের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াছিল। এমন সময় সেই তরুণী আসিয়া বলিল—ধন্যি লোক দিদি! তোমার কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌তেই তোমার শিখিয়ে দেওয়া কথা তাকে বল্‌লাম। কিন্তু সে আর পেছন দিকে ফিরেও তাকালে না, বরাবর চলে' গেল।

রাত্রির মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; বলিল—চলে' গেল !

তরুণী হাসিয়া বলিল—যাবে না? অবাক্ করলে তুমি! কিন্তু তাও বলি, সামান্য টাকার জন্যে তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?

রাত্রির হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—সত্য নয়, সত্য নয়, এ যে শুধু নীলাদ্রিকে ফিরাইবার ছল। কি করিয়া আজ সে ইহাদের তাহা বিশ্বাস করাইবে। মনে হইল, আজ সে সব হারাইয়া দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছে যেন। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না। নিজেকে কোনরকমে সংযত করিয়া সে চুপ করিয়া পূর্ব্বের মত বসিয়া রহিল।

তরুণী বলিল—চুপ করে' রইলে যে? বুঝি গো বুঝি, পাখী পুষ্লেও তার ওপর একটা মায়া হয়।

বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সে চলিয়া যাইতেই রাত্রি আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিল না—তাহার চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে বেলাবসানে রাত্রি আসিল। সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশীথে রাত্রির কি মনে হইতেছিল কে জানে! সারা পৃথিবী জুড়িয়া যেন ব্যর্থতার প্রাচীর খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া গেল, রাত্রির সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। সে যেন পাষাণ দেবতার গড়া নিষ্ঠুর পরিহাস! আজ কে দেখিয়া বলিবে এ সেই পূর্ব্বের উচ্ছল হাস্যময়ী রাত্রি।

পথে আসিতে আসিতে নীলাদ্রি ভাবিতে লাগিল—এই রাত্রি! সে যে তাহার নিজের জীবনেরও অধিক বিশ্বাস করিয়াছিল তাহাকে।

সে এমনি করিয়াই তাহার বিশ্বাস ভাঙিয়া দিল! একদিনের একটা কথা মনে পড়ায় তাহার হাসি পাইল—'হু'-একজনকে দেখে সব নারীকেই তাদের সমান ভাব্‌বেন না নীলাদ্রিবাবু।' চমৎকার! রাত্রির সহিত পরিচয় হওয়া অবধি একে একে তাহার সকল কথাই মনে পড়িল। ভাবিল, মিথ্যা, মিথ্যা ওসব! কিন্তু সেবা? প্রতিনিয়ত যে তাহার মৃত্যু-মলিন শয্যায় বসিয়া দিন-রাত্রির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছিল, সে সেবাও কি মিথ্যা? অসম্ভব কি? বিধাতা যাহাদের অভিনেত্রী করিয়াই পাঠাইয়াছেন, তাহারা যে অভিনয়ই করিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

কিছুক্ষণ পরে সে নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল। তারপর একটু হাসিয়া ছবি আঁকিতে বসিয়া গেল। মনে হইল, তাহার যেন কিছুই হয় নাই। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে নীলাদ্রি আবার একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার সমস্ত মুখখানা বেদনায়

ভরিয়া গেল। আবার তাহার মনের দ্বারে রাত্রির সমস্ত খুঁটিনাটির কথা আসিয়া ধাক্কা দিয়া যাইতে লাগিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; বেলা পড়িয়া আসিয়াছে দেখিয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। তারপর আপন-মনে সে-স্থানে গিয়া হাজির হইল—ঠিক্ যেখানে রাত্রি সেদিন বিপদে পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ সে সেখানে বসিয়া রহিল। তারপর উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে নীলাদ্রি চোখের জলকে বরদাস্ত করিতে পারিত না, যে উহাকে সাময়িক দুর্ব্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিত, আজ সে বালকের মত অধীর।

কতক্ষণ যে বসিয়াছিল তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। এক সময় ধীরে ধীরে সে উঠিয়া পড়িল। তাহার প্রাণে যেন আর সাড় নাই। চলিত পথ ধরিয়া বরাবর সে তাহার বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল। গৃহে ফিরিয়া সে রাত্রে সে আর কিছুই আহার করিল না।

ভৃত্য ভিখ্না আসিয়া তাহাকে খাওয়ার তাগাদা দিতেই নীলাদ্রি বলিল—তোরা খেয়ে নেরে, আজ আমার খিদে নেই।

ভিখ্না কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল।

নীলাদ্রি বিছানায় শুইল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। রাত্রি কিন্তু নীলাদ্রির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল না। ক্রমে ক্রমে আকাশটা ফিকে সবুজ হইয়া আসিল। নীলাদ্রি বিছানা হইতে উঠিয়া আকাশের রং বদলান দেখিতে লাগিল।

সকাল হইতেই সে ভিখ্‌নাকে চা ও জলখাবার আনিতে বলিল। বাবুর চেহারা দেখিয়া ভিখ্‌না প্রশ্ন করিল—অসুখ করেচে বাবু?

নীলাদ্রি কিসের হাসি হাসিয়া জবাব দিল—রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি, তাই হয় তো। যা' চা নিয়ে আয়।

নীলাদ্রি চা খাইতে লাগিল। তারপর সে প্রত্যহ যা' কাজ করিত, তাহা সারিয়া লইয়া বলিল—ও রে ভিখ্‌না, চানের যোগাড় করে' দে, কলেজের আবার দেরী হ'য়ে যাবে।

কালেজে না গিয়া সমস্ত দিন পথে পথে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর রাত্রিবেলা বাড়ী ফিরিয়া তাড়াতাড়ি জামা-জুতা খুলিয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া

পড়িল। পরদিন যখন উঠিল, তখন বেলা দশটা বাজিতে চলিয়াছে।

নীলাদ্রি ভিখ্‌নাকে ডাকিয়া বলিল—আমি কাল এখান থেকে চলে' যাবো রে ভিখ্‌না, নে তোর বক্‌শিস্‌। এই বলিয়া সে একতাড়া নোট তাহার দিকে আগাইয়া ধরিতেই ভিখ্‌না বলিল—আপনার সঙ্গ আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না বাবু।

নীলাদ্রি হাসিয়া বলিল—জানিস্‌ তো আমার কিছুই ঠিক্‌ নেই—কোথায় যাই বা কোথায় থাকি, তারও স্থিরতা নেই।

ভিখ্‌না তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না।

নীলাদ্রি তখন করুণ-কণ্ঠে বলিল—আমার তুই অনেক করেছিস্‌ ভিখ্‌না, এই নে—আর তোকে চাক্‌রি কর্‌তে হবে না। বলিয়া অন্যদিক হইতে টানিয়া আরও একতাড়া নোট ভিখ্‌নাকে দিয়া দিল।

ভিখ্‌নার চোখ সজল হইয়া উঠিল। সে বলিল—যখন আমায় সঙ্গে নেবেন না বাবু, তখন আর কি বল্‌ব ; কিন্তু আপনার দয়া জীবনে কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না। বলিয়া সে নীলাদ্রির পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

নীলাদ্রি বলিল—অনেক বকেচি, কিছু মনে করিস্‌ নে! দেশে যাবি তো তুই ?

ভিখ্না জানাইল—সে দেশেই যাইবে।

নীলাদ্রি বলিল—যখন দরকার হবে, আবার তখন তোকে লিখ্‌ব—বুঝ্‌লি।

পরদিন দেখা গেল—বোম্বে শিল্প-কালেজের অধ্যাপকের কোয়ার্টার খালি পড়িয়া আছে।

একটানা দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। চৈত্রের মধুময়ী সন্ধ্যা। বৈচিত্র্যহীন জগতে রাত্রির একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। মনে পড়ে, নীলাদ্রিকে—তাহার প্রতিদিনের খুঁটিনাটির কথা। তাহার হৃদয় মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। কী অবলম্বনহীন জীবন তাহার!

যেদিন নীলাদ্রি চলিয়া যায়, ভিখ্না সেদিন রাত্রির বাড়ীতে গিয়াছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া বোধ করি তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল; বলিল—এখন তুই কি কর্‌বি ভিখ্না?

ভিখ্না জবাব দিল— বাবু যাওয়ার সময় অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছেন। তবে আপনি যদি রাখেন, তা' হ'লে আমি থাক্‌তে পারি—নইলে চাক্‌রী কর্‌তে আর আমার প্রবৃত্তি নেই।

সেই হইতে ভিখ্নাকে রাত্রি রাখিল। একদিন সে ভিখনাকে বলিল—চল্ ভিখ্না, কোথাও বেড়াতে যাই।

ভিখ্না রাজী হইল। তারপর একদিন সত্যই তাহারা বোম্বে ছাড়িয়া বিদেশের দিকে পাড়ি দিল। কিন্তু মন যাহার বিশ্বের ব্যর্থতায় ভরা—বাহিরের সৌন্দর্য্য তাহার কি করিবে? একটা অবলম্বনের জন্য তাহার সারা অন্তর গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

কাশীর বিশ্বনাথ শ্যামলাকে দয়া করিলেন না। কিছু-দিন হইতেই শ্যামলার অল্প অল্প জ্বর হইতেছিল। সে কথা সে অতিকষ্টে চাপিয়া রাখিলেও একদিন ধরা পড়িয়া গেল। ডাক্তার তিরস্কার করিলেন। কমল যা'-নয়-তাই বলিয়া গালি দিল। বৌদি' এবং ঝর্ণা দু'-এক ঘা মারিতেও ছাড়িল না। কিন্তু শ্যামলা নির্ব্বিকার। দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ তাহার জীবনের মেয়াদটাকে দিনের পর দিন নিঃশেষ করিয়া চলিয়াছে। এই আনন্দেই সে বিভোর হইয়া রহিল।

সেদিন উর্ম্মিলা শ্যামলাকে ঔষধ খাইতে দিতে গেলেই শ্যামলা বলিয়া উঠিল—যে তেতো ওষুধ বৌদি', এ আমি খাব না।

উর্ম্মিলা গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—মিষ্টি ওষুধ ডাক্তার দিতে ভুলে গেছে—কাল এলে বলে' দেব 'খন। এখন খেয়ে নে তো। হাঁ কর্, কর্ বল্‌ছি—নিজে ভুগ্‌বে, আমাদেরও ভুগিয়ে মার্‌বে!

—ওরে বাবা, ছাড়, ছাড়, খাচ্ছি বৌদি'!

—পথে এস। ওই যা', ফল আন্‌তে ভুলে গেলুম। দাঁড়া, আমি নিয়ে আসি, তার পর খাস্। বলিয়া উর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

কমল শ্যামলার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন ভাবিতেছিল। শ্যামলা সেদিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া ঔষধটা পিক্‌দানিতে ঢালিয়া দিয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল—বাব্বা, কী তেতো কমল দা'।

কমল মুখ ফিরাইয়া বলিল—একটু দাঁড়াইলেই তো হ'ত, ফলটা—

এমন সময় উর্ম্মিলা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এর মধ্যে খেয়ে ফেলেছিস্? লক্ষ্মী মেয়ে বটে! বলিয়া ফলের ডিস্‌টা শ্যামলার দিকে আগাইয়া দিল।

শ্যামলা বলিল—তোমরা আমায় কি ভাব বল তো—একটা খুদে রাক্ষস, না? এত ফল।

—হ্যাঁ, অত ফল। গেলো বসে' বসে'। জ্বর হ'ত রোজ, ঢং করে' বল্‌তে পারেন নি। না খেলে রক্ষা রাখ্‌ব না!

শ্যামলা কোন উত্তর না দিয়া ফলের ডিস্‌টা নিজের কাছে আগাইয়া আনিল।

চক্রধরপুর। কয়দিন হইল রাত্রি এখানে আসিয়াছে।

সেদিনের কথা। রাত্রি বসিয়া আছে, হঠাৎ একটী শিশুর ক্রন্দনে সে জানালা দিয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। কান্না শুনিয়া শিশুর মাতা দৌড়িয়া আসিয়া ছেলেকে কত রকমে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। শিশু তাহার ছোট্ট দু'টি হাত তুলিয়া হাসিয়া যেন লুটাপুটি খাইতেছে। রাত্রির মনে হইল, এমনি একটি শিশু যদি তাহার থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে অবলম্বন করিয়া হয় তো সে সমস্তই ভুলিতে চেষ্টা করিত—কিন্তু তাহা তো হইবার নহে।

পাশের বাড়ীর মেয়েটীর সঙ্গে সে যাচিয়া ভাব করিয়া লইল। মাঝে মাঝে সে তাহাদের বাড়ীতে যায় এবং খোকাকে লইয়া আসে। খোকার মা-ও এক-একদিন তাহার সঙ্গে চলিয়া আসে।

এমনি করিয়া দিন যায়।

শিপ্রা প্রশ্ন করিল—তোমার মাথায় সিঁদূর নেই কেন দিদি ?

তাই তো একথাটা তাহার কোনদিনই মনে হয় নাই। সহসা উত্তর খুজিয়া না পাইয়া রাত্রি জবাব দিল—ওই যাঃ, এমন পোড়া মন যে—

বাধা দিয়া শিপ্রা বলিল—এস দিয়ে দিই। সিঁদূরের কৌটো কোথায় বল তো।

রাত্রির সমস্ত যেন এলোমেলো হইয়া গেল। বলিল—বাড়ন্ত, ভিখ্‌নাকে আন্‌তে দিয়েছি।

হোহো করিয়া শিপ্রা হাসিয়া উঠিল ; বলিল—খুব লোক যা' হোক্! আচ্ছা দিদি, তোমার স্বামী কি করেন ?

রাত্রির নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। জবাব দিল—স্বামী ? কোথায় চলে' গেছেন—আজও তাঁর দেখা পাই নি। এখানে কোথায় আছেন, শুনে এসেছি।

শিপ্রা বিস্মিত-কণ্ঠে জবাব দিল—ও মা গো! সত্যি দিদি, পুরুষগুলো ওই রকম!

রাত্রি ভাবিয়া পাইল না এমন করিয়া মিথ্যা বলিতে সে কবে হইতে শিখিল।

রাত্রির জন্য শিপ্রা দুঃখিত হইয়া বলিল—আমি ভাবি দিদি, কেমন করে' তিনি তোমায় ভুলে আছেন।

আশ্চর্য্য! কিন্তু ধন্যি তোমার সাহস! কি করে' তুমি ওই চাকরের ভরসায়—আমি হ'লে কিন্তু পারতাম না।

রাত্রি তখন খোকাকে লইয়া ব্যস্ত। সে তখন তাহার গলা জড়াইয়া ডাকিতেছে—আম্-মা-মা।

রাত্রির সমস্ত অন্তরে যেন কিসের ক্ষুধা জাগিয়া উঠিল—খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

ভিখ্না আসিয়া জানাইল—ও বাড়ীর মাকে ডাকিতেছেন।

শিপ্রা বলিল—যাই দিদি, বোধ হয় উনি এসেছেন। খোকা কি তোমার কাছে থাক্‌বে?

রাত্রি বলিল—হ্যাঁ, থাক্।

হাসিতে হাসিতে শিপ্রা চলিয়া গেল। রাত্রি ভাবিতে লাগিল—তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের কথা। হয় তো সুখী তাহারা। সে খোকাকে প্রশ্ন করিল—হ্যাঁরে, তুই আমায় ভালবাসিস্, আমার কাছে থাক্‌বি?

খোকা হাসিয়া বলিল—আ—তা—তা—ম্—মা।

রাত্রিও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল—দুষ্টু ছেলে, আমার কথার উত্তর দেনা।

খোকা তখন কি-একটা লইবার জন্য হামা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রির সারা অন্তর মাতৃত্বে যেন ভরপুর! তাহার প্রতি অবয়বে কিসের একটা তৃপ্তি বিরাজমান!

সেদিন রাত্রি শিপ্রার বাড়ীতে গিয়া খোকার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। শিপ্রা বলিল—দিদি, আমার জন্যে কোনদিন বোধ হয় আস না, না?

রাত্রি উত্তর দিল—সত্যি ভাই, ওই খুদে চোরটা যদি আজ না থাক্‌ত বোধ হয় আমি মরেই যেতাম।

শিপ্রা হাসিয়া উঠিল; খোকাকে প্রশ্ন করিল—হ্যাঁরে, তোর মাসীমার কি চুরি করেছিস্?

রাত্রি খোকাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল। শিপ্রা বলিল—ওই রকম তোমার একটা যদি থাক্‌তো দিদি।

রাত্রি জবাব দিল—না থাক্‌লেও কোন ক্ষতি নেই, যদি খোকা এমনি থাকে। কোনদিন কেড়ে নেবে না তো ভাই?

শিপ্রা হাসিয়া উঠিল; বলিল—ও তো তোমারই। হ্যাঁ দিদি, তোমার স্বামীর কোন সন্ধান পেলে?

রাত্রি জানাইল—না।

শিপ্রা বলিল—আমি ওঁকে বলেছিলাম, কিন্তু নাম না জানলে—জানি তো মেয়েছেলের স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই, লিখেই দাও না।

রাত্রি হাসিয়া সে কথাটাকে উড়াইয়া দিল। শিপ্রা বলিল—তোমার স্বামী কেমন দেখতে ভাই ?

রাত্রি হাসিয়া বলিল—আগে বল তো তোমারটি কি রকম দেখতে।

শিপ্রা লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। খোকা কখন কাজললতা হইতে কাজল লইয়া সমস্ত মুখময় মাখিয়াছে তাহা তাহারা দেখিতে পায় নাই। সে হামা দিয়া রাত্রির কোলের কাছে যখন আসিল, তখন তাহাদের সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহারা হাসিয়া উঠিল।

শিপ্রা বলিল—ও মাগো, যেন হনুমান সেজেছে দিদি! খোকা বড্ড দুষ্টু হচ্ছে কিন্তু।

খোকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাত্রি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখ ধোয়াইবার জন্য বাহিরে যাইতেই, যাহাকে তাহার সম্মুখে দেখিল, হয় তো সে শিপ্রার স্বামী। কিন্তু তাহাকে চিনিতে রাত্রির এতটুকুও বিলম্ব হইল না—সে কে!

তাহার মুখখানা যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল—বলিবার কোন ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না। সেখান

হইতে পলাইতে পারিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়! খোকা রাত্রির বুকে মুখ ঘসিতে লাগিল। শিপ্রা আসিয়া বলিল—উনি এসেছেন। জান দিদি, আমি ওঁর পায়ের শব্দ শুন্‌লেই টের পাই।

রাত্রি কোন কথা কহিল না। তাহার মনেও ছিল না যে, খোকার মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য সে বাহিরে আসিয়াছে।

সে খোকাকে লইয়া তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেল। শিপ্রা বিস্মিত দৃষ্টিতে নির্ব্বাক হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিয়া রাত্রি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল —এই শিপ্রার স্বামীই তো একদিন তাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছিল। কোন্ অতীতের একটা ছিন্ন-স্মৃতি তাহার মনের আগলে ঘা দিয়া গেল। দারুণ বিতৃষ্ণায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। সকলের সমস্তই আছে, কিন্তু একদিনের একটা অতর্কিত ভুলের জন্য সে আজ সব হারাইয়া রিক্তা হইয়া বসিয়া আছে যেন। যে তাহাকে বাহিরে আনিয়াছিল, সে আজ সমাজে তেমনি মাথা উঁচু করিয়া পুত্র-পরিবার লইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছে, আর সে!···

হাত দু'টি যোড় করিয়া সে প্রাণের সমস্ত ব্যাকুলতা

দিয়া প্রার্থনা করিল—ওগো অন্তর্যামী, যাহার জন্য আমি আজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়া আছি, তাহাকে সুখী করিও! তাহাদের সুমধুর দাম্পত্য-জীবনের মাঝে মিথ্যা ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিও না!

খোকা বড় হইয়াছে। তাহার অস্ফুট ভাষা রাত্রির মনে মধু সিঞ্চন করে।

সেদিন হইতে রাত্রি শিপ্রার বাড়ী যাওয়া একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। খোকা রোজই আসে, তাহার মায়ের সঙ্গে বারান্দা হইতে কথা হয়, শিপ্রা না যাইবার জন্য অনুযোগ করে—কিন্তু রাত্রি কি উত্তর দিবে?

শিপ্রা বলিল—জান দিদি, উনি বল্ছিলেন তোমার বন্ধু আর আসেন না কেন? তোমাদের বন্ধুত্ব এর মধ্যেই পুরোনো হ'য়ে গেল।

বলিয়া শিপ্রা হাসিয়া উঠিল। রাত্রি কোন কথা কহিল না।

রাত্রি কি-একটা বই পড়িতেছিল। কাহার পায়ের শব্দ হইতেই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—মৃণাল খোকার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সে অসংযত বসন সংযত করিয়া লইতে লইতে বলিল—চোরের মত

এমন করে' না এলেই পার্‌তে। আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে কি ?

মৃণাল সহসা জবাব দিতে পারিল না। একটু থামিয়া বলিল—খোকাকে তোমায় দিতে এলাম। বড় বায়না ধরেছিল।

রাত্রি গম্ভীর-কণ্ঠে উত্তর দিল—তুমি কষ্ট করে' না এসে শিপ্রাকে দিয়ে পাঠালেই পার্‌তে।

ঢোক গিলিয়া কাশিয়া মৃণাল বলিল—তা' পার্‌তাম। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কাজও তো থাক্‌তে পারে। আর—

বাধা দিয়া রাত্রি বলিল—কি আর ?

মৃণালের মুখখানা কালো হইয়া গেল। বলিল—খোকাকে নিয়ে আসায় যে এতটা দোষ হ'তে পারে, সেটা আমার জানা ছিল না।

রাত্রি বলিল---জানা থাকাই কিন্তু উচিত ছিল। খোকাকে নিয়ে আসার ছলটুকু তো বেশ শিখেচো, অথচ—

মৃণালের আর সেখানে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইল না; সে পুত্রকে ডাকিল—আয় বাবা, আমরা বেড়াতে যাই।

রাত্রি বলিল—খোকার ওপর তোমার ষোল আনাই অধিকার আছে তা' মানি। কিন্তু ওরই মা যে আমার বোন্—এটা ভুলে গেলে তো চল্‌বে না।

খোকা ডাকিল—মাছিমা !

রাত্রি কি-একটা কথা বলিয়া ঘটনাটা হাল্‌কা করিয়া লইতে চাহিল—কিন্তু মৃণাল আর সেখানে দাঁড়াইল না; খোকাকে লইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ যে বসিয়াছিল, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। যখন তাহার হুঁস হইল, তাহার দুই চোখে তখন অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিয়াছে।

খোকা আর আসে না। কিন্তু কেন আসে না তাহা বুঝিতে রাত্রির বিলম্ব হয় নাই। এমন কি, শিপ্রা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কথা কহে না—হয় তো মৃণাল তাহার পরিচয় তাহাকে দিয়াছে। একদিন যে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত, আজ সামান্য একটা মুখের কথায় কেমন করিয়া সে সব ভুলিয়া গেল! এই শিপ্রাই একদিন যে তাহাকে বলিয়াছিল—'ও খোকা তো তোমারই দিদি।' হাসি পায় আজ সে কথাটায়।

খোকাকে পাইবার আনন্দ তাহাকে এত নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল যে, হারাইবার কথা তাহার মনেই কোনদিন স্থান পায় নাই। ···একটা বেদনার কাঁটা থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। শিপ্রার হয় তো কোন দোষ নাই।

মৃণাল নিশ্চয়ই তাহাকে বারণ করিয়া দিয়াছে—তাই সে আসে না। স্ত্রী, স্বামীর খেলার পুতুল বই আর তো কিছু নয়।

তবু মানুষের আশা—এই আশা আছে বলিয়াই তো মানুষ বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু মিথ্যা আশার কোন মূল্য নাই। রাত্রি ভাবে হয় তো খোকা তাহাকে ডাকিবে; হয়তো এখনই আসিবে—কিন্তু কই ?···

একদিন বারান্দা দিয়া খোকা ডাকিল—মাছিমা।

রাত্রি দৌড়িয়া গিয়া দেখিল, তাহার চির-বাঞ্ছিত। তাহার সর্ব্বশরীর একবার কেমন করিয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল—আর আসিস্ না কেন রে ?

খোকা উত্তর দিল—মা আত্‌তে দেয় না—আমাল্ দেতে ইত্‌তে কলে, কিন্তু মা বকে।

সহসা কোথা হইতে মৃণাল ডাকিল—খোকা, এদিকে আয়।

খোকা ভয়ে যেন 'কাঠ' হইয়া গেল। ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় রাত্রির দিকে একবার মাত্র তাকাইল। সে চোখে হয় তো অনেক কিছুই ছিল, হয়তো খোকা—

সে শুনিতে পাইল মৃণাল বলিতেছে—জান শিপ্রা,

ও-সব ক্লাসের মেয়েরা ওই রকম ক'রে' ফাঁদ পাতে ওদের মায়া, বুঝ্লে—ডাইনি মায়া।

রাত্রির সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইল—এখনই সে ছুটিয়া মৃণালদের বাড়ী যায়। তাহার মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া বলে—ওরে ভণ্ড, ওরে প্রবঞ্চক, আজ সাধুতার মুখোস পরিয়া যাহার উদ্দেশে ওই কথাগুলা বলিলে, এক সময় কথার জাল বুনিয়া তাহাকে প্রলোভনে ভুলাইতে তোমার ধর্ম্মে তো এতটুকু বাধে নাই—তখন তোমার এ নীতিজ্ঞান ছিল কোথায়?...কিন্তু শিপ্রার কথা মনে পড়ায় অতিকষ্টে সে আপনার এই প্রবল বাসনাকে দমন করিয়া লইলেও মৃণালের বাড়ীর দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রি ভাবে—আর সেখানে থাকিবে না, চলিয়া যাইবে। কিন্তু কিসের মোহ তাহাকে যাইতে দেয় না। তবু তো সে খোকাকে দেখিতে পায়।

সেদিনের কথা। রাত্রি শুইয়া আছে, এমন সময় কে যেন তাহার দ্বার ঠেলিয়া চাপাগলায় ডাকিল—মাছি-মা।

ধড়মড় করিয়া রাত্রি উঠিয়া পড়িল—হয়তো স্বপ্নই! দরজা খুলিয়া দেখিল—খোকা।

রাত্রি বলিল—এত রাত্তিরে কি মনে করে' রে?

খোকা চাপাগলায় বলিল—পালিয়ে এথেতি। বাবা নেই, মা ঘুমুত্তে।

রাত্রির সারা অন্তরে পুলকের শিহরণ জাগিল—তবু যেন কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

একটি চুম্বন দিয়া রাত্রি বলিল—যদি টের পায়, হ্যাঁরে দুষ্টু।

—বড় মন কেমন কত্থিল তোমার—

সহসা খোকার নাম ধরিয়া শিপ্রা ডাকিয়া উঠিল। ভয়ে রাত্রির বুকটা যেন দুরুদুরু করিতে লাগিল। খোকা কোন্ ফাঁকে সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল।

হয় তো সে ধরাই পড়িয়া গেল। রাত্রি মারের শব্দ শুনিতে পাইল। প্রতি শব্দ তাহার বুকখানার উপর যেন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

সে ঠোঁট চাপিয়া অতিকষ্টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাত্রির মাতৃত্ব যেন গুমরিয়া মরে। সে ছেলে মানুষের মত পুতুল সাজায়—ডলি পুতুল। সে পুতুলের বিছানা পাতে, কথা কয়, কিন্তু সে তৃপ্ত হয় না—সে চায় রক্ত-

মাংসে গড়া খোকার মত একটী পুত্র। কিন্তু সে উপায় তো নাই। সে রাস্তার ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া আদর করে—তৃপ্তি পায় না—খোকার কথা মনে পড়িয়া যায়।

একদিন সকালে রাত্রি ভিখ্‌নাকে ডাকিয়া বলিল—আজই এখান থেকে চলে' যাবো ভিখ্‌না। ভাল লাগ্‌ছে না এখানে আর।

ভিখ্‌না প্রশ্ন করিল—বোম্বে যাবেন?

রাত্রি টানিয়া হাসিয়া বলিল—সেখানকার সম্বন্ধ তো তুলেই এসেছি রে। চল্, অন্য কোথাও যাই।

ভিখ্‌না আর কিছুই বলিল না। রাত্রির সারা অন্তর যাইবার সময় একবার খোকাকে দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। একবার মাত্র—হয় তো এই শেষ দেখা! আর বোধ করি তাহাকে দেখিতেও পাইবে না। একদিন হয় তো খোকা তাহাকে ভুলিয়াই যাইবে। কিন্তু খোকার দেখা সে পাইল না। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেশনের পথেই কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দূর হইতে দেখিল, খোকা ভৃত্যের কোলে রহিয়াছে। সে যেন কি বলিতেছে। কাছে যাইতেই খোকা ডাকিল—মাছিমা।

রাত্রি খোকাকে নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরিল। চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

খোকা প্রশ্ন করিল—গালি কলে' কোতা দাও মাছিমা?

রাত্রি কেমন করিয়া বলিবে তাহাকে ছাড়িয়া সে চলিয়া যাইতেছে চিরদিনের মতই।

খোকা বলিল—আমি দাবো।

রাত্রি বলিল—মা যদি বকে?

খোকা উত্তর দিল—না, দাবো।

রাত্রি তাহাকে ভুলাইয়া ভৃত্যের কাছে ফিরাইয়া দিল। গাড়ী চলিতে সুরু করিল। পিছন হইতে তখন খোকা চীৎকার করিয়া বলিতেছে—আমি দাবো, মাছিমা, আমি দাবো।

খোকা দৃষ্টি-পথের অন্তরাল হইলে, রাত্রির চোখে বাদলের ধারা নামিয়া আসিল। সে উদাস-নেত্রে শুধু বাহিরের প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া রহিল।

সকলকে ঠকাইলেও শ্যামলা নিজেকে কিছুতেই ঠকাইতে পারিল না—রোগ তাহার বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে ডাক্তারের নির্দ্দেশমত কমল সকলকে লইয়া শিলঙে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘনসন্নিবিষ্ট পাইন বৃক্ষের মধ্য দিয়া পাথর কুঁদা লাল পথ সরীসৃপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। উর্ম্মিলা, শ্যামলা ও ঝর্ণাকে লইয়া কমল রোজ সকাল বিকাল সেই পথে বেড়াইতে বাহির হয়।

শ্যামলার কিন্তু 'বিডন' ও 'বিসপ-ফল্‌সে' প্রত্যহ যাওয়া চাই। উন্মত্ত, দুর্দ্দান্ত ঝর্ণার ধারা পাথরের বুকে আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া আবার শান্ত হইয়া ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া একটানা বহিয়া যায়। তাহার শব্দে যে সুর বাজে, সে সুরে যেন ঝরিয়া পড়ে বিশ্বের বিরহ-ব্যথার গভীর ক্রন্দন—যাহাতে শ্যামলার মনোবীণার প্রতিটি তার একই সুরে বাঁধা।

নূতন জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের জন্যই হোক্ কিংবা নূতন দেশ দেখার উৎসাহেই হোক্ শ্যামলার শরীর যেন দিন দিন উন্নতির দিকেই যাইতে লাগিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন সে যে শয্যা লইল, তাহা হইতে আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। কাজল মেঘের সজল স্পর্শ ধরিত্রীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্যামলা বলিল—জান্‌লাটা খুলে দে তো।

ঝর্ণা জবাব দিল—বৃষ্টি পড়্‌ছে যা' ঠাণ্ডা!

—তোরা আমায় এমন করে' আর কতদিন আট্‌কে রাখ্‌বি বল্‌ তো। হ্যাঁরে, সে তো এল না—ঘরমুখো বুঝি ঘরের কথা ভুলেই গেছে, কি বলিস্‌?

ঝর্ণা বলিল—মিথ্যা ভেবে নিজেকে অস্থির করে' তুলিস্‌ নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তাকে এখানে আস্‌তেই হবে।

—কিসের মোহে? হাসালি দেখ্‌ছি!

—তোর অন্তরের একাগ্রতা যদি তাকে না টেনে আনে তা' হ'লে আমার মনে হয়—

বাধা দিয়া শ্যামলা বলিল—মিথ্যা আর আমায় আশ্বাস দিস্‌ নে ঝর্ণা! মায়ামরীচিকার পশ্চাতে বৃথা ছুটে তৃষ্ণায় মরার চেয়ে এমনি মৃত্যু ঢের ভাল। আর সে কেন আস্‌বে বল্‌ তো—আমার এমন কি আছে, কোন, আকর্ষণে সে আমার কাছে আস্‌বে?

একটু চুপ করিয়া আবার বলিল—সে তো সেদিন নিজেই মুখের উপর বলে' গেছে।

তাহার চোখ সজল হইয়া আসিল। পুনরায় বলিল—কিন্তু আমার কোন অভিযোগ কোন অনুযোগ নেই। আর কার ওপরেই বা কর্‌বো।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। ঘরটা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিল। শ্যামলা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—সেদিনের কথা আজও আমার মনে পড়ে—যেদিন সে এসেছিল তার কামনার ডালি নিয়ে আমার কাছে। বলেছিল—শ্যামলা, আমায় কোন অপরাধে—

—তার কথা শোন্‌বার আমার প্রবৃত্তি হয় নি, মুখের কথা তার শেষ কর্‌তে না দিয়ে বলেছিলাম—তোমায় আমি ঘৃণা করি, তোমার ভালবাসার স্বপ্ন দেখাকেও প্রশ্রয় দেওয়া আমি পাপ বলে' মনে করি।

—সে কিন্তু আমার কথার একটা জবাবও দেয় নি;—ভয়ার্ত্ত পথিকের মত চলে' গেল আমার কাছ থেকে। কিন্তু যে বেদনা তাকে দিয়েছি—সে বেদনা ফিরে এসে দ্বিগুণ করেই আমার বুকে আঘাত কর্‌তে লাগ্‌লো। মনে কি হ'ল জানিস্ ঝর্ণা, তার কাছে ছুটে গিয়ে আমার অপরাধের ক্ষমা চেয়ে নি—কিন্তু একটুও অবসর না দিয়ে সেই যে সে চলে' গেল—

শ্যামলার বুকখানা কিসের অবরুদ্ধ বেদনায় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, কাশিতে কাশিতে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। খানিকটা রক্ত মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল।

ঝর্ণা ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্যামলার মুখ্‌খানা মুছাইয়া দিল। বলিল—চুপ কর্‌ ভাই, দাদা জান্‌তে পার্‌লে আবার—

বাধা দিয়া শ্যামলা বলিল—সত্যি ঝর্ণা, তাঁর জন্যে বড় দুঃখু হয়। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য যেন তিনিই দায়ী। আমার জন্যে কি না করেছেন বল্‌ তো?

ক্লান্ত হইয়া শ্যামলা খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া আবার হঠাৎ ডাকিল—ঝর্ণা!

ধড়মড় করিয়া ঝর্ণা উঠিয়া পড়িল। শ্যামলা বলিল——ও বোধ হয় এসেছেরে। দেখ্‌তো, দরজাটা ঠেলে ডাক্‌ছে বুঝি।

ঝর্ণা বুঝিল—এ রোগীর প্রলাপোক্তি। সে যেমন বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া রহিল। শ্যামলা কাতর-কণ্ঠে বলিল—যা' ভাই, ডেকে ডেকে হয় তো আবার ফিরে যাবে।

শ্যামলা কিছুতেই ছাড়িল না। অগত্যা ঝর্ণাকে উঠিতে হইল। সে ফিরিয়া আসিলে শ্যামলা বলিল—এসেছে বুঝি? অবাক্‌ কর্‌লি—তুই ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

ঝর্ণা জবাব দিল—বাইরে ঝড় উঠেছে ও তারই শব্দ।

শ্যামলা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—কক্ষণো নয়! ভাল করে' দেখ্, হয় তো অন্ধকারে দেখ্তে পাস্ নি।

ইহার উত্তর আর ঝর্ণা কি দিবে। চোখ দুইটা তাহার সজল হইয়া উঠিল।

শ্যামলার মুখখানা নিরাশার গভীর বেদনায় ভরিয়া গেল। সে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তারপর সহসা বলিল—আর সে কবে আস্বে ভাই, আমার জীবনের মেয়াদ আর কতটুকুই বা।

শ্যামলা যেন আজ বক্তা আর ঝর্ণা যেন শ্রোতা। নির্ব্বাক হইয়া ঝর্ণা শুধু শ্যামলার কথা শুনিয়া যাইতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিন যায়। আবার তরুণ অরুণের রঙিন-রাগে পূর্ব্ব আকাশের গায়ে রঙ ধরে। শ্যামলা ব্যর্থ আশার নবীন স্বপ্ন দেখে। মনে করে—আজ সে আসিবে—কিন্তু যখন ধরিত্রীর বুক অন্ধকারে গাঢ় হইয়া আসে, তখন তাহার বুকখানাও যেন নিবিড় আঁধারে ছাইয়া যায়।

সেদিনও শ্যামলা উদগ্র আশা লইয়া বসিয়াছিল।

কমল ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল—আজ কেমন আছিস্ দিদি। বলিয়া সে তাহার উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া একখানা চেয়ারের উপর 'ধপ্' করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কি মনে হইতেছিল, কে জানে!

শ্যামলা প্রশ্ন করিল—থাকাথাকি আর কি দাদা, কোনরকমে—

বাধা দিয়া কমল জবাব দিল—চুপ্ কর বোন, তোকে যে বাঁচ্‌তেই হবে! আমারও তো জীবনে সাধ-আহ্লাদ আছে। নীলাদ্রি একবার এলে হয়, তাকে দেখাব—আমার বোনও কম শিল্পী নয় এবং সে তার স্ত্রীর উন্নতির পথ না পরিষ্কার কর্‌লেও তার দাদা করেছে। এ যে আমায় দেখাতেই হবে দিদি।

কিন্তু আমার জীবনের বোঝা যে এখন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছে দাদা আমি তো কষ্ট পাচ্ছি-ই, আর তার সঙ্গে কষ্ট দিচ্ছি তোমাদের সকলকেই।

বিস্মিত দৃষ্টিতে কমল উত্তর দিল—কষ্ট, বলিস্ কিরে! আচ্ছা আগে ভাল হ'য়ে ওঠ, তারপর এর উত্তর দেবো—আজ নয়।

শ্যামলা উত্তর দিল—আর ভাল হয়েছি!

নিবিড় নিরাশার তীব্র বেদনা তাহার কণ্ঠকে রুদ্ধ করিয়া দিল।

কমলের চোখ সজল হইয়া আসিল। শ্যামলার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আমার মনে হয়—আমি-ই বুঝি তোকে হত্যা করেছি।

—হত্যা! হয় তো তাই করেছ। তোমার এত স্নেহ, দয়া, ভালবাসা যদি হত্যা হয়, তা' হ'লে আমি ও জিনিষটা মাথা পেতেই না হয় গ্রহণ কর্‌লাম।

কমল বলিল—আমার মনে হয়, যদি তার সঙ্গে না বিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে—

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া শ্যামলা উত্তর দিল—আজ মিথ্যা সে কথা তুলে আর কোন লাভ নেই দাদা। যদি একবার তার দেখা পেতাম! তা' হ'লেও—

কম্পিত-কণ্ঠে কমল ডাকিল—শ্যামলা—

শ্যামলা কমলের দিকে চাহিল। কমল বলিল—কি করে' আমি তোর সব বেদনা মুছে দিতে পারি বল্ তো দিদি!

শ্যামলা উত্তর দিল—দেবতা যখন বাধ সাধেন, তখন মানুষ কি কর্‌তে পারে দাদা? তুমি আমার যা' করেছ—

বাধা দিয়া কমল বলিল—তুই কি আমায় পাগল কর্‌বি না কি? কি মতলব বল্‌তো?

—তোমার মত পাগল হ'তে পারলে অনেকেই ধন্য হ'য়ে যেতো।

এমন সময় ঝর্ণা ওষুধ আনিয়া শ্যামলার সম্মুখে ধরিতেই সে আপত্তি করিল—আর কেন মিথ্যে ওষুধ, চিকিৎসার সব ক'টি অলিগলিই তো পার হ'য়ে এসেছি। আর কেন ?

কমল বলিল—না ভাই, ওষুধটুকু খে'য়ে নে।

শ্যামলার কোন আপত্তিই টিঁকিল না। ওষুধ তাহাকে খাইতেই হইল। সে ডাকিল—ঝর্ণা।

ঝর্ণা কাছে সরিয়া আসিল। শ্যামলা কমলকে বলিল—আমায় বাঁচাবার জন্যে ঝর্ণার যে কি একাগ্রতা তা' তুমি যদি দেখো, তা' হ'লে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে দাদা। যখনি আমার ঘুম ভেঙে যায়, চেয়ে দেখি ঝর্ণা আমার মাথার কাছে বসে' আছে যেন মূর্ত্তিমতী সেবার মত। ওর জন্যে আমার দুঃখু হয়। সত্যি দাদা, আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি যেন দুষ্ট ধূমকেতুর মত, তোমাদের শান্তি-ময় শৃঙ্খলাপূর্ণ সংসারকে আমি যেন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েই চলেছি।

গলা তাহার ধরিয়া আসিল। আবার বলিল—কেন তোমরা আমায় জায়গা দিয়েছিলে বলতো, না হয় আমি সংসার-স্রোতে ভেসেই চলে যেতাম।

একথার অর্থ কেহ না বুঝিলেও ঝর্ণার মুখখানা বেদনায় পাংশু হইয়া আসিল।

কমল স্নেহ-মিশ্রিত-স্বরে বলিল—জায়গা দেওয়া আমার সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তো যদি তোকে আমি কোন দিন সুখী দেখ্‌তে পেতাম। বলিয়া কমল কি কাজে বাহির হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ঝর্ণা বলিল—আমায় মাপ কর্‌ ভাই।

শ্যামলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল! বলিল—ক্ষমা! কেন বল্‌ তো? আমার ভাগ্যের জন্যে কি তুই দায়ী? আমারই তো এক-একবার তোর দেহ দেখে লোভ হয়। বলিয়া সে ম্লান হাসি হাসিল।

কিসের সঙ্কোচে ঝর্ণার মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা -হইল।

অনেকক্ষণ পরে শ্যামলা বলিল—যেদিন তোরা কাশী যাস্‌ সেদিনকার কথা আজও আমার মনে পড়ে, তুই সেদিন বলেছিলি—রক্তমাংসে-গড়া মানুষের দোষ-গুণ কোনটাকেই অস্বীকার করা যায় না। সেদিন কিছু না বুঝ্‌লেও আজ বুঝ্‌তে পারি একথার মধ্যে কতখানি সত্য লুকোনো আছে।

ঝর্ণা বলিল—ভুল—

বাধা দিয়া শ্যামলা জবাব দিল—হয় তো তাই। ভুল সেইখানেই সার্থকতায় পূর্ণ হয়, যখন তার মনে অনু-

শোচনার জের চলে, বুঝ্‌লি ঝর্ণা, সেইখানেই যে তার প্রায়শ্চিত্ত। আজ আর সে কথা ব'লে নিজেকে ছোট করিস্‌নে ভাই।

ঝর্ণার চোখে অশ্রু গড়াইয়া শ্যামলার হাতে ঝরিয়া পড়িল।

—কাঁদ্‌ছিস্‌?

শ্যামলা ঝর্ণার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—আমার আজ সবচেয়ে বড় আনন্দ, আমার সেই খেলার সাথী হারানো ঝর্ণাকে ফিরে পেয়েছি আবার। সে কেমন জানিস্‌? সে ঝর্ণার যা' কিছু ময়লা ছিল, তা' অনু-শোচনার আগুনে পুড়ে' ছাই হ'য়ে গিয়ে যেন খাঁটি সোণা হয়ে' ফিরে এসেছে।

কেহ কোন কথা কহিল না। সমস্ত ঘরখানায় যেন নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশটা যেন ফুটা হইয়া গিয়াছে। যেন বর্ষার ধারা সারা ধরিত্রীর বুকে অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—বুঝি বা পৃথিবীটাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। পথে তেমন কোন লোক নাই। ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য। তবু কমলের সরকার সতীশবাবুকে বাহির

হইতে হইয়াছিল। কি করিবে। বাঙালী সব পারে, কিন্তু মনিবের অনুমতির অবহেলা করিতে প্রাণ থাকিতেও বুঝি পারে না। সহসা তাহার পিছনে কে ডাকিল—সরকার-মশায়।

সরকার-মশায় পিছনে চাহিতেই যাহাকে দেখিল, তাহাকে কিন্তু চিনিতেও পারিল না। মাথার সমস্ত চুল প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছে। মুখময় বসন্তের দাগ, দেহটা যেন নিজের ভার সহিতে না পারিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সম্মুখের দিকে। চোখ দুইটা যেন কিসের অবসাদে ভরা, ভিতরের দিকে যেন ঢুকিয়া গিয়াছে।

সরকার-মশায় তাহার স্মৃতির পৃষ্ঠা অনেক হাতড়াইয়াও সে লোকটিকে চিনিতে পারিল না। তাহার দিকে সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকার পর সে প্রশ্ন করিল—ছোটবাবু না?

লোকটি উত্তর দিল—তবু ভাল, চিন্‌তে পেরেছেন! আমি মনে করি ভূতের ভয়ে বুঝি আপনি পালিয়েই যাবেন। তারপর কি খবর বলুন দেখি।

—খবর আর কি ছোট বৌদি'-রাণীর যে অসুখ! ওষুধ নিয়ে এই ফিরে যাচ্ছি। আসুন না, আমার সঙ্গে, কবে এসেছেন এখানে?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া লোকটি প্রশ্ন করিল —কি অসুখ?

—থাইসিস্। বাবু অনেক চিকিৎসাই তো করালেন, কিন্তু ভাল আর হয় কই? এ সময় যদি—

সরকার-মশায় তাড়তাড়ি চলিতে লাগিল। সে লোকটিও তাহার পিছন পিছন যন্ত্র-চালিতের মত চলিল।

কমল তখন সবেমাত্র চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সহসা কে যেন ডাকিল—কমল দা'!

কমল মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল কে একজন অপরিচিত লোক তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু গলার স্বরটা যেন চেনা চেনা!

লোকটি বলিল—চিন্‌তে পার্‌লে না কমল দা'?

এবার চিনিতে কমলের বিলম্ব হইল না। সে সহসা লাফাইয়া উঠিয়া লোকটিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —তুই এমন হ'য়ে গেছিস্ নীলাদ্রি, সত্যি তোকে যেন আর চেনাও যায় না! কি করেছি তোর বল্ তো হতভাগা, যাতে তুই এমনি করে'...

যে কমল কতবার বলিয়াছিল নীলাদ্রি আসিলেই

তাড়াইয়া দিবে, আজ তাহাকে পাইয়া তাহার চোখ দিয়া আনন্দের অশ্রু টপ্ টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সে বলিল—খুব সময় তুই এসে পড়েছিস্। শ্যামলাকে যেমন করে' হোক্ বাঁচা ভাই। সে রোগ-শয্যায় পড়ে' শুধু তোরই কথা বারবার জিগেস্ করেছে কেবল, কিন্তু আমি কী উত্তর দেবো বল্ তো পাজী।

নীলাদ্রি উঠিতে যাইতেই কমল বলিল—দাঁড়া, হঠাৎ দেখা দিলে হয় তো হার্টফেল কর্‌তে পারে, তার বুকটা বড় দুর্ব্বল। বলিয়া সে 'উর্ম্মিলা উর্ম্মিলা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তাহার ডাক শুনিয়া উর্ম্মিলা ও ঝর্ণা আসিয়া উপস্থিত হইতেই কমল বলিল—আরে, চিন্‌তে পারলে না। নীলাদ্রি গো, নীলাদ্রি।

উর্ম্মিলা বলিল—ও মা, ঠাকুর পো! এমন হ'য়ে গে'ছ! সাদ করে কি-ই দুঃখ-ই না পেলে বল তো, আর অন্যজনকে মিথ্যে শাস্তি দিলে। তবু ভাল নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়েছে। কি ভোগানটা ভোগালে বলতো ঠাকুরপো।

কমল বলিল—ও সব কথা আজকের মত না হয় চাপা দিয়েই রাখলে উর্ম্মি? আরে ঝর্ণা, অমন করে' দাঁড়িয়ে কেন? তোর নীলু দা'র পায়ে একবার কপালটা ঠুকে' দে।

লজ্জিত হইয়া ঝর্ণা নীলাদ্রিকে প্রণাম করিল। উর্ম্মিলা বলিল—চাপা দিয়ে রাখ্‌বো কি রকম। তোমার আগের সব রাগ বুঝি ভেসে গেল? সত্যি ঠাকুরপো, তুমি যে যাদু জান এ আমায় মান্‌তেই হবে। বাবুর সে কী রাগ! বলে—হতভাগাটা এলেই বিদেয় করে' দেবো। তখনই আমি বলেছিলাম—

কমলের দিকে ফিরিয়া উর্ম্মিলা বলিল—তখন যে বড় বাজি রেখেছিলে, এখন দাও দেখি। বলিয়া কমলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দুষ্টামি-ভরা মুখে টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

কমল ঝর্ণাকে প্রশ্ন করিল—শ্যামলা এখন কি কর্‌ছে?

ঝর্ণা উত্তর দিল—এইমাত্র ঘুমিয়েছে।

কমল বলিল—শ্যামলার সেবা-শুশ্রূষা তো ওই করে। দিনরাত মাথার কাছে জেগে বসে' আছে—যেন শ্যামলাকে বাঁচাবার ওর নিতান্তই প্রয়োজন।

কিসের সঙ্কোচে ঝর্ণার মুখখানা ছোট হইয়া গেল।

কমল বলিল—আরে, তুই অমন করে' দাঁড়িয়ে কেন বল্ তো? এতদিন পরে লক্ষ্মীছাড়াটা এলো, একবার না হয় একটু বক্।

নীলাদ্রি হাসিয়া উঠিল। তাহার মন একবার

শ্যামলাকে দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। এখনও কি সে অমনিই আছে।

কমল নীলাদ্রিকে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আয় তোকে একটা জিনিষ দেখাই। বলিয়া সে নীলাদ্রিকে সঙ্গে করিয়া একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল—শ্যামলা সব এঁকেছে। কেমন হয়েছে বল্ দেখি?

কিন্তু ওটা কার ছবি ঝর্ণার না! এও কি শ্যামলার হাতে আঁকা? নীলাদ্রির মনে তখন কি হইতেছিল কে জানে!

সত্যিই নীলাদ্রি আশ্চর্য্য হইয়া গেল! সুন্দর, চমৎকার ছবি! তাহার স্ত্রীর হাতের আঁকা।

কমল বলিল—অনেক অনুসন্ধান করেও তোকে না পেয়ে প্রায় হতাশই হ'য়ে গেছ্‌লাম, সত্যি একেবারে গরু খোঁজা করে খুঁজেছি। এমন সময় বোম্বে থেকে প্রমীলার চিঠিতে জান্‌লাম তুই বোম্বেতে আছিস্। নতুন উৎসাহ নিয়ে শেষে সেখানেও গেলাম, কিন্তু তোকে না পেয়ে আবার নিরাশ হয়েই ফিরে আস্‌তে হল। তুই এতদূর অপদার্থ তা' জানতাম না!

নীলাদ্রি বিস্মিত হইয়া গেল—প্রমীলা কে? তাহাকে তো সে চেনে না।

প্রশ্ন করিল—প্রমীলা ?

—হ্যাঁরে, প্রমীলা, সে যে তোর বৌদির বোন্—রাত্রি যার নাম।

পথিক পথ চলিতে চলিতে সহসা সাপ দেখিয়া যেমন চম্‌কিয়া ওঠে, নীলাদ্রি তেমনই করিয়া যেন চম্‌কিয়া উঠিল ! রাত্রি বৌদির বোন্, আশ্চর্য্য। অথচ সে এটা একবারও কোন রকমে জানিতে পারে নাই এতদিন।

তাহার কাছে আজ সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল। বৌদি'র বাবার নাম বলিতে কেন রাত্রি চম্‌কিয়া উঠিয়াছিল, বৌদি' আসিয়া পড়ার এই যে ভয় কেন তাহার চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল, দারুণ লজ্জায় তাহার সারা মুখ্‌খানা যেন কাল হইয়া গেল। কমলের সম্মুখ হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়—অথচ, সেই না একদিন রাত্রিকে বলিয়াছিল—সে সমাজ মানে না। ছি ছি, কমল দা' কি মনে করিতেছে, আর বৌদি', শ্যামলা, ঝর্ণা ?

দিন কাহারও জন্য দাঁড়ায় না, শ্যামলা ভুগিয়া ভুগিয়া একেবার পাত হইয়া গিয়াছে। সে কিছুতেই নীলাদ্রিকে কাছে আসিতে দিবে না, পাছে তাহার রোগের

ছোঁয়াচ লাগে। কিন্তু নীলাদ্রি কিছুতেই শোনে না, সে শ্যামলার কাছে বসিবেই। নীলাদ্রি ভাবে, মিথ্যা সারা-জীবন সে নিজেকে ঠকাইয়া আসিয়াছে এতদিন এবং অন্যজনকে করিতে বসিয়াছে হত্যা। গভীর অনুতাপে তাহার সারা অন্তর যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

চৈত্রের একটী পুলক-জাগা মধুময়ী গভীর রাত্রি। সারা পৃথিবীতে যেন আলোর বান ডাকিয়াছে। বসন্তের মৃদুল্ হাওয়ায় যেন কিসের নেশা লাগে।

শ্যামলা বলিল—আজ আমার আর একটা রাতের কথা মনে হচ্ছে! সেদিনও ঠিক এমনি বাসন্ত-পূর্ণিমাই ছিল, না? যেদিন তুমি—

একটু থামিয়া আবার বলিল—আচ্ছা তুমি কি করে' আমার কথা বিশ্বাস কর্‌লে বল তো। সে যে কতদূর মিথ্যা—তাকি তুমি একবারও বুঝ্‌তে পার নি?

নীলাদ্রি বলিল—রাত হ'য়েছে শ্যামলা অসুস্থ শরীর নিয়ে—

বাধা দিয়া শ্যামলা জবাব দিল—তা' জানি, আমায় আর মনে করিয়ে দিতে হ'বে না। ঘুম তো রইলই সারা

জীবন ধরে' কিন্তু এমন রাত হয় তো আর নাও পে'তে পারি।

শ্যামলা থামিল, কিন্তু খানিক্ষণের জন্য। পরে বলিল—শুন্‌ছ ?

নীলাদ্রি শ্যামলার দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধরিল। শ্যামলা বলিল—আচ্ছা, সেদিন তোমার কি মনে হয়েছিল বল তো ? মনে হয়েছিল বুঝি আমি তোমায় ভালবাসি না, না ?

নীলাদ্রি একটুখানি ক্ষীণ হাসিয়া বলিল—ছেলে-মানুষি না করে' একটু ঘুমোও দেখি।

শ্যামলা সেকথার উত্তর না দিয়া বলিল—তা'তো বটেই পুরুষ কি না, নারীর অন্তরের খবর তোমরা তো রাখনা। আর আমি যে দিনের পর দিন তোমার আশার প্রতীক্ষায় কতদিন কাটিয়েছি, তখন ঘুমুতে বল্‌বার লোক ছিল কোথায় গো ? সত্যি, তোমার আসা যেন আমার কল্পনাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

নীলাদ্রি কোন কথা কহিল না। শ্যামলা বলিল—আমায় আবার বাঁচাতে পার্‌বে তুমি ? কিসের আশায় তাহার চোখ দুইটা যেন উন্মুখ হইয়া উঠিল।

নীলাদ্রি উত্তর দিল—নিশ্চয়, পারবো শ্যামল', তুমি ভাল হয়ে ওঠো এবার কি করবো জান ?

শ্যামলা সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাকাইল। নীলাদ্রি বলিল—তুমি ভাল হয়ে' উঠ্‌লে আমাদের ভালবাসার এমন একটা সুখের নীড় রচনা করবো···শ্যামলার কাছে তাহার মুখটা লইয়া যাইতেই, সে ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে বলিল—না, না, অত কাছে না। জানতো এ কী রোগ।

নীলাদ্রি সরিয়া আসিল। শ্যামলা বলিল—রাগ কর্‌লে? লক্ষ্মীটি, আমায় ভুল বুঝো না।

নীলাদ্রি কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—শ্যামলা।

শ্যামলা নীলাদ্রির দিকে কিসের দৃষ্টিতে তাকাইল, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে চোখে চোখ পড়িতেই কিসের যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ ঘরখানা যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। শ্যামলা বলিল—সেদিন তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আজ যে নিজেই ফিরে এলাম অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে। কোনদিন আমার শরীরের যত্ন নিই নি, কিন্তু যখন নেবার প্রয়োজন হল' তখন আমার দেহটায় দৃষ্টি রাখ্‌বার মত কিছুই নেই যে। হ্যাঁ গো, আমার এ রোগক্লিষ্ট দেহটা দেখে তোমার ঘৃণা হয় না?

নীলাদ্রির সমস্ত মুখখানা যেন পাথর হইয়া গেল। বলিল—ঘৃণা? জান শ্যামলা, একদিন আমি নিজেকে রূপবান মনে করে কত দম্ভ করতাম, কিন্তু আজ তো

আমার দম্ভ কর্‌বার কিছু নেই শ্যামলা। আমার দেহ দেখে তোমার যদি ঘৃণা না হয় তা' হ'লে—

বাধা দিয়া শ্যামলা বলিল—যাও, তাই বল্‌ছি বুঝি, যেন কথার ভট্‌চায্যি তুমি! হ্যাঁ গো, রাত্রি বলে' কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ ছিল?

নীলাদ্রি কি উত্তর দিবে। তবু বলিল—হ্যাঁ।

শ্যামলা প্রশ্ন করিল—সে কেমন দেখ্‌তে বলো তো? তাকে কিন্তু আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

এই প্রশ্নই একদিন রাত্রি করিয়াছিল।

—হ্যাঁ বল্‌তে ভুলে গেছি, সে বৌদি'র বোন হয় গো। তা' বুঝি জান্‌তে না? দেখ্‌বে চিঠি? আমায় লিখেছিল অনেকদিন আগে।

বলিয়া সে মাথার বালিশের নীচে হইতে বাহির করিয়া নীলাদ্রির চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল।

নীলাদ্রি পড়িতে লাগিল—

'তোমাকে কিছু বলে' চিঠিতে সম্বোধন করেতে নিজেরই যেন কেমন সঙ্কোচ হয়, কিন্তু সম্বন্ধে তুমি আমার বোন—কারণ, তোমার বৌদি' আমার সহোদর ভগ্নী হন। প্রমীলার কথা তাঁকে জিগেস্ করলেই তিনি বুঝ্‌তে পারবেন। কিন্তু আজ আমি রাত্রি, সে প্রমীলা মরে' গেছে। আমি একদিন হয় তো তোমাদেরই মত একজন

হ'য়ে দিন কাটাতে পার্‌তাম, কিন্তু সে কল্পনা করাও যে আজ আমার কাছে পরিহাস।

'সে এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে নীলাদ্রিবাবুর সঙ্গে আমার বোম্বেতে পরিচয় হয়েছিল। জীবন-পথের মাঝে আমার যার যার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সকলেই আমার এ দেহটাকে নিয়ে ছিনিমিনিই খেলে এসেছে, এতদিন আর্ত্ত নারীর কোন আহ্বানই তাদের প্রাণের আগলে আঘাত করে নি।

'নীলাদ্রিবাবু আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন যেন তরুণ উদার দেবতার মত। সারাটি জীবন হয় তো তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মতই মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে বেড়াতাম, যদি না তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ত।

'সে একদিনের কথা, যেদিন তিনি রোগ-শয্যায় শুয়ে প্রলাপ বকে' যাচ্ছিলেন। শুন্‌লাম, তোমার সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু কোন্‌ পরিচয় নিয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াব বোন ?

'চাক্ষুষ পরিচয় যখন দেওয়া অসম্ভব, তখন চিঠির পরিচয়ই হোক্‌ আমাদের সম্বল। অনেক কষ্টে নীলাদ্রি-বাবুর 'ড্রয়ার থেকে ঠিকানা যোগাড় করে' চিঠি লিখ্‌তে বসেছি।

'সেদিন জ্বরের ঝোঁকে বকে' যাচ্ছিলেন—আমায় তুমি ঘৃণা কর শ্যামলা—

'বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। ওই লোকটাকে যে জানে প্রতিটি রক্ত দিয়ে সে কি ঘৃণা কর্‌তে পারে। তারপর আরও অনেক কথা,—সে সব আর নাই শুন্‌লে দিদি। তবে বুঝ্‌লাম কী বেদনা বুকে নিয়ে ওই লোকটা ছুটে বেড়াচ্ছে, অথচ, যাদের জন্য সে সমস্ত অবলম্বনই হারিয়ে বসেছে, তারা' একবারও তার' মনের কোন কথারই অনুসন্ধানই করে নি।

'সেদিন নীলাদ্রিবাবু বলেছিলেন—নারীদের আমার বিশ্বাস হয় না রাত্রি—তাদের কোন পরিচিত লোকের কথা ভুলে যেতে' একটুও দেরী হয় না।

'সে কথাটার মধ্যে যে কতখানি বেদনা লুকোনো ছিল, তা' আর কেউ না বুঝ্‌লেও, আমার বুঝ্‌তে একটুও দেরী হয় নি দিদি! আমিও যে ওই বেদনাই পেয়ে' এসেছি সারা জীবন ধরে।

'মনে কর্‌লাম যেমন করে' হোক্ আবার তাঁকে ঘরের দিকে ফেরাতে হবে।

'সেদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে,—যেদিন তিনি কি কাজের জন্যে ওয়াল্‌টিয়ার চলে' যান। আমার স্মৃতির পাতায় এ কথা হয় তো সারা জীবনই লেখা থাক্‌বে।

সে এক দুর্য্যোগময়ী রাত্রে আমি বেরিয়ে পড়্লাম তাঁর বাড়ী থেকে।

'যেদিন ওয়ালটিয়ার থেকে ফিরে' এলেন, সেদিন কী অভিনয়-ই না করেছি তাঁর সঙ্গে! সারাজীবনটা অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই এতদিন কাটিয়ে এসেছি—কিন্তু এমন সুন্দর অভিনয় কোনদিনই করি নি হয় তো।

'আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি আমারই অনুসন্ধান নিতে এসেছিলেন, কিন্তু আমার কথামত একজন তাঁকে বল্‌লে—আমি এক বড়লোকের সঙ্গে কোথায় চলে গেছি। আর দাঁড়ালেন না তিনি। চলে' গেলেন—একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে। আমার নিজের দেহের ওপর কেমন ঘৃণা হল, সেদিন আমার বুকখানায় ভরে উঠেছিল বিশ্বের নিবিড় বেদনা। আমার দেহের কথা মনে করেও কি একবার ফিরেও চাইতে নেই, অথচ এই দেহের মোহে কত লোক-ই না এটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। কতজন না আমার রূপের ফাঁদে বাঁধা পড়েছে।

'আশ্চর্য্য বোন্, এমন সংযত চরিত্র স্বামীকে কেমন করে' চিন্‌তে পার্‌লে না।

'একদিন তাঁকেই আমি বলেছিলাম—সব নারীকে সমান ভাব্‌বেন না নীলাদ্রিবাবু। সারা অন্তর গভীর

বেদনায় ভরে' গেল এই ভেবে, যে লোকটা সার অন্তর দিয়ে কী বিশ্বাসই না কর্তেন আমায়, তাঁর বিশ্বাসের ওপর কেমন করে' নিষ্ঠুরভাবে এ কুঠারাঘাত কর্লাম, এখন মনে হয় কেমন করে সেদিন ওই অভিনয়টা করেছিলাম। কেমন করে' জানাব—এ অভিনয়,—কোন বড়লোকের সঙ্গে আমি যাই নি। যে একবার তাঁকে সত্যকার ভালবেসেছে, সে তাঁর কথা কখনও বিস্মৃত হ'তে পারে কি! তবু আমার একটা সান্ত্বনা ছিল যদি তোমার কাছে তিনি যান, তা' হ'লে আমার এ অভিনয় সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে। ঝর্ণার কথা ভেবে ক্ষণিক দুর্ব্বতার মোহে পড়ে' শুধু মিথ্যা কষ্টই পেয়ে এসেছ এতদিন বোন, তার' মনের খবর তো কোন দিন-ই জান্‌তে চাওনি!

'আর কি লিখ্‌বো। বিদায় বোন্! শুধু এইটুকু বলে আমি চিঠিটা শেষ করতে চাই, তাঁকে ভুল বুঝো-না। অন্তর দিয়ে তিনি তোমায় ভালবাসেন। হ্যাঁ, জীবন ভোর এতদিন তিনি শুধু নিজেকে ঠকিয়েই এসেছেন। তাঁর কোন অবলম্বনই নেই ভেবে আজ আমার দুঃখ হয়। কিন্তু কি করবো? কর্ত্তব্য যেখানে প্রবল, সেখানে আর কিছুর-ই মোহ যে টিক্‌তে পারেনা ভাই। যদি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, আমার ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম দিও তাঁকে। আমার স্নেহ-ভালবাসা নিও।

দিদির জন্যে বড় মন কেমন করে, তাঁকে দেখ্তে ইচ্ছা হয়,—কিন্তু ইচ্ছেটাই তো সব নয় এবং তা পূরণ করাও বোধ হয় মানুষের হাতে নেই। বিদায় বোন্! চিঠির বন্ধুকে তোমার অবসর মত যদি পার তো মনে ক'রো।

ইতি—

ভাগ্যহতা—

রাত্রি

এক নিশ্বাসে নীলাদ্রি সমস্ত চিঠিটা পড়িয়া গেল। গভীর শ্রদ্ধায় তাহার সারা অন্তর ভরিয়া গেল। ছি ছি, রাত্রিকে চিনিয়াও কেমন করিয়া সে তাহাকে এমন ভুল বুঝিল।

শ্যামলা ডাকিল—ওগো—।

নীলাদ্রির চোখটা যেন সজল হইয়া আসিল। সে শ্যামলার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধরিল।

কোথা হইতে এক ফালি মেঘ উড়িয়া আসিয়া পূর্ণিমার চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

উদ্ভ্রান্তের মত নানাজায়গায় ঘুরিয়া অবশেষে রাত্রি আবার বোম্বেতে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজিয়া পাইল না।

কত স্মৃতি যেন এই সহরটাতে জড়ান আছে। নীলাদ্রির বাংলো আজও ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু যে ছিল সে আর নাই, অন্য কে যেন তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

রাত্রি বাংলোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবে, হয়তো নীলাদ্রি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া তাহাকে তেমনি করিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবে। খানিক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার চোখ দুইটা সজল হইয়া আসে। বাংলোটা যেন তাহার চোখে স্বপ্নের সৌধ রচনা করে।

মনে পড়ে খোকাকে। এখন সে না জানি কত বড় হইয়াছে। মনে পড়ে তাহার সেই ডাক—'মাছিমা তোমাল্ ছঙ্গে আমি দাবো।' এখনও 'মাছিমা'কে তাহার মনে আছে কি? হয়তো নাই, বোধ করি শিশুর সরল অন্তর অন্য কাহাকেও পাইয়া ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ভুলিলেও, তাহার কথা মনে হইলে রাত্রির মন বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া ওঠে। মনে পড়ে নীলাদ্রিকে। একে একে মনের পর্দ্দায় বায়স্কোপের ছবির মত সকলের মূর্ত্তিগুলো ভাসিয়া আসিয়া আবার মিলাইয়া যায়। একবার সে জগতের প্রতি চায়, সে ছাড়া আর সকলেই যেন সুখী।

এমনি করিয়া তাহার দিন কাটে, অবলম্বন হীন ভাবে

—তাহার বৈচিত্রহীন জীবনের মাঝে একদিন যে বৈচিত্র আসিবে, তাহা সে একবারও কল্পনাও করে নাই।

সেদিনের কথা। সকালে রাত্রির ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল তাহার বাড়ীর সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। কি হইয়াছে, জানিবার জন্য ভিখ্নাকে ডাকিতেই সে আসিল। রাত্রি ভিড়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, সে বলিল—আমাদের রকে কে একটা ছেলে ফেলে দিয়েছে মা, তাই—

আর শুনিবার প্রয়োজন হইল না। রাত্রি নামিয়া আসিয়া ভিড়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। কাহার ছেলে সন্ধান না পাইয়া পুলিশ যখন থানায় লইয়া জমা দিবার জন্য ছেলেকে উঠাইয়া লইতে উদ্যত হইল, তখন রাত্রি ডাকিল—শোনো—।

পুলিশ রাত্রির দিকে তাকাইতেই সে বলিল—আমি এ ছেলেটাকে নেবো।

পুলিশ জানাইল, এখন সে দিতে পারে না, যদি ছেলে লইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে থানা হইতে লইতে পারেন।

রাত্রির অনেক করিয়া বলিয়াও যখন তাহার অনুরোধ

টিকিল না, তখন মোটা ঘুষের প্রলোভন দেখাইতেই সে কৃতকার্য্য হইল। পুলিশ হর্ষোৎফুল্ল মুখে রাত্রিকে ‘সেলাম’ জানাইয়া চলিয়া গেল। রাত্রি ছেলেটাকে তাহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া উপরে লইয়া আসিল। তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া যখন জামা পরাইয়া শুয়াইয়া দিল, তখন যেন সে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফুট্‌ফুটে জুইফুলের মত ছেলেটি, মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাত্রি তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, চোখে তাহার পলক পর্য্যন্ত পড়িল না, এমনি তাহার অকাগ্রতা। কে একজন বলিল—ছিছি, কি ঢলান্‌টাই ঢলালি বল্‌তো। কি জাত তার ঠিক নেই, একটুও কি—

বাধা দিয়া রাত্রি জবাব দিল—জাতের কথা আর নাই তুল্‌লে, আমাদের জাত যদি এত করে'ও টিকে থেকে থাকে, তা' হলে ওই বাচ্ছাটার সে বালাই না হয় নাই থাক্‌লো।

এমনি করিয়া রাত্রির দিন কাটে, তাহার বুকখানা যেন মাতৃত্বের পুত ধারায় ভরিয়া ওঠে। সে খোকার নাম রাখিয়াছে—হীমাদ্রি, আদর করিয়া খোকন্ বলিয়া ডাকে। রাত্রি শিপ্রার খোকাকে যেন ফিরিয়া পাইয়াছে—নিবিড় করিয়া, আর কেহ তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। খোকনের গলার আওয়াজ যেন খোকার স্বর হইয়া ভাসিয়া আসে বহুদূর হইতে!

দিনের পর দিন খোকন্ বড় হয়। রাত্রি তাহাকে স্কুলে দিল। সে জানাইল না তাহার জন্মের ইতিহাস। খোকন্ কত গল্প করে, কেমন করিয়া সে ক্লাসে বসিয়া পড়া বলে। মাষ্টাররা তাহাকে কত ভালবাসে আরও কত কি।

রাত্রির মনে খোকনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুলক জাগে। তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার মন্দ কাটিতে ছিল না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন আসিয়া পড়িল শ্যামলার চিঠি। সে খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

প্রীতিভাজনেষু—

'ভাই তোমার কথাই ঠিক। ভুলের মধ্যে দিয়েই আমি আমার জীবনের রথচক্র চালিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তুমিই আমার মনের মধ্যে যে মঙ্গল আলোক তুলে ধরেছিলে, তার জন্যে আমি তোমাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব তার' ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যি তাঁর ভালবাসা যে এত গভীর, তা' আমি কোনদিনই খোঁজ নিই নি, শুধু আমি খেয়ালের স্রোতে ভেসে চলেছিলাম। আমি ভাবি, যে আমায় এই সন্ধান বলে দিয়েছে, তার কাছে আমি কত ছোট, তার ভালবাসা যেন সুদূর প্রসারি অসীম সাগরের মত।

'দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় তোমায়। আস্‌তে কি পারনা? মরণ-পথের পথিক আজ তার সকল কামনা নিয়ে তোমায় দেখ্‌বার জন্যে উন্মুখ হয়ে' বসে রয়েছে, কি রোগ জান দিদি, যক্ষা, চম্‌কিওনা। আমার অনুরোধ, বোন বলে যদি কখনও আমায় ভালবেসে থাক, তাহলে তোমার পরিচয়ের দোহাই আর নাই তুল্‌লে দিদি। তোমার জন্যে আমার রোগক্লান্ত চোখ সজাগ হয়ে রইল। এস, এস, এই শেষ অনুরোধ উপেক্ষা করনা ভাই, হয়তো আর আমার কোন অনুরোধ করবার অবসরের দিন নাও আস্‌তে পারে।

'তাঁকে দেখ্‌লে হয়তো আর চিন্‌তেই পার্‌বে না বোন, এমনি-ই হয়ে' গেছেন তিনি। আমার ভালবাসা নাও; চুমো নাও। এসো—এসো—।

ইতি—

মরণ-পথের যাত্রী

শ্যামল—

রাত্রি প্রস্তর পুত্তলিকার মত কতক্ষণ বসিয়াছিল জানেনা, খোকনের ডাকে তাহার তন্দ্রা যেন টুটিয়া গেল, খোকন্ স্কুল হইতে ফিরিয়াছে। সে জলখাবার দেওয়ার জন্য উঠিয়া গেল।

রাত্রি এখন কি-ই করিবে! কোন্ পরিচয় লইয়া

তাহাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু—শ্যামলার অনুরোধ কী করিয়া সে উপেক্ষা করে। একজনকে আঘাত দিয়া সে দ্বিগুন আঘাত ফিরিয়া পাইয়াছে, যে পৃথিবীর সমস্ত হিসাব নিকাশ মিটাইয়া দিবার জন্য বসিয়া আছে, তাহার আসার আশায়—রোগক্লান্ত চোখ্‌কে সজাগ করিয়া, সে কেমন করিয়া তাহার সরল অন্তরে আবার আঘাত দিবে। না না, তাহাকে যাইতেই হইবে, জগতের সমস্ত লজ্জা যদি ঘিরিয়া ধরে, তবুও।

মনের দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রাত্রি ঠিক করিয়া ফেলিল তাহাকে যাইতেই হইবে। সত্যই একদিন শিলঙের দিকে, খোকন্ ও ভিখনাকে লইয়া সে পাড়ি দিল।

রাত্রি শিলঙে আসিয়া, অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাড়ী বাহির করিল। গাড়ী ভাড়া চুকাইয়া, ভিখ্‌নাকে সমস্ত জিনিষ পত্র নামাইয়া রাখিতে বলিয়া খোকন্‌কে লইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার বুকটায় যেন হাতুড়ি পিটিতে ছিল, স্পন্দিত বক্ষে সে বারান্দায় আসিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল

সমস্ত বাড়ীটায় যেন কোন সাড়া নাই, যেন নিঝুম্ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় ঝর্ণা সেখান দিয়া কি কাজের জন্য যাইতেছিল, সহসা এক অপরিচিতাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া রাত্রির মুখের উপর তাহার সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া ধরিতেই, রাত্রি বলিল—খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না? শ্যামলার চিঠি পেয়েই আস্‌ছি, আমি রাত্রি,—প্রমিলা।

ঝর্ণা সানন্দে রাত্রিকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল—আপনার কথাই শুয়ে শুয়ে শ্যামলা বলে, ওটিকে?

খোকার দিকে চাহিয়া রাত্রি জবাব দিল—পথে কুড়িয়ে পাওয়া আমার ছেলে। শ্যামলা কেমন আছে?

ঝর্ণা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—থাকাথাকি আর কি, হয়তো আমি-ই—

আর বলিতে পারিল না, সে রাত্রিকে লইয়া শ্যামলার ঘরে ঢুকিল। রোগীকে লইয়া সকলেই ব্যস্ত। রাত্রি দেখিল নীলাদ্রিকে, তাকে সত্য সত্যই চেনাই যায় না, তাহার সে সুন্দর দেহ কই? রাত্রির অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। দেখিল শ্যামলাকে,—যেন একটা কঙ্কাল।

চোখ ফিরাইয়া কমলকে দেখিল, আর দেখিল তাহার চিরপরিচিত দিদি ঊর্ম্মিলাকে।

ঝর্ণা শ্যামলার কাছে গিয়া বলিল—রাত্রি এসেছে, তোকে দেখ্‌তে।

ফাঁসির আসামীকে ফাঁসির জায়গায় আনিলে যেমন তাহার অবস্থা হয়, রাত্রির ঠিক তেমনি হইতেছিল, সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝর্ণার কথার সঙ্গে সঙ্গে সকলে পিছন দিকে ফিরিল। নীলাদ্রির মুখ্‌খানা যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল,—যেন একবিন্দু তাহাতে রক্ত নাই।

ঊর্ম্মিলা বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া গেল, মনে হইল সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে—কোন দিন কল্পনায়ও আনে নাই আবার তাহার সেই শিশুর মত সরল ছোটবোনকে দেখিতে পাইবে। কমল যে কি করিয়া রাত্রিকে অভ্যর্থনা করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। সকলের মাঝে শ্যামলা রাত্রিকে ডাকিল—অমন করে পরের মত ওখেনে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, এসো আমার কাছে।

রাত্রি শ্যামলার দিকে আগাইয়া আসিল। ক্ষীণ হাসি হাসিয়া শ্যামলা বলিল—কি করে পরিচয় দেবে এই ভাব্‌ছো? তুমি আমার বোন, এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি থাক্‌তে পারে ভাই,—ওরে ঝর্ণা—

সে আর কথা শেষ করিতে পারিল না। কাশিতে

তাহার দম আটকাইয়া যাওয়ার যোগাড় হইল। শ্যামলার বুকখানা পিশিয়া যেন তাহার মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে ছুটিল যেন রক্তের স্রোত। সকলে শ্যামলার কাছে উদ্বিগ্ন হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, কেবল রাত্রি প্রস্তর পুত্তলিকার মত খোকনের হাত ধরিয়া নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার যেন কোন সাড় নাই। সহসা কোথা হইতে একদমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া হু-হু শব্দে বহিয়া গেল!